৩০ পারা

সূরা নাবা' (মক্কায় অবতীর্ণ)

৭৮-নং সূরা, এতে ২টি রুকূ ও ৪০ টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١)

১। তারা আপোসে কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?[১]

عَنْ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢)

২। সেই মহা সংবাদ বিষয়ে।

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣)

৩। যে বিষয়ে তারা মতবিরোধী![২]

كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (٤)

৪। কখনই না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (٥)

৫। আবার বলি, কখনই না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।[৩]

أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضَ مِهَاداً (٦)

৬। আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (স্বরূপ) সৃষ্টি করিনি?[৪]

وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً (٧)

৭। এবং পর্বতসমূহকে পেরেক (স্বরূপ সৃষ্টি করিনি?)[৫]

---

[১] রসূল ﷺ যখন নবুঅতপ্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি তাওহীদ, কিয়ামত ইত্যাদির কথা বয়ান করতে লাগলেন এবং কুরআন মাজীদ তিলাঅত করে শুনালেন, সেই সময় কাফের ও মুশরিকরা আপোসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে, কিয়ামত কি সত্যিকারে ঘটবে -- যেমন এই লোকটি দাবী করছে? অথবা এই কুরআন কি সত্যিকারে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে -- যেমন মুহাম্মাদ বলছে? প্রশ্নবাচক শব্দ দ্বারা আল্লাহ প্রথমে সেই সমস্ত জিনিসের সেই মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, যা তার আছে। অতঃপর তিনি নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন যে,-------।

[২] অর্থাৎ, যে 'মহা সংবাদ' নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে সেই বিষয়েই ঐ জিজ্ঞাসাবাদ। কারো কারো মতে এই 'মহা সংবাদ'-এর উদ্দেশ্য হল, পবিত্র কুরআন। কেননা, কাফেররা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য করত। কেউ তাকে যাদু, কেউ জ্যোতিষীর কথা, কেউ কবিদের কাব্য, কেউ বা আবার পূর্বযুগের উপাখ্যান বলে অভিহিত করত। অনেকের মতে এর উদ্দেশ্য হল, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং পুনর্বার জীবিত হওয়ার সংবাদ। কেননা, এ ব্যাপারেও তাদের মাঝে কিছু মতভেদ ছিল। কেউ তো একেবারেই তা অস্বীকার করত। আবার কেউ তাতে সন্দেহ পোষণ করত। কোন কোন আলেম বলেন, জিজ্ঞাসাকারী মু'মিন-কাফের উভয়ই ছিল। মু'মিনদের জিজ্ঞাসা তাদের ঈমান এবং অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছিল। আর কাফেরদের জিজ্ঞাসা ছিল ঠাট্টা-ব্যঙ্গ ও উপহাসস্বরূপ।

(৩) এটা হল ধমক ও তিরস্কার যে, অতি সত্বর সব কিছু জানতে পারবে। আগামীতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কর্মকুশলতা এবং মহা কুদরতের কথা উল্লেখ করছেন; যাতে তাওহীদের প্রকৃতত্ব তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর রসূল ﷺ তাদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছিলেন তার প্রতি ঈমান আনা সহজ হয়ে যায়।

[৪] অর্থাৎ, বিছানার মত তোমরা ভূপৃষ্ঠের উপর চলা-ফেরা কর, উঠা-বসা কর, শয়ন কর এবং সমস্ত কাজ-কর্ম ক'রে থাক। পৃথিবীকে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে হেলা-দোলা থেকে রক্ষা করেছেন।

[৫] أوتاد শব্দটি وتد -এর বহুবচন; আর তার অর্থ পেরেক। অর্থাৎ, পর্বতসমূহকে পৃথিবীর জন্য পেরেকস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন; যাতে পৃথিবী স্থির থাকে এবং হেলা-দোলা না করে। কেননা, হেলা-দোলা ও বিক্ষিপ্ত অস্থিরতার অবস্থায় পৃথিবী বাসযোগ্য হতো না। (প্রকাশ থাকে যে, ভূগর্ভে কীলক বা পেরেকের মতই পর্বতমালার মূল বা শিকড় গাড়া আছে; যা ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে প্রায় ১০ থেকে ১৫ গুণ বেশী দীর্ঘ! -সম্পাদক)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً (٨)

৮। আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।[৬]

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً (٩)

৯। তোমাদের নিদ্রাকে ক'রে দিয়েছি বিশ্রাম স্বরূপ।[৭]

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً (١٠)

১০। রাত্রিকে করেছি আবরণ স্বরূপ।[৮]

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً (١١)

১১। এবং দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণের উপযোগী।[৯]

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً (١٢)

১২। আর নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ।[১০]

وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً (١٣)

১৩। এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ (সূর্য)।[১১]

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً (١٤)

১৪। আর বর্ষণ করেছি পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে প্রচুর পানি।[১২]

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً (١٥)

১৫। যাতে তা দিয়ে আমি উদ্গত করি শস্য ও উদ্ভিদ।[১৩]

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً (١٦)

১৬। এবং ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যানসমূহ।[১৪]

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً (١٧)

১৭। নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে ফায়সালার দিবস;[১৫]

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً (١٨)

১৮। সে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে অতঃপর তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।[১৬]

---

(৬) অর্থাৎ,পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারী। অথবা أزواج -এর অর্থ হল নানা ধরন ও রঙ। অর্থাৎ, তিনি বিচিত্র ধরনের আকার-আকৃতি ও রঙে-বর্ণে সৃষ্টি করেছেন। সুশ্রী-কুশ্রী, লম্বা-বেঁটে, গৌরবর্ণ-কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন বৈচিত্রে সৃষ্টি করেছেন।

(৭) سبات -এর অর্থ হল ছিন্ন করা বা কাটা। রাত্রি মানুষ ও পশু-পক্ষীর যাবতীয় বিচরণকে কেটে ক্ষান্ত ক'রে দেয়। যাতে শান্তি ফিরে আসে এবং লোকে আরামের সাথে ঘুমাতে পারে। কিংবা এর ভাবার্থ হল এই যে, রাত্রি তোমাদের কাজকর্মকে কেটে ফেলে। অর্থাৎ, কাজের ধারাবাহিকতাকে ছিন্ন ক'রে দেয়। আর কাজ শেষ হওয়া মানেই হল আরাম ও বিশ্রাম।

(৮) অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার এবং কালো বর্ণ প্রতিটি জিনিসকে নিজের আঁচলে আবৃত ও গোপন ক'রে নেয়। যেমনভাবে, আবরণ বা পোষাক-পরিচ্ছদ মানুষের দেহকে আবৃত ও গোপন ক'রে নেয়।

(৯) উদ্দেশ্য হল যে, তিনি দিনকে উজ্জ্বলময় বানিয়েছেন; যাতে লোকেরা জীবিকা ও রুযী অন্বেষণের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে পারে।

(১০) এদের প্রতিটির মাঝে পাঁচ শত বছরের পথের দূরত্ব আছে। যা এসবের মজবুতি প্রমাণ করে।

(১১) প্রদীপ্ত প্রদীপ বলে উদ্দেশ্য হল সূর্য। এখানে جعل অর্থ হল خلق। অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টি করেছেন।

(১২) معصرات সেই মেঘসমূহ যা পানি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু যা এখনো বর্ষণ করেনি। যেমন, المرأة المعتصرة সেই নারীকে বলা হয়, যার মাসিক (ঋতুর) সময় ঘনিয়ে এসেছে। ثجاجاً অর্থ হল অতিরিক্তভাবে প্রবাহিত হয়ে যায় এমন পানি।

(১৩) حب (শস্য) হল সেই সকল ফসল, যা খোরাকের জন্য গুদামজাত ক'রে রাখা যায়; যেমন, গম, ধান, যব, ভুট্টা ইত্যাদি। আর نبات বা উদ্ভিদ হল শাক-সবজি এবং ঘাস-পাতা ইত্যাদি যা পশুতে ভক্ষণ ক'রে থাকে।

(১৪) ألفافاً অধিক ডাল-পালার কারণে এক অপরের সাথে মিলে যাওয়া গাছ-পালা অর্থাৎ, সঘন বাগান।

(১৫) অর্থাৎ, পূর্বেকার এবং শেষকার সবারই জমা হবার এবং ওয়াদার দিন। তাকে 'ফায়সালার দিবস' এই জন্য বলা হয়েছে যে, সেই দিনে জমা হওয়ার উদ্দেশ্যই হল সমস্ত মানুষের আমলানুযায়ী ফায়সালা করা হবে।

(১৬) কেউ কেউ এর ভাবার্থ এটাও বলেছেন যে, প্রত্যেক উম্মত নিজের রসূলের সাথে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। এটা হবে দ্বিতীয় ফুৎকারের সময়, যখন সমস্ত মানুষ কবর থেকে জীবিত হয়ে বের হয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَفُتِحَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً (١٩)

১৯। আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।[১৭]

وَسُيِّرَتْ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً (٢٠)

২০। এবং চালিত করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।[১৮]

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً (٢١)

২১। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে -[১৯]

لِلْطَّاغِينَ مَآباً (٢٢)

২২। সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে।

لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً (٢٣)

২৩। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।[২০]

لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلا شَرَاباً (٢٤)

২৪। সেখানে তারা কোন ঠান্ডা (বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পাবে না, আর কোন পানীয়ও (পাবে না);

إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً (٢٥)

২৫। ফুটন্ত পানি ও (প্রবাহিত) পূঁজ ব্যতীত।[২১]

جَزَاءً وِفَاقاً (٢٦)

২৬। এটাই (তাদের) উপযুক্ত প্রতিফল।[২২]

إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً (٢٧)

২৭। তারা (পরকালে) হিসাবের আশঙ্কা করত না।[২৩]

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً (٢٨)

২৮। এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে চরমভাবে মিথ্যাজ্ঞান করত।

করবেন। যাতে মানুষ উদ্ভিদের ন্যায় উদ্গত হবে। মানুষের মেরুদন্ডের (নিম্নভাগে) শেষাংশের হাড় ব্যতীত দেহের সব কিছু মাটিতে বিনষ্ট হয়ে যাবে। ঐ হাড় দ্বারা কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিকে পুনর্বার গঠন করা হবে। *(সহীহ বুখারী সূরা নাবার ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ)*

(১৭) অর্থাৎ, ফিরিশ্তাগণের জন্য অবতরণের পথ হয়ে যাবে। এবং তাঁরা পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

(১৮) سراب (মরীচিকা) সেই বালিরাশিকে বলা হয়, যা (রোদের তাপে) দূর হতে পানি মনে হয়। পাহাড়ও মরীচিকার মত কেবল দূর হতে দৃশ্যমান বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। আর তারপরই তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকবে না। কেউ কেউ বলেছেন যে, কুরআনে (কিয়ামতের দিন) পাহাড়ের নানান ধরণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের মাঝে সমন্বয়ের পথ হল এই যে, (১) প্রথমে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। فدكتا دكة واحدة *(সূরা হাক্কাহ ১৪ আয়াত)* (২) তারপর তা ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত হয়ে যাবে। كالعهن المنفوش *(সূরা ক্বারিআহ ৫ আয়াত)* (৩) তারপর তা হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত। فكانت هباء منبثا *(ওয়াক্বিআহ ৬আয়াত)* (৪) তারপর তা উড়িয়ে দেওয়া হবে। ينسفها ربي نسفاً *(সূরা ত্বাহা ১০৫ আয়াত)* আর পঞ্চম অবস্থায় তা سراب মরীচিকার মত অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে; যেমন এখানে বলা হয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১৯) ওঁৎ পাতার ঘাঁটি এমন জায়গাকে বলা হয়, যেখানে আত্মগোপন ক'রে শত্রুর অপেক্ষা করা হয়। যাতে সেখান হতে তার অতিক্রম করার সময় তড়িঘড়ি হামলা করা সম্ভব হয়। জাহান্নামের দারোগারাও জাহান্নামীদের অপেক্ষায় ঐরূপ বসে আছেন। অথবা জাহান্নাম নিজেই আল্লাহর আদেশে কাফেরদের জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে।

(২০) أحقاب শব্দটি حقب-এর বহুবচন। এর অর্থ হল যুগ বা যামানা। উদ্দেশ্য হল যুগযুগ ধরে চিরকালের জন্য তারা জাহান্নামে থাকবে। এই শাস্তি কাফের এবং মুশরিকদের জন্য হবে।

(২১) যা জাহান্নামীদের দেহ হতে নির্গত হবে।

(২২) অর্থাৎ, এই শাস্তি তাদের সেই কুকর্মের অনুরূপ হবে, যা তারা পার্থিব জীবনে করত।

(২৩) এ কথা প্রথমোক্ত বাক্যের কারণ দর্শিয়ে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সে উল্লিখিত আযাবের উপযুক্ত। কেননা, সে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি বিশ্বাসীই ছিল না, যাতে তারা হিসাব-নিকাশের আশঙ্কা করত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً (٢٩)

২৯। সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি লিখিতভাবে।[২৪]

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً (٣٠)

৩০। সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর, এখন তো আমি শুধু তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব।[২৫]

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً (٣١)

৩১। নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা;[২৬]

حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً (٣٢)

৩২। উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর।[২৭]

وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً (٣٣)

৩৩। এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা সমবয়স্কা তরুণীগণ।[২৮]

وَكَأْساً دِهَاقاً (٣٤)

৩৪। এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র।[২৯]

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذَّاباً (٣٥)

৩৫। সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা।[৩০]

جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً (٣٦)

৩৬। (এ হবে তাদের জন্য) তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রতিদান, যথেষ্ট অনুদান।[৩১]

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً (٣٧)

৩৭। যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুর প্রতিপালক; যিনি পরম করুণাময়। তাঁর নিকট কিছু বলার অধিকার তাদের থাকবে না।[৩২]

---

(২৪) অর্থাৎ, লাওহে মাহফুযে। অথবা সেই রেকর্ড (কর্ম-বিবরণী) উদ্দেশ্য, যা (কিরামান কাতিবীন) ফিরিশ্তাগণ লিখে থাকেন। কিন্তু প্রথম অর্থটি অধিকতর সঠিক। যেমন দ্বিতীয় স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,"আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি।" *(সূরা ইয়াসীন ১২ আয়াত)*

(২৫) আযাব বৃদ্ধি করার অর্থ হল যে, এখন থেকে এই আযাব চিরস্থায়ী। যখনই তাদের চামড়া গলে যাবে, তখনই ওর স্থলে নুতন চামড়া সৃষ্টি করা হবে। *(সূরা নিসা ৫৬ আয়াত)* যখনই আগুন নিভে যাবে, তখনই পুনরায় তা প্রজ্বলিত করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৯৭ আয়াত)*

(২৬) দুর্ভাগ্যবানদের কথা আলোচনা করার পর এখন সৌভাগ্যবানদের আলোচনা এবং তাদের সেই নিয়ামতের বর্ণনা; যা তারা আখেরাতে উপভোগ করবে। আর এই সাফল্য ও নিয়ামত তাক্বওয়া (আল্লাহভীরুতা)র ফলে লাভ হবে। তাক্বওয়া হল ঈমান ও আনুগত্যের চাহিদার পরিপূর্ণতার নাম। সৌভাগ্যবান লোক তো তারাই, যারা ঈমান আনার পর তাক্বওয়া এবং নেক আমলে যত্নবান হয়। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন। আমীন।

(২৭) এই বাক্য مفازاً-এর বদল। অর্থাৎ, সফলতার বিবরণ।

(২৮) كواعب শব্দটি كاعب-এর বহুবচন। যার অর্থ হল পায়ের গাঁট। যেমন গাঁট উঁচু হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি তাদের স্তনগুলিও অনুরূপ উঁচু উঁচু হবে; যা তাদের রূপ-সৌন্দর্যের একটি সুদৃশ্য। (অর্থাৎ তারা সদ্য উদ্ভিন্ন স্তনের ষোড়শী তরুণী হবে।) أتراب শব্দের অর্থ হল সমবয়স্ক।

(২৯) دهاقاً -এর অর্থ ঃ পরিপূর্ণ কিংবা একের পর এক নিরবচ্ছিন্ন অথবা তা স্বচ্ছ ও নির্মল হবে। كأس এমন পানপাত্রকে বলা হয়, যা পূর্ণরূপে ভর্তি থাকে।

(৩০) অর্থাৎ, কোন অসার, ফালতু বা অশ্লীল কথাবার্তা সেখানে হবে না। আর না এক অপরকে মিথ্যা বলবে।

(৩১) عطاء -এর সাথে حساب শব্দটি অতিশয়োক্তি স্বরূপ ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সেখানে আল্লাহর দান, প্রতিদান ও অনুদানের পর্যাপ্তি ও প্রাচুর্য থাকবে।

(৩২) অর্থাৎ, তাঁর মহত্ত্ব, ভাবগম্ভীরতা ও মহিমার অবস্থা এমন হবে যে, আগেভাগে তাঁর সাথে কথা বলার হিম্মত কারো হবে না। এই জন্য কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারবে না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفّاً لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً (٣٨)

৩৮। সেদিন রূহ (জিব্রাঈল) ও ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে,[৩৩] পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে।[৩৪]

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (٣٩)

৩৯। ঐ দিন সুনিশ্চিত,[৩৫] অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করুক।[৩৬]

إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا (٤٠)

৪০। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম;[৩৭] সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে [৩৮] এবং অবিশ্বাসী বলবে, হায় আফসোস! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম।[৩৯]

সূরা না-যিআত (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৭৯, আয়াত সংখ্যা ঃ ৪৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً (١)

১। শপথ তাদের (ফিরিশ্তাদের); যারা নির্মমভাবে (কাফেরদের প্রাণ) ছিনিয়ে নেয়।[৪০]

وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً (٢)

২। শপথ তাদের; যারা মৃদুভাবে (মু'মিনদের প্রাণ) বের করে।[৪১]

---

(৩৩) এখানে জিব্রাঈল ﷺ সহ রূহের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর আদম-সন্তান (মানুষ)-এর অর্থকেই সঠিকতার অধিক কাছাকাছি বলে মন্তব্য করেছেন।

(৩৪) এই অনুমতি আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্তাগণকে এবং স্বীয় পয়গম্বরগণকে দান করবেন এবং তাঁরা যা কিছু কথা বলবেন তা হক, সত্য ও সঠিক বলবেন। অথবা এর ভাবার্থ হল যে, অনুমতি কেবলমাত্র তার জন্য দেওয়া হবে, যে সঠিক কথা বলেছে; অর্থাৎ, কলেমা তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

(৩৫) অর্থাৎ, ঐ দিন অবশ্যম্ভাবী।

(৩৬) অর্থাৎ, আগামী ঐ দিনকে স্মরণে রেখে ঈমান ও তাক্বওয়ার জীবনকে বেছে নিক। যাতে সেখানে তার উত্তম ঠিকানা লাভ হয়।

(৩৭) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিবসের আযাব সম্পর্কে যা অতি নিকটেই। কেননা, তার আগমন সুনিশ্চিত সত্য। আর প্রতিটি জিনিস যা আসবে তা অতি নিকটেই। যেহেতু যে কোন প্রকারে তা আসবেই আসবে।

(৩৮) অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ যে আমলই সে পার্থিব জীবনে করেছে তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে গেছে। কিয়ামতের দিন তা তার সামনে এসে যাবে এবং সে তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। "তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে।" *(সূরা কাহ্ফ ৪৯ আয়াত)* "সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।" *(সূরা ক্বিয়ামাহ ১৩ আয়াত)*

(৩৯) অর্থাৎ, যখন সে নিজের ভয়ঙ্কর আযাব দেখে নেবে, তখন সে এই আকাঙ্ক্ষা করবে। কোন কোন আলেম বলেন, আল্লাহ তাআলা পশুদের মাঝেও ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের সাথে ফায়সালা করবেন। এমনকি যদি কোন শিংবিশিষ্ট পশু কোন শিংবিহীন পশুর প্রতি অত্যাচার করে থাকে তাহলে তারও বদলা দেওয়া হবে। তারপর আল্লাহ পশুদেরকে বলবেন, তোমরা মাটিতে পরিণত হও। তখন তারা মাটি হয়ে যাবে। আর সেই সময় কাফেররাও বাসনা করবে যে, তারাও যদি পশু হতো এবং তাদের মত আজ মাটি হয়ে যেতে পারত! *(তাফসীর ইবনে কাসীর)*

(৪০) نزع শব্দের অর্থ হল বড় শক্তের সাথে টানা। غرقًا মানে ডুবে। এটি আত্মা হরণকারী ফিরিশ্তার গুণবিশেষ। ফিরিশ্তা কাফেরদের আত্মা খুবই কঠিনভাবে শরীরের ভিতর ডুবে বের ক'রে থাকেন। (غرقًا -এর আর এক অর্থ ঃ নির্মমভাবে।)

(৪১) نشط শব্দের অর্থ হল গিরা খুলে দেওয়া। অর্থাৎ, ফিরিশ্তা মু'মিনদের আত্মা খুব সহজ ও মৃদুভাবে বের ক'রে থাকেন; যেমন কোন জিনিসের গিরা খুলে দেওয়া হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩। শপথ তাদের; যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে।[৪২]	وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً (٣)
৪। অতঃপর (শপথ তাদের;) যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়।[৪৩]	فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً (٤)
৫। অতঃপর (শপথ তাদের;) যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।[৪৪]	فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً (٥)
৬। সেদিন প্রকম্পিত করবে (মহাপ্রলয়ের) প্রথম শিংগাধ্বনি।[৪৫]	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦)
৭। তার অনুগামী হবে পরবর্তী (পুনরুত্থানের) শিংগাধ্বনি।[৪৬]	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٧)
৮। কত হৃদয় সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।[৪৭]	قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (٨)
৯। তাদের দৃষ্টিসমূহ অবনমিত হবে।[৪৮]	أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (٩)
১০। তারা (কাফেররা) বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই?[৪৯]	يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (١٠)
১১। জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'[৫০]	أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَةً (١١)

([৪২]) سبح শব্দের অর্থ হল সাঁতার কাটা। ফিরিশ্তা আত্মা বের করার সময় মানুষের শরীরে প্রবেশ ক'রে এমনভাবে সাঁতার কাটেন যেমন, ডুবুরীরা মণিমুক্তা খোঁজার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের গভীরে সাঁতার কেটে থাকে। অথবা অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহর হুকুম নিয়ে ফিরিশ্তারা খুব শীঘ্রতার সাথে আসমান থেকে যমীনে সাঁতার কেটে অবতরণ করেন। কেননা, দ্রুতগামী ঘোড়াকেও سابح বলা হয়।

([৪৩]) এই ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর প্রত্যাদেশ নিয়ে আম্বিয়াগণ পর্যন্ত দ্রুতগতিতে পৌঁছিয়ে থাকেন। যাতে শয়তানরা তার পাত্তা না পায়। কিংবা মু'মিনদের আত্মা জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অতিশয় দ্রুততা অবলম্বন করেন।

([৪৪]) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে সব কর্ম তাদেরকে অর্পণ করেন তা তাঁরা নির্বাহ করেন। পক্ষান্তরে আসল কর্মনির্বাহী হলেন আল্লাহ তাআলা। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজের হিকমত অনুযায়ী ফিরিশ্তা দ্বারা কাজ নেন, সেহেতু তাঁদেরকেও কর্মনির্বাহী বলা হয়েছে। এই অনুপাতে উপরোক্ত পাঁচটি গুণই হল ফিরিশ্তাদের। আর ঐ ফিরিশ্তাদের আল্লাহ কসম খেয়েছেন। আর কসমের জওয়াব এখানে উহ্য আছে; অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে, যা তোমরা করতে।" ক্বুরআনে এই পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসের সত্যতা প্রমাণের জন্য কয়েক জায়গায় কসম ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, সূরা তাগাবুন ৭নং আয়াতেও আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত বাক্যের মাধ্যমে কসম খেয়ে এই প্রকৃতত্বকে স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন। এই পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবস কখন হবে? তার বর্ণনা আগামী আয়াতসমূহে দেওয়া হয়েছে।

([৪৫]) এটা হল শিংগায় প্রথম ফুৎকার যাকে ধ্বংসের ফুৎকার বলা হয়। যার ফলে সারা বিশ্ব-জাহান প্রকম্পিত হবে এবং প্রতিটি জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে।

([৪৬]) এটা হবে শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার। যার ফলে সমস্ত লোক জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হবে। এই দ্বিতীয় ফুৎকারটি প্রথম ফুৎকারের চল্লিশ বছর পর ঘটবে। তাকে رادفة বা পরবর্তী শিংগাধ্বনি এই জন্য বলা হয়েছে যে, এটা প্রথম ফুৎকারের পরে ঘটবে তাই। অর্থাৎ, দ্বিতীয় ফুৎকারটি হল প্রথম ফুৎকারের অনুগামী।

([৪৭]) কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং কঠিনতার কারণে।

([৪৮]) অর্থাৎ, ঐ হৃদয়বিশিষ্ট লোকদের দৃষ্টিসমূহ। এমন ভীত-সন্ত্রস্ত লোকদের দৃষ্টিও সেদিন (অপরাধীদের মত) নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে।

([৪৯]) حافرة প্রথম অবস্থাকে বলা হয়। এটা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকারকারীদের উক্তি যে, 'আমাদেরকে কি পুনরায় ঐরূপ জীবিত করা হবে, যেরূপ মৃত্যুর পূর্বে ছিলাম!?'

([৫০]) এটি কিয়ামতকে অস্বীকার করার আরো অধিক তাকীদ যে, 'আমরা কেমন করে জীবিত হব? অথচ আমাদের হাড় পচে-গলে জীর্ণ হয়ে যাবে!'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قَالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢)

১২। তারা বলে, 'তা-ই যদি হয়, তাহলে তো এটা ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন!'[৫১]

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣)

১৩। এটা তো এক মহাগর্জন মাত্র।

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤)

১৪। ফলে তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।[৫২]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٥)

১৫। (হে মুহাম্মাদ!) তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٦)

১৬। যখন তার প্রতিপালক পবিত্র তুয়া উপত্যকায় তাকে আহবান করে বলেছিলেন,[৫৩]

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٧)

১৭। ফিরআউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।[৫৪]

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨)

১৮। এবং (তাকে) বল, 'তোমার কি আত্মশুদ্ধির কোন আগ্রহ আছে?[৫৫]

وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (١٩)

১৯। আর আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব, ফলে তুমি তাঁকে ভয় করবে?'[৫৬]

فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى (٢٠)

২০। অতঃপর সে তাকে মহা নিদর্শন দেখাল।[৫৭]

فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١)

২১। কিন্তু সে মিথ্যাজ্ঞান করল এবং অবাধ্য হল।[৫৮]

([৫১]) অর্থাৎ, যদি সত্যিকারে ঐরূপই ঘটে যেমন নাকি মুহাম্মাদ বলে। তাহলে তো দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়া আমাদের জন্য বড়ই ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে।

([৫২]) ساهرة -এর (শাব্দিক অর্থ হল ঃ জাগরণভূমি) এখানে এর উদ্দেশ্য হল যমীনের উপরিভাগ; অর্থাৎ, ময়দান। যমীনের উপরিভাগকে ساهرة এই জন্য বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণীর শয়ন ও জাগরণ এই যমীনের উপরই হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, যেহেতু বৃক্ষহীন ময়দান এবং মরুভূমিতে নানা ভয়ের কারণে মানুষের নিদ্রা উড়ে যায় এবং তারা জেগে থাকে, সেহেতু অনুরূপ ময়দানকে ساهرة বলা হয়। *(ফতহুল ক্বাদীর)* মোট কথা, এ হল কিয়ামতের দৃশ্য-বিবরণ যে, একটি ফুৎকারের ফলেই সমস্ত মানুষ একটি ময়দানে জমায়েত হয়ে যাবে।

([৫৩]) এটি ঐ সময়কার ঘটনা, যখন মূসা ﷺ মাদ্‌য়ান শহর থেকে ফিরার পথে আগুন খোঁজার জন্য ত্বূর পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি গাছের অন্তরাল থেকে আল্লাহ তাআলা মূসা ﷺ-এর সাথে কথোপকথন করেছিলেন। যেমন, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা ত্বাহার শুরুতে রয়েছে। 'ত্বুয়া' ঐ জায়গাকেই বলা হয়। কথোপকথনের উদ্দেশ্য হল, রিসালাত ও নবুঅত দানের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করা। অর্থাৎ, মূসা ﷺ আগুন আনার জন্য গেলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে রিসালাত দান করলেন।

([৫৪]) অর্থাৎ, কুফ্‌র, অবাধ্যতা ও অহংকারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

([৫৫]) অর্থাৎ,এমন পথ ও তরীকা তুমি কি পছন্দ কর, যাতে তোমার আত্মশুদ্ধি হতে পারে? আর সেটা হল, তুমি মুসলিম এবং (আল্লাহর) অনুগত হয়ে যাও।

([৫৬]) অর্থাৎ, তাঁর একত্ববাদ এবং ইবাদতের পথ; যার ফলে তুমি তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে। এই জন্য যে, আল্লাহর ভয় তারই অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে, যে হিদায়াতের পথ অবলম্বন ক'রে চলে।

([৫৭]) অর্থাৎ, নিজের সত্যতার জন্য সেই সকল প্রমাণ পেশ করলেন, যা তিনি আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, 'মহা নিদর্শন'-এর উদ্দেশ্য হল সেই মু'জিযা (অলৌকিক বস্তু)সমূহ যা মূসা ﷺকে দান করা হয়েছিল। যেমন, হাতের শুভ্রতা এবং লাঠি। আবার কারো কারো মতে উদ্দেশ্য হল, তাঁকে দেওয়া নয়টি নিদর্শন।

([৫৮]) কিন্তু এ সমস্ত প্রমাণ এবং মু'জিযা তার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারল না এবং মিথ্যাজ্ঞান ও অবাধ্যতায় সে অটল থাকল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢)
২২। অতঃপর সে পিছন ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল।(৫৯)

فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣)
২৩। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চ স্বরে ঘোষণা করল।(৬০)

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى (٢٤)
২৪। আর বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى (٢٥)
২৫। ফলে আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন।(৬১)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٢٦)
২৬। যে (আল্লাহকে) ভয় করে, তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।(৬২)

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧)
২৭। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ? (৬৩) যা তিনি নির্মাণ করেছেন।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨)
২৮। তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।(৬৪)

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩)
২৯। এবং তিনি এর রজনীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং (দিবসে) এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন।(৬৫)

وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠)
৩০। এবং তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।(৬৬)

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١)
৩১। তিনি তা থেকে বহির্গত করেছেন তার পানি ও চারণভূমি।

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٢)
৩২। আর পর্বতসমূহকে তিনি দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করেছেন।

---

(৫৯) অর্থাৎ, সে ঈমান ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হল না; বরং যমীনে ফাসাদ ছড়ানোতে এবং মূসা ﷺ-এর মুকাবিলা করতে প্রচেষ্টা চালালো। সুতরাং সে যাদুকরদেরকে উপস্থিত করে মূসা ﷺএ-র মুকাবেলা করালো; যাতে মূসা ﷺকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা যায়।

(৬০) নিজের সম্প্রদায়কে অথবা যুদ্ধ ও লড়াই করার জন্য নিজের সৈন্য-সামন্তকে কিংবা যাদুকরদেরকে মুকাবেলা করার জন্য সমবেত করল এবং হঠকারিতা প্রদর্শন ক'রে নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ রব (প্রভু ও প্রতিপালক) হওয়ার দাবী ঘোষণা করল।

(৬১) অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে এমনভাবে পাকড়াও করলেন যে, আগামীতে দুনিয়ায় আগমনকারী আল্লাহদ্রোহীদের জন্য শিক্ষণীয় ও উপদেশস্বরূপ হয়ে রইল। আর কিয়ামতের আযাব তো তার জন্য আছেই, যা সে সেখানে ভোগ করবে।

(৬২) এতে নবী ﷺ-এর জন্য সান্ত্বনা এবং মক্কার কাফেরদের জন্য হুমকি রয়েছে যে, যদি তারা পূর্বেকার লোকদের ঘটনাসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের পরিণামও ফিরআউনের মত হতে পারে।

(৬৩) এই আয়াতে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল এই ধমক দেওয়া যে, যে আল্লাহ এত বড় আসমান এবং তার আশ্চর্যজনক বস্তুকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তাঁর জন্য কি পুনর্বার মানুষকে জীবিত করা অসম্ভব কাজ?

(৬৪) কোন কোন আলেম سمك -এর অর্থ ছাদ বলেছেন। সুবিন্যস্ত করার অর্থ হল, তাকে এমন আকৃতি ও গঠন দান করা, যাতে তাতে কোন প্রকার খুঁত, ত্রুটি, বক্রিমতা ও ফাটল না থাকে।

(৬৫) أغطش মানে أظلم অর্থাৎ আঁধার করা এবং أخرج মানে أبرز অর্থাৎ প্রকাশ করেছেন। আর نهارها -এর স্থানে ضحاها শব্দ এই জন্য বলা হয়েছে যে, চাশ্তের সময়টা হল খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট সময়। এর ভাবার্থ হল, দিনকে সূর্য দ্বারা উজ্জ্বলময় করেছেন।

(৬৬) পূর্বে হা-মীম সিজদার ৯ আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, خلق (সৃষ্টি করা) এক জিনিস এবং دحى (সমতল, বিস্তৃত ও বাসোপযোগী করা) করা অন্য এক জিনিস। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আকাশের পূর্বে। কিন্তু তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পর। এখানে সেই তত্ত্বই বর্ণিত হয়েছে। সমতল ও বিস্তৃত করার মানে হল, পৃথিবীকে সৃষ্টির বাসোপযোগী করার জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি গুরুত্ব দিলেন। যেমন, যমীন থেকে পানি নির্গত করলেন অতঃপর তা হতে নানা খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন করলেন। পাহাড়সমূহকে পেরেকস্বরূপ মজবুতভাবে যমীনে গেড়ে দিলেন যাতে যমীনটা না হিলে। যেমন, আগামী আয়াতসমূহে এর বর্ণনা রয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مَتَاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ (٣٣)

৩৩। এসব তোমাদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের সামগ্রী।

فَإِذَا جَاءَتْ الطَّآمَّةُ الْكُبْرَى (٣٤)

৩৪। অতঃপর যখন মহাসংকট (কিয়ামত) সমাগত হবে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى (٣٥)

৩৫। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, যা সে করে এসেছে।

وَبُرِّزَتْ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (٣٦)

৩৬। এবং প্রকাশ করা হবে জাহীম (জাহান্নাম)কে দর্শকদের জন্য।[৬৭]

فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧)

৩৭। সুতরাং যে সীমালংঘন করেছে,[৬৮]

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨)

৩৮। এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে,[৬৯]

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩)

৩৯। জাহীম (জাহান্নাম)ই হবে তার আশ্রয়স্থল।[৭০]

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى (٤٠)

৪০। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রেখেছে[৭১] এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে,[৭২]

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١)

৪১। জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।[৭৩]

يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢)

৪২। তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তা কখন সংঘটিত হবে?[৭৪]

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣)

৪৩। এ ব্যাপারে তোমার কি বলার আছে?[৭৫]

إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا (٤٤)

৪৪। এর চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকটেই।

([৬৭]) অর্থাৎ, প্রত্যেক কাফেরদের সম্মুখে তা উপস্থিত করে দেওয়া হবে। যাতে তারা দেখতে পায় বা বুঝে নেয় যে, তাদের এখন থেকে চিরকালের জন্য ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কোন কোন আলেম বলেন যে, মু'মিন এবং কাফের উভয়ই জাহান্নামকে দেখবে। মু'মিনগণ তা দেখে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে যে, তিনি আমাদেরকে ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে এ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। আর কাফেররা প্রথম থেকেই ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং তা দেখে তাদের দুঃখ ও আফসোস আরো বৃদ্ধি পাবে।

([৬৮]) অর্থাৎ, কুফ্‌রী এবং অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

([৬৯]) অর্থাৎ, দুনিয়াকে সে সব কিছু ভেবেছে এবং আখেরাতের জন্য কোন প্রস্তুতি নেয়নি।

([৭০]) এ ছাড়া তার কোন অন্য ঠিকানা হবে না যাতে সে তা হতে আশ্রয় নিতে পারবে।

([৭১]) এই ভয় যে, যদি আমি পাপ এবং আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এ জন্যই সে পাপাচার থেকে দূরে থেকেছে।

([৭২]) অর্থাৎ, নিজেকে সেই সব পাপাচার এবং হারামকৃত জিনিসে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাত, যে দিকে তার মন আকৃষ্ট হত।

([৭৩]) যেখানে সে বসবাস করবে; বরং আল্লাহর মেহমান হবে।

([৭৪]) مرساها অর্থাৎ তার নঙ্গর ফেলার সময়। তার মানে কিয়ামত কখন বা কবে ঘটবে? যেমন, নৌকা নিজের শেষ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে নঙ্গর ফেলে; সেইরূপ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় কি?

([৭৫]) অর্থাৎ, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ইল্‌ম (জ্ঞান) তোমার নেই। সুতরাং তোমার এ ব্যাপারে বয়ান করার কি আছে? এর সুনিশ্চিত জ্ঞান তো কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই আছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (٤٥)

৪৫। যে ওর ভয় রাখে তুমি কেবল তারই সতর্ককারী।[৭৬]

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦)

৪৬। যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতকাল অবস্থান করেছে।[৭৭]

সূরা আবাসা[৭৮] (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৮০, আয়াত সংখ্যা ঃ ৪২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١)

১। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।

أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى (٢)

২। যেহেতু তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল।[৭৯]

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣)

৩। কিসে জানাবে তোমাকে, হয়তো বা সে পরিশুদ্ধ হত।[৮০]

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤)

৪। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে তা তার উপকারে আসত।

أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى (٥)

৫। পক্ষান্তরে যে লোক বেপরোয়া,[৮১]

---

(৭৬) অর্থাৎ, তোমার কর্ম শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন করা; গায়বের খবর দেওয়া নয়। আর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞানও গায়বী খবরের অন্তর্ভুক্ত; যা আল্লাহ কাউকেও অবগত করান নি। من يخشاها (যে ওর ভয় রাখে) বাক্য এই জন্য ব্যবহার হয়েছে যে, ভীতি প্রদর্শন ও তাবলীগ থেকে উপকৃত কেবল সেই ব্যক্তি হতে পারে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে। নচেৎ ভীতিপ্রদর্শন এবং তাবলীগ তো সকলকেই করা হয়েছে।

(৭৭) عشية যোহর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ضحى সূর্যোদয় থেকে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত সময়কে বলা হয়। অর্থাৎ, যখন কাফেররা জাহান্নামের আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন দুনিয়ার আরাম-বিলাসিতা এবং তার মজা সব কিছু ভুলে যাবে। আর তাদের এমন মনে হবে যে, তারা দুনিয়াতে পুরো একটি দিনও অবস্থান করেনি; বরং দিনের প্রথম ভাগ অথবা শেষ ভাগ কেবলমাত্র অবস্থান করেছিল। অর্থাৎ, পার্থিব জীবনটা তাদের কাছে খুবই স্বল্পক্ষণের মনে হবে।

(৭৮) এই সূরাটির শানে নুযুল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ)এর ব্যাপারে সবাই একমত যে, এটি আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম ﷺ-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছিল। একদা নবী ﷺ-এর নিকট কুরাইশ (কাফের)দের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বসে কথা-বার্তা বলছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ উক্ত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম ﷺ উপস্থিত হলেন। তিনি একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন। আসা মাত্র নবী ﷺ-কে দ্বীনের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি তাঁর প্রতি কিছুটা বিরক্তিভাব পোষণ করলেন এবং তার প্রতি অমনোযোগী হলেন। তাই সতর্কতাস্বরূপ এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল। *(তিরমিযী সূরা আবাসার তাফসীর পরিচ্ছেদ, সহীহাহ, আলবানী)*

(৭৯) ইবনে উম্মে মাকতূমের আগমনে নবী ﷺএর চেহারায় যে বিরক্তিভাব ফুটে উঠেছিল তাকে عبس শব্দ দ্বারা এবং তাঁর অমনোযোগী হওয়াকে تولى শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

(৮০) অর্থাৎ, সেই অন্ধ ব্যক্তি তোমার নিকট থেকে দ্বীনী পথনির্দেশ লাভ করে সৎকর্ম করত যার কারণে তার চরিত্র ও কর্ম সুন্দর হত, তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও শুদ্ধ হয়ে যেত এবং তোমার নসীহত শুনে সে উপকৃত হতে পারত।

(৮১) অর্থাৎ বেপরোয়া ঈমান থেকে এবং সেই জ্ঞান থেকে যা তোমার কাছে আল্লাহর তরফ হতে এসেছে। অথবা এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হল যে, যে অভাবশূন্য ও ধনী।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৬। তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিলে।[৮২]	فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦)
৭। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই।[৮৩]	وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (٧)
৮। পক্ষান্তরে যে তোমার নিকট ছুটে এল,[৮৪]	وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨)
৯। সভয় মনে,[৮৫]	وَهُوَ يَخْشَى (٩)
১০। তুমি তার প্রতি বিমুখ হলে![৮৬]	فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)
১১। কক্ষনো (এরূপ করবে) না।[৮৭] এটা তো উপদেশবাণী;	كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١)
১২। যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)।[৮৮]	فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢)
১৩। সম্মানিত পত্রসমূহে (লওহে মাহফূযে তা লিপিবদ্ধ আছে)।[৮৯]	فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣)
১৪। যা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ, পূত-পবিত্র।[৯০]	مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤)
১৫। এমন লিপিকারদের হস্ত দ্বারা (লিপিবদ্ধ)।[৯১]	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥)

---

(৮২) এতে নবী ﷺ-কে অধিক সতর্ক করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধচিত্তদেরকে ছেড়ে বৈমুখদের জন্য মনোযোগ ব্যয় করা ঠিক নয়।

(৮৩) কেননা, তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। সুতরাং এই শ্রেণীর কাফেরদের পিছনে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

(৮৪) এই আশা করে যে, তুমি তাকে মঙ্গলের প্রতি পথ প্রদর্শন করবে এবং ওয়ায-নসীহত দ্বারা উপদেশ প্রদান করবে।

(৮৫) অর্থাৎ, আল্লাহর ভয়ও তার হৃদয়ে আছে, যার কারণে আশা করা যায় যে, তোমার বাণী তার জন্য উপকারী হবে। আর সে তা গ্রহণ করবে এবং তার উপর আমল করবে।

(৮৬) অর্থাৎ, এমন লোকের প্রতি কদর করা উচিত, বৈমুখ হওয়া উচিত নয়। এই সমস্ত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ইতর-বিশেষ করা উচিত নয়। বরং মর্যাদাবান ব্যক্তি হোক চাই অমর্যাদাবান, রাজা হোক চাই ফকীর, সর্দার হোক কিংবা গোলাম, পুরুষ হোক অথবা নারী, ছোট হোক চাই বড় সকলকে একই মর্যাদা দান করা এবং সমষ্টিভাবে সম্বোধন করা উচিত। আল্লাহ তাআলা যাকে চাইবেন নিজের হিকমতানুযায়ী তাকে হিদায়াত দিবেন। *(ইবনে কাসীর)*

(৮৭) অর্থাৎ, গরীব-মিসকীন ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আর ধনবান ব্যক্তির প্রতি খাস মনোযোগ দেওয়া ঠিক নয়। এর ভাবার্থ হল যে, আগামীতে যেন পুনর্বার এইরূপ না ঘটে।

(৮৮) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তাতে আগ্রহ রাখে সে যেন তা হতে উপদেশ গ্রহণ করে। তাকে মুখস্থ করে এবং তার প্রতি আমল করে। আর যে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অমনোযোগিতা দেখায় - যেমন কুরাইশদের মর্যাদাবানরা করেছিল - তো তাদের ব্যাপারে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

(৮৯) অর্থাৎ, লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত আছে। কেননা, সেখান হতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অথবা এর মর্মার্থ এই যে, এই সহীফা আল্লাহর নিকটে বড় মর্যাদাপূর্ণ বস্তু। কেননা, তা প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে ভরপুর।

(৯০) مرفوعة অর্থাৎ, আল্লাহর নিকটে মর্যাদাপূর্ণ। অথবা এটা সন্দেহ এবং পরস্পরবিরোধিতা থেকে বহু উচ্চে। مطهرة অর্থাৎ, সেটি একেবারে পূত-পবিত্র। কেননা, তাকে পবিত্র লোক (ফিরিশ্তা)গণ ছাড়া কেউ স্পর্শ করে না। কিংবা তা কম-বেশী হতে পাক-পবিত্র।

(৯১) سفرة শব্দটি سافر এর বহুবচন। এর মানে দূত। এখানে এ থেকে উদ্দেশ্য হল ফিরিশ্তাদল। যাঁরা আল্লাহর অহী তদীয় রসূল পর্যন্ত পৌঁছে থাকেন। অর্থাৎ, আল্লাহ এবং রসূলের মাঝে দূতের কর্ম আঞ্জাম দেন। এই কুরআন এমন দূতগণের হাতে থাকে যাঁরা তা লাওহে মাহফূয থেকে বহন করেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦)	১৬। (যারা) সম্মানিত ও পুণ্যবান (ফিরিশ্তা)।[৯২]
قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧)	১৭। মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ![৯৩]
مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨)	১৮। তিনি তাকে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন?
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩)	১৯। শুক্রবিন্দু হতে তাকে সৃষ্টি করেছেন,[৯৪] অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন।[৯৫]
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠)	২০। অতঃপর তার জন্য তার পথ সহজ করে দিয়েছেন।[৯৬]
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١)	২১। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন।[৯৭]
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢)	২২। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।
كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣)	২৩। না না,[৯৮] তিনি তাকে যে আদেশ করেছেন, সে তা পালন করেনি।
فَلْيَنْظُرْ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤)	২৪। সুতরাং মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।[৯৯]
أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً (٢٥)	২৫। আমিই তো প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি,
ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً (٢٦)	২৬। অতঃপর ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করি।
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً (٢٧)	২৭। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করি শস্য।
وَعِنَباً وَقَضْباً (٢٨)	২৮। আঙ্গুর, শাক-সবজি।

---

(৯২) চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁরা হলেন সম্মানিত; অর্থাৎ, শ্রদ্ধেয় এবং বুযুর্গ। আর কর্মের দিক দিয়ে তাঁরা পুণ্যবান ও পবিত্র। এখান থেকে জানা যায় যে, কুরআন বহনকারী (হাফেয এবং আলেমগণ)কেও চরিত্র এবং কর্মের দিক দিয়ে 'কিরামিম বারারাহ'র মূর্ত-প্রতীক হওয়া উচিত। *(ইবনে কাসীর)* হাদীসেও 'সাফারাহ' শব্দ ফিরিশ্তাদের জন্য ব্যবহার হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন, "যে কুরআন পাঠ করে এবং তাতে সুদক্ষ হয়, সে 'কিরামিম বারারাহ'র সাথে - অর্থাৎ, সম্মানিত পুণ্যবান ফিরিশ্তাগণের সাথী হবে। আর যে কুরআন পাঠ করে কিন্তু কষ্টের সাথে (আটকে আটকে) পাঠ করে তার জন্য ডবল সওয়াব রয়েছে।" *(সহীহ বুখারী তাফসীর সূরা আবাসা, মুসলিম নামায অধ্যায়, কুরআনে সুদক্ষ হওয়ার মাহাত্ম্যের পরিচ্ছেদ)*

(৯৩) এ থেকে সেই মানুষ উদ্দেশ্য, যে বিনা প্রমাণ ও দলীলে কিয়ামতকে অস্বীকার করে। قُتِلَ অভিশপ্তের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। مَا أَكْفَرَهُ ফে'ল তাআজ্জুব। অর্থাৎ, কত বড় অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম সে! পরবর্তীতে এই অকৃতজ্ঞ মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আহবান জানানো হচ্ছে, যাতে সে কুফ্রী হতে ফিরে আসে।

(৯৪) অর্থাৎ, যার জন্ম এমন ঘৃণিত পানির বিন্দু থেকে, তার কি অহংকার করা শোভা পায়?

(৯৫) এর ভাবার্থ হল যে, তাকে তার প্রয়োজনীয় কল্যাণ দান করা হয়েছে; দুটি হাত, দুটি পা, দুটি চক্ষু এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেওয়া হয়েছে। (অনেকের মতে এর অর্থ হল, অতঃপর তার নিয়তি নির্ধারণ করেছেন।)

(৯৬) অর্থাৎ, ভাল-মন্দের পথ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হল মায়ের পেট থেকে বের হবার পথ। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক শুদ্ধ।

(৯৭) অর্থাৎ, মৃত্যুর পর তাকে কবরে দাফন করার হুকুম দেওয়া হয়েছে; যাতে তার সম্মান ও কদর বজায় থাকে। নচেৎ হিংস্র পশু-পক্ষী তার লাশকে ছিঁড়ে-ফেড়ে খেতো এবং তাতে তার অসম্মান হত।

(৯৮) অর্থাৎ, ব্যাপারটা সেইরূপ নয়; যেমন কাফেররা বলে থাকে।

(৯৯) যে, আল্লাহ তা কিভাবে সৃষ্টি করেছেন; যা তার জীবন ধারণের উপকরণ এবং কিভাবে তার জন্য জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন; যাতে সে সেগুলিকে পরকালের সুখলাভের মাধ্যম বানাতে পারে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৯। যয়তুন, খেজুর।	وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً (٢٩)
৩০। ঘন বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যানসমূহ।	وَحَدَائِقَ غُلْباً (٣٠)
৩১। ফলমূল এবং পশুখাদ্য।[১০০]	وَفَاكِهَةً وَأَبّاً (٣١)
৩২। এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুদের উপভোগের জন্য।	مَتَاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ (٣٢)
৩৩। অতঃপর যখন (কিয়ামতের) ধ্বংস-ধ্বনি এসে পড়বে।[১০১]	فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ (٣٣)
৩৪। সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে,	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤)
৩৫। এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে,	وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥)
৩৬। তার পত্নী ও তার সন্তান হতে।	وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦)
৩৭। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।[১০২]	لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)
৩৮। সেদিন বহু মুখমন্ডল হবে উজ্জ্বল।	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٨)
৩৯। সহাস্য ও প্রফুল্ল।[১০৩]	ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٣٩)
৪০। পক্ষান্তরে বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি-ধূসর।	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠)
৪১। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।[১০৪]	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١)
৪২। তারাই কাফির ও পাপাচারী।[১০৫]	أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢)

---

(১০০) أَبّ সেই ঘাস ও লতাপাতা যা আপনা আপনি উদ্‌গত হয় এবং তা চতুষ্পদ জন্তুরা ভক্ষণ করে থাকে।

(১০১) কিয়ামতকে صاخّة শ্রবণশক্তি হরণকারী ধ্বংস-ধ্বনি এই জন্য বলা হয়েছে যে, এটা অতি ভয়ংকর আওয়াজের সাথে সংঘটিত হবে এবং তা কর্ণকে বধির করে ফেলবে।

(১০২) কিংবা যা নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব থেকে অমুখাপেক্ষী ও বেপরোয়া করে তুলবে। হাদীসে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন যে, মানুষ কিয়ামতের ময়দানে নগ্ন শরীর, খালি পা এবং খাত্‌নাবিহীন (উলঙ্গ) অবস্থায় হাযির হবে। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এই অবস্থা হলে এক অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়বে না কি? নবী ﷺ এর উত্তরে উক্ত আয়াত তেলাঅত করলেন। অর্থাৎ, সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকবে। *(তিরমিযী সূরা আবাসার তাফসীর, নাসাঈ জানাযা অধ্যায়)* কারো কারো মতে, মানুষ নিজের ঘরের লোক থেকে এই জন্য পলায়ন করবে, যাতে সে তার সেই কষ্ট এবং দুঃখ না দেখে যাতে সে পতিত হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, এই জন্য পালাবে যে, তারা জানতে পারবে যে, তারা তার কিছু উপকার করতে পারবে না এবং তার কোন কাজেও আসবে না। *(ফাতহুল বারী)*

(১০৩) এইরূপ ঈমানদারদের চেহারা হবে। যাদেরকে আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। এর দ্বারা তাদের আখেরাতের সুখ ও সাফল্য লাভের একীন হয়ে যাবে। যার ফলে তাদের মুখমন্ডলে খুশীর আভা প্রকাশ পাবে।

(১০৪) অর্থাৎ, লাঞ্ছনা ও আযাব দর্শন ক'রে তাদের মুখমন্ডল ধূলিময়, বিবর্ণ ও কালিমাময় হবে যাবে। যেমন, দুঃখক্লিষ্ট ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকের মুখমন্ডলে প্রকাশ পায়।

(১০৫) অর্থাৎ, তারা আল্লাহর রসূলগণ এবং কিয়ামতকে অস্বীকারকারীও ছিল এবং পাপাচার ও চরিত্রহীনও ছিল। আল্লাহুম্মা লা তাজ্‌আলনা মিনহুম। (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করো না।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা তাকবীর[১০৬] (মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৮১, আয়াত সংখ্যা ঃ ২৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١)
১। সূর্য যখন লেপটানো (নিষ্প্রভ) হবে,[১০৭]

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ (٢)
২। যখন নক্ষত্ররাজি দীপ্তিহীন হয়ে পড়বে,[১০৮]

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣)
৩। পর্বতসমূহকে যখন চালিত করা হবে,[১০৯]

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤)
৪। যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিতা হবে,[১১০]

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥)
৫। যখন বন্য পশুগুলিকে একত্রিত করা হবে,[১১১]

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦)
৬। এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উদ্বেলিত করা হবে;[১১২]

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧)
৭। যখন আত্মাসমূহকে (স্ব-স্ব দেহে) পুনঃসংযোজিত করা হবে,[১১৩]

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)
৮। যখন জীবন্ত-প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)
৯। কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?[১১৪]

---

(১০৬) এই সূরায় বিশেষ ক'রে কিয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, কিয়ামতের দৃশ্যকে স্বচক্ষে দেখতে চায়, সে যেন 'ইযাস শামসু কুউভিরাত, ইযাস সামা-উনফাত্বারাত এবং ইযাস সামা-উনশাক্কাত' সূরাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে।" *(তিরিমিযী সূরা তাকভীরের তাফসীর পরিচ্ছেদ, মুসনাদে আহমাদ ২/২৭,৩৬, ১০০, শায়খ আলবানী (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ৩/ ১০৮১ নং)*

(১০৭) অর্থাৎ, যেমন, মাথায় পাগড়ী লেপটানো হয় ঠিক তেমনি সূর্যের অস্তিত্বকে লেপটিয়ে ফেলে দেওয়া হবে। যার কারণে তার কিরণ আপনা আপনি শেষ হয়ে যাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্রকে কিয়ামত দিবসে গুটিয়ে নেওয়া হবে। *(সহীহ বুখারী সৃষ্টির প্রারম্ভ অধ্যায়, সূর্য ও চন্দ্র কক্ষপথে আবর্তনের পরিচ্ছেদ)* অন্যান্য বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্রকে গুটিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যাতে সেই মুশরিকরা অধিকভাবে লাঞ্ছিত হয় যারা এ সবের উপাসনা করত। *(ফতহুল বারী)*

(১০৮) এর দ্বিতীয় অর্থ হল যে, খসে পড়বে; অর্থাৎ, আসমানে তার অস্তিত্ব থাকবে না।

(১০৯) অর্থাৎ, যমীনকে উপড়ে দেওয়ার পর হাওয়াতে উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর সে ধূনিত তুলোর ন্যায় উড়তে থাকবে।

(১১০) عشار শব্দটি হল عشراء এর বহুবচন। অর্থাৎ, এমন গাভীন উট যার দশ মাস পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন উট সে যুগে আরববাসীদের নিকট খুবই প্রিয় এবং মূল্যবান ছিল। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন এমন ভয়ানক দৃশ্য হবে যে, যদি কারো কাছে এ ধরনের মূল্যবান উটও থাকে তবুও সে তখন তারও পরোয়া করবে না।

(১১১) অর্থাৎ, তাদেরকেও কিয়ামতের দিবসে সমবেত করা হবে।

(১১২) অন্য অর্থে, তাতে আল্লাহর আদেশে আগুন জ্বলে উঠবে এবং তার পানি শুকিয়ে যাবে।

(১১৩) এর কয়েকটি মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক বেশী যুক্তিযুক্ত অর্থ এই যে, প্রতিটি মানুষকে তার পথ ও মতানুসারীর শ্রেণীভুক্ত করা হবে; অর্থাৎ মু'মিনকে মুমিনের সাথে, পাপীকে পাপী ব্যক্তির সাথে, ইহুদীকে ইহুদীর সাথে এবং খ্রিষ্টানকে খ্রিষ্টানের সাথে মিলানো হবে।

(১১৪) এইরূপে আসলে হত্যাকারীকে ভর্ৎসনা করা হবে সেদিন। কেননা, আসল অপরাধী তো সেই; সে কন্যা অপরাধিনী নয় যাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয়েছিল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠)

১০। যখন আমলনামাকে উন্মোচিত করা হবে।[১১৫]

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١)

১১। যখন আকাশের আবরণকে অপসারিত করা হবে।[১১৬]

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢)

১২। জাহান্নামের অগ্নিকে যখন প্রজ্বলিত করা হবে।

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣)

১৩। এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤)

১৪। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে, সে কি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।[১১৭]

فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥)

১৫। আমি প্রত্যাবর্তনকারী তারকাপুঞ্জের শপথ করছি;

الْجَوَارِي الْكُنَّسِ (١٦)

১৬। যা চলমান হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।[১১৮]

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧)

১৭। শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান হয়।[১১৯]

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨)

১৮। আর ঊষার, যখন তার আবির্ভাব হয়।[১২০]

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩)

১৯। নিশ্চয়ই এ (কুরআন) সম্মানিত বার্তাবহ (জিবরীলের) আনীত বাণী,[১২১]

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠)

২০। যে মহাশক্তিধর,[১২২] আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত।

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١)

২১। যে সেখানে মান্যবর এবং বিশ্বাসভাজন।[১২৩]

---

(১১৫) মৃত্যুর সময় মানুষের আমলনামা গুটিয়ে দেওয়া হয়। পুনরায় কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য তা খোলা হবে। যা প্রতিটি ব্যক্তি তা প্রত্যক্ষ করবে। বরং প্রত্যেকের হাতে তা ধরিয়ে দেওয়া হবে।

(১১৬) অর্থাৎ, আকাশ ভেঙ্গে ফেলা হবে, যেমন ছাদ ভেঙ্গে ফেলা হয়।

(১১৭) এটা হল জওয়াবী বাক্য। অর্থাৎ, যখন উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে ছয়টি বিষয় দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং অন্য ছয়টি আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত। তখন প্রত্যেকের সামনে তার প্রকৃতত্ব এসে যাবে।

(১১৮) الخنس থেকে উদ্দেশ্য নক্ষত্রমালা। এ শব্দটির উৎপত্তি خنس থেকে হয়েছে। যার অর্থ হল পিছন ফিরে চলে যাওয়া। এই নক্ষত্রপুঞ্জ দিনের বেলায় লোকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে যায় এবং নজরে আসে না। আর এই নক্ষত্রগুলি হল শনি, বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধগ্রহ। এসব নক্ষত্র বিশেষ করে সূর্যের মুখোমুখী অবস্থিত । কেউ কেউ বলেন, এখানে সমস্ত নক্ষত্রকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, সমস্ত নক্ষত্রই নিজের অদৃশ্য হওয়ার স্থানে অদৃশ্য হয় কিংবা দিনের বেলায় গোপন থাকে। الجوار শব্দের অর্থ হল চলমান। الكنس অর্থ, লুকিয়ে যাওয়া; যেমন, হরিণ নিজের জায়গা ও ঠিকানায় লুকিয়ে যায়। (অনেকে এখান হতে 'ব্লাক হোল'-এর তথ্য প্রমাণ ক'রে থাকেন।)

(১১৯) عسعس শব্দটি বিপরীতধর্মী অর্থবোধক শব্দ; এটি আগমন ও অবসান উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। তবে এখানে অবসান হওয়ার অর্থেই ব্যবহার হয়েছে।

(১২০) অর্থাৎ, যখন সে প্রকাশ পায় ও উদয় হয় অথবা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসে।

(১২১) যেহেতু তিনি আল্লাহর নিকট থেকে তা মহানবী ﷺ-এর নিকট আনয়ন করেছেন। এ রসূল (বার্তাবহ) থেকে উদ্দেশ্য হল জিব্রাঈল عليه السلام।

(১২২) অর্থাৎ, যে কাজের ভার তাঁর উপর অর্পণ করা হয় তা তিনি পূর্ণ শক্তিমত্তার সাথে সম্পাদন করেন।

(১২৩) অর্থাৎ, ফিরিশ্তাবর্গের মাঝে তাঁর আনুগত্য করা হয়। তিনি হলেন ফিরিশ্তাবর্গের সর্দার ও মান্যবর। এ ছাড়া অহীর ব্যাপারেও তিনি আমানতদার।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٢)

২২। আর তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) উন্মাদ নয়।[১২৪]

وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ (٢٣)

২৩। অবশ্যই সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দর্শন করেছে।[১২৫]

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤)

২৪। সে অদৃশ্য (অহী) প্রচারে কৃপণ নয়।[১২৬]

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥)

২৫। এবং এ (কুরআন) বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়।[১২৭]

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٢٦)

২৬। সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ?[১২৮]

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧)

২৭। এ তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র;

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨)

২৮। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)

২৯। আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না।[১২৯]

সূরা ইনফিত্বার (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৮২, আয়াত সংখ্যা ঃ ১৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ (١)

১। আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে।[১৩০]

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ (٢)

২। যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,

---

(১২৪) এই সম্বোধন হল মক্কাবাসীদের জন্য। আর 'সাথী' থেকে উদ্দেশ্য হল রসূল ﷺ। অর্থাৎ, তোমরা যে ধারণা কর, তোমাদের স্বগোত্রীয় ও স্বদেশী সাথী (মুহাম্মাদ ﷺ) পাগল - নাউযুবিল্লাহ - সে এমন নয়। একটু কুরআন পড়ে তো দেখ যে, কোন পাগল কি এমন ধরনের তথ্য ও তত্ত্ব বিবৃত করতে পারে এবং পূর্ববর্তী জাতির সত্য ঘটনা বলতে পারে; যা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে?

(১২৫) এ কথা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, রসূল ﷺ জিব্রাঈল ﷺ-কে দুই বার তাঁর আসল আকৃতিতে দর্শন করেছেন। তার মধ্যে এক বারের উল্লেখ তো এখানেই এসেছে। এটা নবুঅতের প্রথম অবস্থার ঘটনা। সেই সময় জিব্রাঈল ﷺ-এর ছয় শত ডানা ছিল। যা আকাশের প্রান্তকে ঘিরে ফেলেছিল। দ্বিতীয়বার দেখেছেন মি'রাজের রাত্রে। যেমন সূরা নাজমে (৬- ১৮নং আয়াতে) এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

(১২৬) এখানে নবী ﷺ-এর ব্যাপারে স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, তাঁর নিকট যে খবর আসে, যে বিধি-বিধান ও ফরয অবতীর্ণ হয়, তার মধ্যে কোন বিষয়কে তিনি গোপন রাখেন না; বরং রিসালতের দায়িত্ব অনুভব ক'রে প্রতিটি কথা ও বিধান লোকদের কাছে পৌঁছে দেন।

(১২৭) যেমন, জ্যোতিষীদের নিকট শয়তান আসে এবং আসমানের কিছু চুরি করে শোনা গোপন কথা অসম্পূর্ণভাবে তাকে বলে দেয়। কুরআন কিন্তু এরূপ নয়।

(১২৮) অর্থাৎ, কেন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নাও? আর কেন তাঁর আনুগত্য কর না?

(১২৯) অর্থাৎ, তোমাদের ইচ্ছা আল্লাহর তওফীকের উপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ইচ্ছায় আল্লাহ ইচ্ছা এবং তাঁর তওফীক শামিল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সরল পথ অবলম্বন করতে পারবে না। এটা সেই বিষয় যা إنك لا تهدي من أحببت অর্থাৎ, 'তুমি যাকে ইচ্ছা কর, তাকে হিদায়াত করতে পার না।' *(সূরা ক্বাস্বাস৫৬ নং)* প্রভৃতি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(১৩০) অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশ এবং তাঁর ভয়ে (আসমান) ফেটে যাবে এবং ফিরিশ্তাগণ নিচে অবতরণ করবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣)

৩। যখন সমুদ্রগুলি উদ্বেলিত হবে,[১৩১]

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤)

৪। এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে;[১৩২]

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥)

৫। তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে সে পূর্বে যা প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে কি ছেড়ে এসেছে।[১৩৩]

يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦)

৬। হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম প্রতিপালক হতে প্রতারিত করল?[১৩৪]

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧)

৭। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন,[১৩৫] অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন[১৩৬] এবং তারপর সুসমঞ্জস করেছেন।[১৩৭]

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨)

৮। যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।[১৩৮]

كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (٩)

৯। না কখনই না, বরং তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে করে থাক;[১৩৯]

([১৩১]) আর সমস্ত সমুদ্রের পানি একটি সমুদ্রে জমা হয়ে যাবে। (অথবা সমস্ত সমুদ্র একটি সমুদ্রে পরিণত হবে। লোনা-মিঠা এক হয়ে যাবে।) তারপর আল্লাহ তাআলা পশ্চিমী হাওয়া প্রেরণ করবেন, যা তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, যার ফলে আকাশ-ছোঁয়া আগুনের শিখা উঠতে থাকবে।

([১৩২]) অর্থাৎ, কবর থেকে মৃতরা জীবন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। بُعثِرَت এর অর্থ হল, উৎপাটিত হবে অথবা তার মাটিকে উলট-পালট ক'রে দেওয়া হবে।

([১৩৩]) অর্থাৎ, যখন এই উল্লিখিত বিষয়গুলি সংঘটিত হবে, তখন মানুষের কৃত আমল প্রকাশ পেয়ে যাবে। যা কিছু সে ভাল-মন্দ আমল করেছে, তা সামনে উপস্থিত পাবে। পশ্চাতে ছাড়া আমল বলতে উদ্দেশ্য হল, নিজের চাল-চলন এবং আমলের ভাল অথবা মন্দ নমুনা (আদর্শ) যা মানুষ দুনিয়ায় ছেড়ে যায় এবং লোকেরা সেই আদর্শের উপর আমল করে। এবার যদি তার আদর্শ ভাল হয় এবং তার মৃত্যুর পরেও লোকেরা তার আদর্শ অনুসারে আমল করে, তাহলে সেই সওয়াবও তার কাছে পৌঁছতে থাকে। আর যদি সে মন্দ আদর্শ ছেড়ে যায় এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী লোকেরা আমল করে, তাহলে সেই পাপের ভাগী সেও হয়।

([১৩৪]) অর্থাৎ, কোন্ বস্তু তোমাকে ধোঁকা ও প্রতারণায় ফেলে রেখেছে? যার কারণে তুমি সেই প্রভুকে অস্বীকার করেছ; যিনি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন, তোমাকে জ্ঞান ও সমঝ-বোঝ দান করেছেন, জীবন-যাপন করার জন্য নানান উপকরণ দিয়েছেন।

([১৩৫]) অর্থাৎ, নিকৃষ্ট বীর্যবিন্দু থেকে, অথচ ইতিপূর্বে তোমার কোন অস্তিত্বই ছিল না।

([১৩৬]) অর্থাৎ, তোমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবরূপে সৃষ্টি করেছেন। তুমি শ্রবণ করতে, দর্শন করতে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পার।

([১৩৭]) তোমাকে মাঝারি গড়নের, লম্বালম্বি সোজা, সুশ্রী ও সুদর্শনময় বানিয়েছেন। অথবা তোমার দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি হাত, দুটি পা (এবং অন্য সকল অঙ্গকে) সুসমঞ্জস যথোপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন। যদি তোমার এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্যময় না হত, তাহলে তোমার অস্তিত্বে সুশ্রীময়তা প্রকাশ না পেয়ে কুশ্রীময়তা প্রকাশ পেত। এইরূপ সৃষ্টিকেই অন্য স্থানে 'আহসানে তাক্বীম' (সুন্দরতম গঠন) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْم)

([১৩৮]) এর একটা অর্থ এই যে, আল্লাহ ভ্রূণকে যার মত ইচ্ছা তার রূপ ও আকারে সৃষ্টি করেন; তার চেহারা পিতা, মাতা, মামা অথবা চাচাদের মত করেন। দ্বিতীয় অর্থ হল যে, তিনি যার আকার ও আকৃতিতে চান, তার ছাঁচে ঢেলে দেন। এমনকি নিকৃষ্টরূপ জন্তুর আকৃতিতেও পয়দা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ, দয়া ও মেহেরবানী এই যে, তিনি তা করেন না; বরং তিনি সুন্দর অবয়ব দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেন।

([১৩৯]) এখানে بَلْ শব্দটি حقاً শব্দের অর্থেও হতে পারে। (অর্থাৎ, সত্যপক্ষে তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে ক'রে থাক।) এখানে কাফেরদের সেই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির খন্ডন করা হয়েছে, যা দয়াবান আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের ব্যাপারে ধোঁকায় মগ্ন থাকার ফলে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই প্রবৃত্তির প্রতারণায় পড়ার কোন কারণ নেই। বরং আসল কথা হল যে, তোমাদের হৃদয়ে এ কথার প্রত্যয় নেই যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সেখানে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১০। অবশ্যই তোমাদের উপর (নিযুক্ত আছে) সংরক্ষকগণ;	وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠)
১১। সম্মানিত (আমল) লেখকবর্গ (ফিরিশ্তা);	كِرَاماً كَاتِبِينَ (١١)
১২। তারা জানে, যা তোমরা করে থাক।[১৪০]	يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)
১৩। পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;	إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣)
১৪। এবং পাপাচারীরা থাকবে (জাহীম) জাহান্নামে;[১৪১]	وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤)
১৫। তারা বিচার দিবসে সেখানে প্রবেশ করবে।[১৪২]	يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٥)
১৬। এবং তারা সেখান হতে অন্তর্হিত (বের) হতে পারবে না।[১৪৩]	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (١٦)
১৭। কিসে তোমাকে জানাল, বিচার দিবস কি?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧)
১৮। আবার বলি, কিসে তোমাকে জানাল বিচার দিবস কি?[১৪৪]	ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨)
১৯। সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করবার সামর্থ্য রাখবে না; আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) আল্লাহর।[১৪৫]	يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لله (١٩)

---

(১৪০) অর্থাৎ, তোমরা তো প্রতিদান ও শাস্তিকে অস্বীকার কর। কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, তোমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মকে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের জন্য ফিরিশ্তা প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত আছে; যারা তোমাদের প্রতিটি কথাকে জানে, যা তোমরা করছ। এটা হল মানুষের জন্য সতর্কবার্তা যে, প্রত্যেক কর্ম করা ও প্রত্যেক কথা বলার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, এটা ভুল নয় তো। আর এটি হল সেই কথা, যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, (عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْد، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَــوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْد) অর্থাৎ, এক ফিরিশ্তা (মানুষের) ডাইনে ও অন্য এক ফিরিশ্তা (তার) বামে বসে আছে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, (তাই লিপিবদ্ধ করার জন্য) তার কাছে তৎপর প্রহরী প্রস্তুত রয়েছে। *(সূরা ক্বাফ ১৭-১৮ নং)* অর্থাৎ, লিখার জন্য বলা হয়, একজন ফিরিশ্তা নেকী ও অন্য একজন ফিরিশ্তা বদী লিখে থাকেন। আর হাদীস ও আসার দ্বারা বোঝা যায় যে, দিনে তার জন্য দুই ফিরিশ্তা এবং রাত্রে দুই ফিরিশ্তা পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট থাকেন। পরবর্তীতে নেকী এবং বদী উভয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১৪১) যেমন, অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(সূরা শূরা ৭ নং আয়াত)*

(১৪২) অর্থাৎ, যে প্রতিদান ও শাস্তির দিনকে তারা অবিশ্বাস করত, সেই দিনেই নিজ নিজ আমলের প্রতিদান হিসাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(১৪৩) অর্থাৎ, কখনো তা থেকে পৃথক হবে না। বরং তারা তাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে।

(১৪৪) একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, ঐ দিনের বিশালত্ব ও ভয়াবহতাকে স্পষ্ট করার জন্য।

(১৪৫) অর্থাৎ, দুনিয়াতে তো আল্লাহ তাআলা অস্থায়ীভাবে পরীক্ষা করার জন্য মানুষকে কম-বেশী কিছু পার্থক্যের সাথে অধিকার বা এখতিয়ার দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন সমস্ত এখতিয়ার পূর্ণরূপে কেবল মাত্র আল্লাহরই হাতে থাকবে। যেমন তিনি বলেন "আজ রাজত্ব কার? একক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর।" *(সূরা মু'মিন ১৬ আয়াত।)* বলা বাহুল্য, মহানবী ﷺ নিজ ফুফুজান সাফিয়া (রাঃ) ও স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন প্রকার উপকার করতে পারব না।" *(সহীহ মুসলিম ঈমান অধ্যায়)* আর বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবকেও সতর্ক করে বলেছিলেন, "তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন প্রকার উপকার করতে পারব না।" *(মুসলিম ঐ, বুখারী সূরা শুআরার ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা মুত্বাফ্ফিফীন[১৪৬] (মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৮৩, আয়াত সংখ্যা ঃ ৩৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١)

১। ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়,

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)

২। যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে।

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

৩। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।[১৪৭]

أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤)

৪। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥)

৫। এক মহা দিবসে;

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

৬। যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে।[১৪৮]

كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧)

৭। না, কখনই না, পাপাচারীদের আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকবে।[১৪৯]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (٨)

৮। কিসে তোমাকে জানাল, সিজ্জীন কি?

كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٩)

৯। ওটা হচ্ছে লিপিবদ্ধ পুস্তক।

([১৪৬]) এক মতে সূরাটি মাক্কী, অন্য মতে এটি মাদানী। আবার কেউ বলেন সূরাটি মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থল স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। এর শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন নবী ﷺ মদীনায় আগমন করলেন, তখন মদীনাবাসীরা মাপ ও ওজনের ব্যাপারে খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ ছিল। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তখন এই সূরাটি অবতীর্ণ করলেন। যার পর থেকে তারা ওজন ও পরিমাপ সঠিকভাবে দিতে আরম্ভ করল। *(ইবনে মাজাহ বাণিজ্য অধ্যায়, ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ দেওয়ার পরিচ্ছেদ)*

([১৪৭]) নেওয়া-দেওয়ার জন্য পৃথক পৃথক মাপার পাত্র রাখা এবং দাঁড়ি মেরে ওজনে কম করা হল বড় জঘন্য একটি চারিত্রিক ব্যাধি। যার পরিণাম দ্বীনে এবং আখেরাতে বরবাদী ছাড়া কিছু নয়। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে। *(ইবনে মাজাহ ৫০১৯নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৬নং)*

([১৪৮]) যারা দাঁড়ি মারে তারা কি ভয় করে না যে, একদিন ভয়ঙ্কর দিন আপতিত হবে। যেদিন সমস্ত মানুষ সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হবে; যিনি সমস্ত গোপন কথা সম্পর্কে অবগত আছেন? অর্থ এই দাঁড়াল যে, এ কর্ম সেই লোকেরাই করে থাকে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও কিয়ামতের শঙ্কা নেই। একাধিক হাদীসে এসেছে যে, যখন মানুষ প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হবে, তখন তাদের ঘাম অর্ধেক কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। *(সহীহ বুখারী মুত্বাফফিফীনের তাফসীর পরিচ্ছেদ)* এক অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, কিয়ামতের দিন সূর্য সৃষ্টির এত নিকটবর্তী হবে যে, মাত্র এক মীল দূরত্বে থাকবে। হাদীসের বর্ণনাকারী সুলাইম বিন আমের ﷺ বলেন, 'আমি জানি না যে, নবী ﷺ 'মীল' বলে রাস্তার পরিমাপ বুঝিয়েছেন, নাকি সুর্মাকাঠি, যার দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয় তা বুঝিয়েছেন।' মোট কথা, মানুষ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামে ডুবে থাকবে। এই ঘাম কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত পৌঁছবে। আবার কারো জন্য তা লাগাম হবে; অর্থাৎ, তার মুখমন্ডল পর্যন্ত ঘাম পৌঁছে যাবে। *(সহীহ মুসলিম কিয়ামত ও জান্নাতের বিবরণ অধ্যায় কিয়ামতের বিবরণ পরিচ্ছেদ)*

([১৪৯]) سجين (সিজ্জীন) ঃ কেউ কেউ বলেন, এর উৎপত্তি سجن শব্দ থেকে; যার মানে জেলখানা। উদ্দেশ্য হল, জেলখানার মত একটি অতি সংকীর্ণ জায়গা। আর কেউ কেউ বলেন, এটি ভূগর্ভের সব থেকে নিচের অংশে একটি জায়গার নাম; যেখানে কাফের, অত্যাচারী এবং মুশরিকদের আত্মা এবং তাদের আমল-নামা জমা ও সংরক্ষিত থাকে। এই জন্য তাকে 'লিপিবদ্ধ পুস্তক' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠)

১০। সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যাচারীদের।

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (١١)

১১। যারা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করে।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢)

১২। আর সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যতীত কেউই ওকে মিথ্যা মনে করে না।

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (١٣)

১৩। তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, এটা তো পূর্বকালীন উপকথা![১৫০]

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)

১৪। না এটা সত্য নয়;[১৫১] বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়ে দিয়েছে।[১৫২]

كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥)

১৫। কক্ষনো না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক (দর্শন) থেকে পর্দাবৃত থাকবে।[১৫৩]

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ (١٦)

১৬। অতঃপর নিশ্চয়ই তারা জাহীম (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে;

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (١٧)

১৭। তারপর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা মিথ্যাজ্ঞান করতে।

كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١٨)

১৮। অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে।[১৫৪]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (١٩)

১৯। কিসে তোমাকে জানাল, ইল্লিয়্যীন কি?

كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٢٠)

২০ (তা হচ্ছে) লিপিবদ্ধ পুস্তক।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (٢١)

২১। আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত (ফিরিশ্তা)গণ তা প্রত্যক্ষ করে।

إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢)

২২। পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে।

عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٢٣)

২৩। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে।

([১৫০]) অর্থাৎ, তাদের পাপকর্মে অবিচলতা ও সীমালংঘন এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আল্লাহর আয়াত শুনে তার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে তাকে 'পূর্বযুগের উপকথা' বলে থাকে।

([১৫১]) অর্থাৎ, এই কুরআন কোন কেচ্ছা-কাহিনী নয়; যেমন কাফেররা বলে থাকে। বরং এটা হল আল্লাহর বাণী এবং তাঁর প্রত্যাদেশ যা তদীয় রসূল ﷺ-এর উপর জিব্রাঈল عليه السلام মারফৎ অবতীর্ণ করা হয়েছে।

([১৫২]) অর্থাৎ, তারা এই কুরআন এবং আল্লাহর অহীর প্রতি ঈমান এই জন্য আনে না যে, গোনাহ করার দরুন তাদের অন্তরে পর্দা পড়ে গেছে এবং জং ধরে গেছে। ريـــن গোনাহর সেই কালিমাকে বলা হয়, যা একাধারে পাপাচরণ করার কারণে অন্তরে ছেয়ে যায়। হাদীসে এসেছে যে, বান্দাহ যখন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু পড়ে যায়। যদি সে পাপ থেকে তওবা করে, তাহলে সেই কালো বিন্দু পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তওবার পরিবর্তে যদি পাপের পর পাপ করেই যায়, তাহলে সেই কালো বিন্দুটি আরো বৃহৎ আকার ধারণ করে। এমনকি তা তার গোটা অন্তরে ছেয়ে যায়। এটাই হল সেই 'রাইন' যার কথা কুরআন মাজীদে এসেছে। *(তিরমিযী সূরা মুতাফফিফীনের তফসীর পরিচ্ছেদ, ইবনে মাজাহ যুহদ অধ্যায় গোনাহ প্রসঙ্গ পরিচ্ছেদ, মুসনাদে আহমাদ ২/২৯৪)*

([১৫৩]) আর এর বিপরীত ঈমানদারগণ আল্লাহর দর্শন লাভ করবে।

([১৫৪]) علين (ইল্লিয়্যীন) শব্দটি علو থেকে এসেছে। (যার অর্থ মহা উচ্চ।) এটা হল 'সিজ্জীন' শব্দের বিপরীত। এটা আসমানে অথবা জান্নাতে কিংবা সিদরাতুল মুন্তাহায় কিংবা আরশের নিকটবর্তী এক স্থান। যেখানে নেক লোকদের আত্মা এবং তাদের আমল-নামা সংরক্ষিত আছে। যার নিকটে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা উপস্থিত হন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٤)

২৪। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে।[১৫৫]

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥)

২৫। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে।[১৫৬]

خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦)

২৬। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।[১৫৭]

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧)

২৭। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (পানির)।[১৫৮]

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨)

২৮। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩)

২৯। নিশ্চয় যারা অপরাধী তারা মুমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করত।[১৫৯]

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠)

৩০। এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত, তখন চোখ টিপে ইশারা করত।[১৬০]

وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١)

৩১। এবং যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসত, তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে।[১৬১]

([১৫৫]) যেমন দুনিয়ার ধনবান সুখী ব্যক্তিদের মুখমন্ডলে সাধারণতঃ খুশীর আভা ও সজীবতা প্রকাশ পায়; যা তাদের আরাম, আয়েশ এবং পার্থিব সম্পদ লাভের কারণে হয়ে থাকে এবং যা তাদের মাল-ধনের আধিক্যের ফলেই অর্জন হয়। অনুরূপ জান্নাতে জান্নাতীদের জন্য সম্মান, মর্যাদা এবং নানা প্রকার সুখ-সম্পদের যে আধিক্য হবে তার কারণে তাদের মুখমন্ডলেও তা প্রকাশ পাবে। তাদেরকে তাদের রূপ-সৌন্দর্য, লাবণ্য এবং ঔজ্জ্বল্যে চেনা যাবে যে, তারা জান্নাতী ব্যক্তি।

([১৫৬]) رحيق (রাহীক) পরিষ্কার, নির্মল ও বিশুদ্ধ শারাবকে বলা হয়; যাতে কোন প্রকার ভেজাল মিশ্রিত থাকবে না। مختوم (মাখতূম) 'মোহরাঙ্কিত' বলে তার বিশুদ্ধতাকে আরো স্পষ্ট ক'রে বয়ান করা হয়েছে। অনেকের নিকট মাখতূমের অর্থ হল মিশ্রিত। অর্থাৎ, শারাবে কস্তুরী মিশানো থাকবে। যার কারণে তার স্বাদে ও গন্ধে অতিরিক্ত উৎকৃষ্টতা ও আমেজ বৃদ্ধি পাবে। কেউ কেউ বলেন, এটি 'খতম' শব্দ হতে এসেছে। অর্থাৎ, তার শেষ ঢোকটি হবে কস্তুরীর সুগন্ধিযুক্ত। কিছু ব্যাখ্যাতা 'খিতাম'-এর অর্থ সুগন্ধি করেছেন। অর্থাৎ, এমন শারাব যার সুগন্ধি হবে কস্তুরীর মত। *(ইবনে কাসীর)* হাদীসেও 'আর-রাহীকুল মাখতূম' শব্দ এসেছে। নবী ﷺ বলেছেন, "যে মু'মিন ব্যক্তি কোন পিপাসিত মু'মিনকে (দুনিয়াতে) এক ঢোক পানি পান করাবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে 'আর-রাহীকুল মাখতূম' (মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ শারাব) পান করাবেন। যে কোন ক্ষুধার্ত মু'মিনকে খাবার খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল-মূল খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোন বিবস্ত্র মু'মিনকে বস্ত্র পরিধান করাবে, তাকে আল্লাহ জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরিধান করাবেন। *(মুসনাদে আহমাদ ৩/ ১৩- ১৪) (হাদীসটি যয়ীফ-সম্পাদক)*

([১৫৭]) অর্থাৎ, আমলকারীদেরকে এমন আমলে প্রতিযোগিতা করা উচিত, যার দ্বারা জান্নাত এবং তার নিয়ামত লাভ হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন "এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।" *(সূরা সাফফাত ৬১ আয়াত)*

([১৫৮]) 'তাসনীম' শব্দের অর্থ হল উচ্চতা। উটের কুঁজ তার শরীর থেকে উঁচু, তাই তাকে 'সিনাম' বলা হয়। কবর উঁচু করাকেও 'তাসনীমুল কুবূর' বলা হয়। ভাবার্থ এটাই হল যে, উক্ত মদিরায় তাসনীম শারাবের মিশ্রণ থাকবে; যা জান্নাতের উঁচু এলাকার এক ঝরনা থেকে প্রবাহিত হবে। আর এটা জান্নাতের সবচেয়ে উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধ শারাব হবে।

([১৫৯]) অর্থাৎ, পাপীরা তাদেরকে তুচ্ছ ভেবে তাদের সাথে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করত।

([১৬০]) غمز শব্দের অর্থ হল চোখের পলক এবং ভ্রূ দ্বারা ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ একে অপরকে নিজ পলক ও ভ্রূ দ্বারা ইঙ্গিত ক'রে তাদেরকে অবজ্ঞা করত এবং তাদের দ্বীনের ব্যাপারে খোঁটা দিত।

([১৬১]) অর্থাৎ, ঈমানদারদের কথা উল্লেখ করে খুশীর সাথে মজা নিত এবং আমোদ করত। দ্বিতীয় মর্মার্থ এটাও হতে পারে যে, যখন তারা গৃহে ফিরত, তখন স্বাচ্ছন্দ্য ও অবসর তাদেরকে স্বাগত জানাত এবং যা চাইত, তারা তাই পেয়ে যেত। এ সত্ত্বেও তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ হয়নি; বরং ঈমানদারদের প্রতি ঘৃণাপোষণ এবং হিংসা করাতে অবিচল ছিল। *(ইবনে কাসীর)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢)

৩২। এবং যখন তাদেরদেরকে দেখত, তখন বলত, এরাই তো পথভ্রষ্ট।[১৬২]

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣)

৩৩। অথচ তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো হয়নি![১৬৩]

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤)

৩৪। আজ তাই মুমিনগণ উপহাস করবে কাফিরদেরকে নিয়ে।[১৬৪]

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٣٥)

৩৫। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে।

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)

৩৬। কাফিররা যা করত, তার ফল তারা পেল তো?[১৬৫]

সূরা ইনশিকাক্ব (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৮৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ২৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (١)

১। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।[১৬৬]

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢)

২। এবং তা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে কর্ণপাত করবে।[১৬৭] আর এটিই তার কর্তব্য।[১৬৮]

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣)

৩। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে।[১৬৯]

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤)

৪। এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে।[১৭০]

([১৬২]) তওহীদবাদীরা মুশরিকদের দৃষ্টিতে এবং ঈমানদাররা কাফেরদের দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট বলে পরিচিত। এই অবস্থা আজও বিদ্যমান রয়েছে। ভ্রষ্ট বাতিলপন্থীরা নিজেদেরকে হকপন্থী ভাবে এবং আসল হকপন্থীদেরকে ভ্রষ্ট মনে করে। এমনকি পরিপূর্ণরূপে বাতিল ফির্কাও নিজেদের ছাড়া কাউকে মু'মিন বলে না এবং ভাবেও না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হিদায়াত করুন।

([১৬৩]) অর্থাৎ, এই কাফেরদেরকে মুসলিমদের উপর পাহারাদার হিসাবে পাঠানো হয়নি যে, তারা সব সময় মুসলিমদের আমল ও অবস্থা দেখে বেড়াবে এবং তাদের সমালোচনা করতে থাকবে। মোট কথা, তারা যখন এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়, তখন তারা কেন এমন ব্যবহার করে?

([১৬৪]) অর্থাৎ, যেমন দুনিয়াতে কাফেররা মুসলিমদেরকে নিয়ে হাসি-মজাক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তেমনি কিয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহর কবলে এসে যাবে, তখন মু'মিনরা তাদেরকে নিয়ে হাসতে থাকবে। তাদের হাসি এই জন্য হবে যে, এরা নিজেরা ভ্রষ্ট হওয়ার সত্ত্বেও আমাদের ভ্রষ্ট বলত এবং উপহাস করত। এখন তারা বুঝে নিয়েছে যে, কারা ভ্রষ্ট ছিল? আর কারা উপহাসের পাত্র ছিল?

([১৬৫]) أثيب ثوِّب এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তার মানে ঃ প্রতিফল দেওয়া হল। অর্থাৎ, কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল তাদেরকে দেওয়া হল তো?

([১৬৬]) অর্থাৎ, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে।

([১৬৭]) অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে ফেটে যাওয়ার যে আদেশ করবেন, তা সে শুনবে ও পালন করবে।

([১৬৮]) অর্থাৎ, তার জন্য এটা কর্তব্য যে, সে শ্রবণ করে এবং আনুগত্য করে। এই জন্য যে, তিনি হলেন সবারই উপর প্রভাবশালী এবং সবাই তাঁর আয়ত্তে। কে আছে, যে তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারে?

([১৬৯]) অর্থাৎ, পৃথিবীকে অধিকভাবে লম্বা-চওড়া ক'রে দেওয়া হবে। অথবা উদ্দেশ্য এটা যে, তার উপরে যে পাহাড় ইত্যাদি রয়েছে সমস্তকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সমতল করে বিছিয়ে দেওয়া হবে। তাতে কোন রকমের উঁচু-নিচু থাকবে না।

([১৭০]) অর্থাৎ, তাতে যেসব মুর্দা দাফন থাকবে, সমস্ত জীবিত হয়ে বের হয়ে আসবে। আর যেসব গুপ্ত ধন (খনিজ পদার্থ) তার গর্ভে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥)

৫। এবং তার প্রতিপালকের আদেশে কর্ণপাত করবে।[১৭১] আর এটিই তার কর্তব্য।

يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (٦)

৬। হে মানব! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করে থাকো তা তুমি দেখতে পাবে।[১৭২]

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧)

৭। সুতরাং যাকে তার ডান হাতে নিজ আমলনামা (কর্মলিপি) দেওয়া হবে,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً (٨)

৮। তার হিসাব নেওয়া হবে সহজভাবে।[১৭৩]

وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (٩)

৯। এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।[১৭৪]

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠)

১০। পক্ষান্তরে যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে,

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً (١١)

১১। অচিরেই সে মৃত্যুকে আহবান করবে।[১৭৫]

وَيَصْلَى سَعِيراً (١٢)

১২। এবং সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (١٣)

১৩। কেননা, সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে মত্ত ছিল।[১৭৬]

মজুদ রয়েছে, তা বের ক'রে ফেলবে। আর সে একেবারে খালি হয়ে যাবে।

([১৭১]) অর্থাৎ, তাকে বের ক'রে এবং খালি ক'রে দেওয়ার যে আদেশ করা হবে, তা সে শ্রবণ ও পালন করবে।

([১৭২]) এখানে 'মানব' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে মু'মিন এবং কাফের উভয় শামিল। كـدح কঠোর সাধনা বা পরিশ্রম করাকে বলা হয়; চাহে সে সাধনা বা পরিশ্রম ভালো কাজের জন্য হোক অথবা মন্দ কাজের জন্য। উদ্দেশ্য হল যে, যখন উল্লিখিত বস্তুসমূহ প্রকাশ পাবে; অর্থাৎ কিয়ামত আসবে তখন হে মানুষ! তুমি ভাল-মন্দ যা করেছ তা নিজ সম্মুখে দেখতে পাবে এবং সেই অনুযায়ী তোমাকে ভাল-মন্দ বদলা দেওয়া হবে। সামনে এর বিস্তারিত বর্ণনা আসছে।

([১৭৩]) সহজ হিসাব এই যে, মুমিনের আমল-নামা পেশ করা হবে। তার ভুল-ত্রুটিও সামনে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিজের রহমত এবং অনুগ্রহে তাদেরকে মার্জনা করে দেবেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, "যার হিসাব নেওয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন, আল্লাহ তাআলা কি এ কথা বলেননি যে, যার ডান হাতে আমল-নামা দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে?" (মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য ছিল যে, এই আয়াত অনুপাতে হিসাব তো মু'মিনদেরও হবে কিন্তু সে ধ্বংসগ্রস্ত হবে না।) তিনি ﷺ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বললেন যে, "পেশ করা হবে মাত্র।" (অর্থাৎ, মুমিনের সাথে হিসাবের ব্যাপার হবে না বরং নামমাত্র পেশ করা হবে।) মু'মিনদেরকে আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হবে। কিন্তু যাকে জেরা করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। *(সহীহ বুখারী, তাফসীর সূরা ইনশিক্বাক্ব পরিচ্ছেদ)*

অন্য একটি বর্ণনায় মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, "নবী ﷺ কোন কোন নামাযে 'আল্লাহুম্মা হা-সিবনী হিসাবাঁই য়্যাসীরা' (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজ ক'রে নিও।) এই দুআটি পাঠ করতেন। একদা তিনি নামায শেষ করলে আমি বললাম, 'সহজ হিসাব' বলতে কি বোঝায়? তিনি ﷺ বললেন, "আল্লাহ তাআলা তার আমল-নামা দেখবেন এবং তাকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।" *(মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৮)*

([১৭৪]) স্বজন বলতে তার পরিবারের মধ্যে থেকে যারা জান্নাতী হবে তারা অথবা এ হতে উদ্দেশ্য হল, সেই সমস্ত বেহেশ্তী হুর ও গিলমান, যা জান্নাতীগণ লাভ করবে।

([১৭৫]) ثبـور অর্থ হল ধ্বংস ও ক্ষতি। অর্থাৎ, সে চিল্লাবে ও চিৎকার করবে, 'আমি মরে গেলাম, ধ্বংস হয়ে গেলাম' বলে আর্তনাদ করতে থাকবে।

([১৭৬]) অর্থাৎ, দুনিয়ায় নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা মিটাতে মগ্ন এবং আপন পরিবারের মাঝে বড় আনন্দিত ছিল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤)

১৪। যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবে না।[১৭৭]

بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً (١٥)

১৫। অবশ্যই (সে প্রত্যাবর্তিত হবে)।[১৭৮] নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।[১৭৯]

فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦)

১৬। আমি শপথ করি অস্তরাগের[১৮০]

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧)

১৭। এবং রজনীর আর তাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে[১৮১] তার শপথ।

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨)

১৮। এবং শপথ চন্দ্রের যখন তা পরিপূর্ণ হয়।[১৮২]

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (١٩)

১৯। নিশ্চয়ই তোমরা এক পর্যায় হতে অন্য পর্যায়ে আরোহণ করবে।[১৮৩]

فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٢٠)

২০। সুতরাং তাদের কি হল যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (٢١)

২১। এবং তাদের নিকট কুরআন পঠিত হলে তারা সিজদাহ করে না?[১৮৪]

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٢)

২২। বরং কাফেররা মিথ্যা মনে করে।[১৮৫]

وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣)

২৩। (অথচ) তারা (মনে মনে) যা পোষণ করে থাকে, আল্লাহ তা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।[১৮৬]

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤)

২৪। সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

([১৭৭]) এটা ছিল তার আনন্দিত হওয়ার কারণ। অর্থাৎ, আখেরাতের প্রতি তার বিশ্বাসই ছিল না। حـــور শব্দের অর্থ হল ফিরে যাওয়া। যেমন, নবী ﷺ এ দুআ করতেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাওরি বা'দাল কাওর।' *(সহীহ মুসলিম হজ্জ অধ্যায়, তিরিমিযী, ইবনে মাজাহ)* মুসলিম শরীফে 'বা'দাল কাওন' শব্দ এসেছে। উদ্দেশ্য হল যে, এ সকল কথা হতে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে আমি ঈমানের পর কুফরী, আনুগত্যের পর অবাধ্যতা অথবা ভালর পর মন্দের দিকে ফিরে না যাই।

([১৭৮]) একটা অর্থ এটাও হতে পারে যে, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, সে ফিরে আসবে না এবং পুনর্বার জীবিত হবে না? অথবা 'অবশ্যই', 'কেন নয়', সে অবশ্যই আল্লাহর নিকট ফিরে আসবে।

([১৭৯]) অর্থাৎ, তার আমল আল্লাহর নিকট কোন রকমের গুপ্ত ছিল না।

([১৮০]) شـــفق (অস্তরাগ) সেই লালবর্ণের আভাকে বলা হয় যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে প্রকাশ পায় এবং তা এশার ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে।

([১৮১]) অন্ধকার নেমে আসতেই প্রতিটি বস্তু নিজ নিজ বাসা ও বাসস্থানে জমা ও সমাবিষ্ট হয়। অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার যে সকল বস্তুকে নিজের আঁচল দ্বারা ঢেকে নেয়।

([১৮২]) اتـــسق। إذا এর অর্থ হল, যখন সে পূর্ণিমাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। যেমন ১৩ তারীখের রাত্রি থেকে নিয়ে ১৬ তারীখের রাত্রি পর্যন্ত তার উক্ত অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

([১৮৩]) طبـــق শব্দের মূল অর্থ হল কঠিনতা। এখানে সেই কঠিনতাকে বোঝানো হয়েছে যা কিয়ামতের দিন দেখা দেবে। সেদিন এক থেকে আর এক গুরুতর ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি হবে। *(ফাতহুল বারী, সূরা ইনশিক্বাক্ব তাফসীর পরিচ্ছেদ)* আর এটা হল কসমের জওয়াব।

([১৮৪]) হাদীসসমূহ থেকে এখানে নবী ﷺ এবং সাহাবাগণের সিজদা করার কথা প্রমাণিত আছে। (অতএব এ আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।)

([১৮৫]) অর্থাৎ, ঈমান আনার (বিশ্বাস করার) পরিবর্তে মিথ্যা মনে করে।

([১৮৬]) অর্থাৎ, তাদের মিথ্যা জানা অথবা যে সব কর্ম তারা গোপনে করে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِلاَّ الَّـذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الـصَّالِحَاتِ لَهُـمْ أَجْـرٌ غَـيْرُ مَمْنُونٍ(٢٥)

২৫। কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

সূরা বুরূজ[১৮৭] (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৮৫, আয়াত সংখ্যা ঃ ২২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١)

১। শপথ রাশিচক্র বিশিষ্ট আকাশের।[১৮৮]

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢)

২। শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের।[১৮৯]

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣)

৩। শপথ দ্রষ্টার ও দৃষ্টের।[১৯০]

قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ (٤)

৪। ধ্বংস হয়েছে কুন্ডের অধিপতিরা।[১৯১]

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥)

৫। (যে কুন্ডে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি।[১৯২]

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦)

৬। যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল।[১৯৩]

وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧)

৭। আর তারা মুমিনদের সাথে যা করেছিল, নিজেরাই তার সাক্ষী।

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨)

৮। তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।[১৯৪]

([১৮৭]) নবী ﷺ যোহর এবং আসরের নামাযে সূরা ত্বারিক এবং সূরা বুরূজ পাঠ করতেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

([১৮৮]) بُروج শব্দটি بـــرج শব্দের বহুবচন। এর আসল অর্থ হল প্রকাশ। রাশিচক্র নক্ষত্রমালার প্রাসাদ ও অট্টালিকার মত। আর তা আকাশে প্রকাশ ও স্পষ্ট হওয়ার কারণে 'বুরূজ' বলা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন সূরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতের টীকা। কেউ কেউ বলেন, 'বুরূজ' থেকে উদ্দেশ্য হল নক্ষত্রপুঞ্জ। অর্থাৎ, নক্ষত্রপুঞ্জবিশিষ্ট আকাশের কসম। আবার অনেকে বলেন, এর উদ্দেশ্য হল, আসমানের দরজাসমূহ অথবা চাঁদের কক্ষপথ। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([১৮৯]) সকলের মতেই এর উদ্দেশ্য হল কিয়ামত দিবস।

([১৯০]) شاهد এবং مـــشهُود শব্দের ব্যাখ্যায় বহু মতভেদ রয়েছে। (شـــهد এর অর্থ ঃ দর্শন করা, সাক্ষ্য দেওয়া বা উপস্থিত হওয়া।) ইমাম শাওকানী হাদীস এবং আষারসমূহের ভিত্তিতে বলেন, شَـــاهد বলতে জুমআর দিনকে বোঝানো হয়েছে। এই দিনে যে ব্যক্তি যা আমল করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন ঐ আমলসমূহ সাক্ষি দেবে। আর مـــشهود বলে আরাফার (৯ যিলহজ্জের) দিনকে বোঝান হয়েছে যে দিনে লোকেরা হজ্জের উদ্দেশ্যে জমায়েত হয়।

([১৯১]) অর্থাৎ, যারা খন্দক (কুন্ড) খনন করে আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে ধ্বংস ও হত্যা করেছিল তাদের জন্যও ধ্বংস ও সর্বনাশ রয়েছে। قُتِلَ শব্দটি এখানে لُعِنَ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

([১৯২]) النَّار শব্দটি الأخدُود থেকে বদলে ইশতিমাল। ذات الوقود শব্দটি النـــار শব্দের সিফাত (বিশেষণ)। অর্থাৎ, খন্দক কি ধরনের ছিল? ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি। যা ঈমানদারদেরকে নিক্ষেপ করার জন্য প্রজ্বলিত করা হয়েছিল।

([১৯৩]) কাফের বাদশাহ অথবা তাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আগুনের কিনারায় বসে ঈমানদার পোড়ার তামাশা দেখছিল। যেমন, পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে।

([১৯৪]) অর্থাৎ, ঐ সব লোকেদের অপরাধ যাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এই ছিল যে, তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ঘটনা, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩)

৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ের সম্যক দ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠)

১০। নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١)

১১। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নে নদীমালা প্রবাহিত; এটাই মহা সাফল্য।

আসহাবুল উখদূদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ঃ

অতীতকালে এক বাদশার একটি যাদুকর ও গণক ছিল। যখন সে গণক বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হল, তখন সে বাদশাহকে বলল, আমাকে একটি বুদ্ধিমান বালক দিন, যাকে আমি এই বিদ্যা শিক্ষা দেব। সুতরাং বাদশাহ সেই রকম বুদ্ধিমান বালক খোঁজ করে তাকে তার কাছে সমর্পণ করলেন। ঐ বালকের পথে এক পাদরিরও ঘর ছিল। বালকটি পথে আসা-যাওয়ার সময় সেই পাদরির নিকট গিয়ে বসত এবং তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করত, যা তাকে ভালও লাগত। এ ভাবেই তার আসা যাওয়া অব্যাহত থাকে। একদা এই বালকটির যাওয়ার পথে এক বৃহদাকার জন্তু (বাঘ অথবা সাপ) বসেছিল; যে মানুষের আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ক'রে রেখেছিল। বালকটি চিন্তা করল, আজকে আমি পরীক্ষা করব যে, যাদুকর সত্য, না পাদরি। সে একটি পাথরের টুকরা কুড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! যদি পাদরির আমল তোমার নিকট যাদুকরের আমল থেকে উত্তম এবং পছন্দনীয় হয়, তাহলে এই জন্তুকে মেরে ফেল; যাতে মানুষের আসা-যাওয়ার পথ চালু হয়ে যায়।' এই বলে বালকটি পাথর ছুড়লে জন্তুটি মারা গেল। এবার বালকটি পাদরির নিকট গিয়ে সব কথা বিস্তারিত বলল। পাদরি বললেন, 'হে বৎস! এবার দেখছি তুমি পূর্ণ দক্ষতায় পৌঁছে গেছ। এবার তোমার পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। কিন্তু এই পরীক্ষা অবস্থায় আমার নাম তুমি প্রকাশ করবে না।' এই বালকটি জন্মান্ধত্ব, ধবল প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাও করত; তবে তা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের উপর শর্ত রেখেই করত। এই শর্তানুযায়ী বাদশার এক সহচরের অন্ধ চক্ষুকে আল্লাহর কাছে দুআ করে ভাল করে দিল। বালকটি বলত যে, 'যদি আপনি আল্লাহর উপর ঈমান আনেন, তাহলে আমি তাঁর নিকট দুআ করব; তিনি আরোগ্য দান করবেন।' সুতরাং সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি রোগীকে আরোগ্য দান করতেন। এই খবর বাদশাহর নিকট পৌঁছলে, তিনি বড় উদ্বিগ্ন হলেন। কিছু সংখ্যক ঈমানদারকে তিনি হত্যা ক'রে ফেললেন। আর এই বালকটির ব্যাপারে তিনি কয়েকটি লোককে ডেকে বললেন যে, 'এই বালকটিকে উঁচু পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে নিচে ফেলে দাও।' বালকটি আল্লাহর কাছে দুআ করলে পাহাড় কাঁপতে লাগল; যার কারণে সে ছাড়া সকলেই পড়ে মারা গেল। বাদশাহ তখন বালকটিকে অন্য কিছু লোকের কাছে সমর্পণ করে বললেন, 'একে একটি নৌকায় চড়িয়ে সমুদ্রের মধ্যস্থলে নিয়ে গিয়ে তাতে নিক্ষেপ কর।' সেখানেও বালকটির দুআর কারণে নৌকাটি উল্টে গেল। যার ফলে সকলে পানিতে ডুবে মারা গেল। কিন্তু বালকটি বেঁচে গেল। এবার বালকটি বাদশাকে বলল, 'যদি আপনি আমাকে হত্যাই করতে চান, তাহলে এর সঠিক পদ্ধতি হল এই যে, একটি খোলা ময়দানে লোকদেরকে জমায়েত করুন, আর 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম' (অর্থাৎ, বালকের প্রভুর নামে আরম্ভ করছি) বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করুন; দেখবেন আমি মৃত্যু বরণ করব।' বাদশাহ তাই করলেন। যার কারণে বালকটি মৃত্যু বরণ করল। সেই ঘটনাস্থলেই লোকেরা সোচ্চার হয়ে বলে উঠল যে, 'আমরা এই বালকটির রবের (প্রভুর) উপর ঈমান আনলাম।' বাদশাহ আরো অধিক উদ্বিগ্ন হলেন। অতএব তিনি তাদের জন্য গর্ত খনন করিয়ে তাতে আগুন জ্বালাতে আদেশ করলেন। অতঃপর হুকুম দিলেন যে, 'যে ব্যক্তি ঈমান হতে ফিরে না আসবে, তাকে এই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ কর।' এইভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরা আসতে থাকল এবং আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে থাকল। পরিশেষে একটি মহিলার পালা এল, যার সঙ্গে তার বাচ্চাও ছিল। সে একটু পশ্চাদপদ হল। কিন্তু বাচ্চাটি বলে উঠল, 'আম্মাজান! ধৈর্য ধরুন। আপনি সত্যের উপরে আছেন।' (সুতরাং সেও আগুনে শহীদ হয়ে গেল।) *(সহীহ মুসলিম যুহদ অধ্যায় আসহাবে উখদূদ পরিচ্ছেদ)*

ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) আরো অন্যান্য ঘটনা নকল করেছেন যা এ ঘটনা হতে ভিন্ন। তিনি বলেছেন, হতে পারে এইরূপ অন্যান্য ঘটনাবলী নানান স্থানে ঘটেছে। *(ইবনে কাসীর দেখুন)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢)

১২। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন।[১৯৫]

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣)

১৩। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান।[১৯৬]

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤)

১৪। তিনিই ক্ষমাশীল, প্রেমময়।

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥)

১৫। তিনি আরশের অধিপতি গৌরবময়।[১৯৭]

فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦)

১৬। তিনি যা ইচ্ছা, তাই ক'রে থাকেন।[১৯৮]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧)

১৭। তোমার নিকট কি সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?[১৯৯]

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨)

১৮। ফিরআউন ও সামূদের?

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩)

১৯। তবুও কাফেররা মিথ্যাজ্ঞান করায় রত।

وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠)

২০। আর আল্লাহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।[২০০]

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١)

২১। বরং এটা গৌরবান্বিত কুরআন।

فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢)

২২। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[২০১]

সূরা ত্বা-রিক[২০২] (মক্কায় অবতীর্ণ)

([১৯৫]) যারা আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা ভেবেছিল এবং তাঁর আদেশ উল্লংঘন করেছিল, যখন আল্লাহ এই সমস্ত শত্রুদেরকে পাকড়াও করলেন তখন তাঁর পাকড়াও হতে কেউ পরিত্রাণ পেল না।

([১৯৬]) অর্থাৎ, তিনিই নিজ পূর্ণ শক্তি ও কুদরত দ্বারা প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং কিয়ামতের দিন পুনর্বার ঠিক সেভাবেই সৃষ্টি করবেন যেভাবে তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।

([১৯৭]) অর্থাৎ, তিনি সমস্ত সৃষ্টি হতে সুমহান এবং সুউচ্চ। 'আরশ' যা সব থেকে উচ্চে অবস্থিত, যার উপরে আল্লাহ আছেন। যেমন সাহাবাগণ, তাবেয়ীনগণ এবং মুহাদ্দিসগণদের এ বিশ্বাস। الْمَجِيدُ শব্দের অর্থ হল মর্যাদাবান ও গৌরবময়। পেশ অবস্থায় এ জন্য আছে যে, এটা ذو বা রবের সিফাত (বিশেষণ); الْعَرْشِ এর বিশেষণ নয়। যদিও কেউ কেউ এই শব্দটাকে الْعَرْشِ এর বিশেষণ ধরে الْمَجِيدِ শব্দকে যের দিয়ে পাঠ করেছেন। অর্থের দিক দিয়ে উভয় অর্থ নির্ভুল এবং বিশুদ্ধ। *(ইবনে কাসীর)*

([১৯৮]) অর্থাৎ, তিনি যা চান তা বাস্তবে ক'রে থাকেন। তাঁর আদেশ ও চাহিদাকে রুখার সাধ্য কারো নেই। আর না কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা রাখে। আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ-এর মৃত্যু রোগের সময় তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, আপনাকে কি কোন ডাক্তার দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, তিনি কি বলেছেন? আবূ বাকর ﷺ বললেন, তিনি বলেছেন, إني فعَّال لما أريد অর্থাৎ, আমি যা চাই, তাই করি। আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মত কেউ নেই। *(ইবনে কাসীর)* উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এ ব্যাপারটা এখন আর কোন ডাক্তারের হাতে নেই। এখন আল্লাহই হলেন আমার ডাক্তার। যাঁর ইচ্ছাকে কেউ টলাতে পারে না।

([১৯৯]) অর্থাৎ, তাদের উপর যখন আমার আযাব এল এবং তাদেরকে আমি নিজের কবলে ক'রে নিলাম; তখন তা কেউ টলাতে পারেনি।

([২০০]) এই আয়াত إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد আয়াতেরই প্রতিপাদক এবং তাকীদস্বরূপ।

([২০১]) অর্থাৎ, লাউহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে। যেখানে ফিরিশ্তাগণ তার সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত আছেন। আল্লাহ তাআলা প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী তা অবতীর্ণ ক'রে থাকেন।

([২০২]) খালেদ উদওয়ানী ﷺ বলেন যে, আমি রসুল ﷺ-কে সাক্বীফের পূর্ব দিকে দেখলাম, তিনি ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর দিয়ে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা নং ঃ ৮৬, আয়াত সংখ্যা ঃ ১৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١)	১। শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার।
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢)	২। কিসে তোমাকে জানাল, রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কি?
النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣)	৩। ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র![২০৩]
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤)	৪। প্রত্যেক জীবের জন্য একজন সংরক্ষক রয়েছে।[২০৪]
فَلْيَنظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥)	৫। সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিত যে, তাকে কি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে?
خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦)	৬। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।[২০৫]
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)	৭। এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে,[২০৬]
إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨)	৮। নিশ্চয় তিনি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।[২০৭]

দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাদের নিকট সহযোগিতা চাওয়ার জন্য এসেছিলেন। আমি সেখানে তাঁর মুখ থেকে সূরা ত্বারিক পাঠ করা শ্রবণ করলাম। আর আমি তা মুখস্থ করে নিলাম। আমি তখন মুশরিকই ছিলাম। অতঃপর (আল্লাহ আমাকে ইসলাম দিয়ে ধন্য করলেন।) মুসলিম হওয়ার পর আমি তা পাঠ করলাম। *(মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৩৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/ ১৩৬) (হাদীসটি সহীহ নয় - সম্পাদক)* মুআয ﷺ একদা মাগরেবের নামাযে সূরা বাক্বারাহ এবং সূরা নিসা পাঠ করলেন। নবী ﷺ যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি মানুষকে ফিতনায় ফেললে! তোমার জন্য 'অস্সামা-য়ি অত্ত্বারিক, অশ্শামসি' এবং এইরূপ সূরাগুলি পাঠ করাই যথেষ্ট ছিল। *(নাসাঈ ইফতিতাহ অধ্যায় মাগরিব নামাযে সূরা পাঠ করা পরিচ্ছেদ)*

(২০৩) طارق থেকে কি উদ্দেশ্য তা কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে। অর্থাৎ, উজ্জ্বল নক্ষত্র, طارق শব্দটি طـــرق থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ হল খটখট শব্দ করা। কিন্তু রাত্রির বেলায় আগমনকারীর জন্যও طـــارق শব্দ ব্যবহার করা হয়। নক্ষত্রকেও طارق এই জন্য বলা হয় যে, নক্ষত্র দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রির বেলায় প্রকাশ পায়।

(২০৪) অর্থাৎ, প্রত্যেক জীবের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে ফিরিশ্তা নিযুক্ত আছেন। যাঁরা তার নেকী-বদী লিপিবদ্ধ ক'রে থাকেন। কোন কোন আলেম বলেন, তা হল মানুষের হিফাযতকারী ফিরিশ্তা; যেমন সূরা রা'দের ১১নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, মানুষের হিফাযতের জন্যেও তার সামনে-পিছনে ফিরিশ্তা মোতায়েন থাকেন; যেমন তার কথা ও কাজ নোট করার জন্য ফিরিশ্তা নিযুক্ত আছেন।

(২০৫) অর্থাৎ, বীর্য থেকে; যা চরম কাম-উত্তেজনার শেষে সবেগে নির্গত হয়। এই বীর্য-বিন্দু নারীর গর্ভাশয়ে পৌঁছনোর পর আল্লাহর আদেশ হলে গর্ভ সঞ্চারের কারণ হয়।

(২০৬) বলা হয় যে, পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও নারীর বক্ষস্থল থেকে নির্গত উভয়ের পানি হতে মানুষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উভয় শ্রেণীর পানিকে একই পানি এই জন্য বলা হয়েছে যে, উভয়ের পানি মিলে এক হয়ে যায় তাই। ترائب শব্দটি হল ترييـــبة এর বহুবচন। আর তা হল, বুকের সেই অংশ, যে অংশে গলার হার পরিধান করা হয়।

(২০৭) অর্থাৎ, মানুষের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনর্বার জীবিত করার শক্তি রাখেন। কারো কারো নিকটে এর মতলব হল, সেই বীর্যের পানিকে পুনরায় লজ্জাস্থানে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখেন, যেখান থেকে তা নির্গত হয়েছিল। প্রথম অর্থকেই ইমাম শওকানী (রঃ) ও ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রঃ) সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩)

৯। যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষিত হবে।[২০৮]

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ (١٠)

১০। সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।[২০৯]

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١)

১১। শপথ বারবার বর্ষণশীল আকাশের।[২১০]

وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢)

১২। এবং শপথ বিদীর্ণশীল পৃথিবীর।[২১১]

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣)

১৩। নিশ্চয় তা (কুরআন সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী বাণী।[২১২]

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤)

১৪। এবং এটা প্রহসন নয়।[২১৩]

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (١٥)

১৫। নিশ্চয় তারা ভীষণ চক্রান্ত করে।[২১৪]

وَأَكِيدُ كَيْداً (١٦)

১৬। এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।[২১৫]

---

(২০৮) অর্থাৎ, প্রকাশ পেয়ে যাবে। কেননা, তার উপরেই প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। বরং হাদীসে এসেছে যে, "প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাছায় পতাকা গেড়ে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা করা হবে, এই হল অমুকের বেটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।" *(সহীহ বুখারী জিযিয়া অধ্যায় বিশ্বাসঘাতকের পাপ পরিচ্ছেদ, মুসলিম জিহাদ অধ্যায় বিশ্বাসঘাতকতা হারাম পরিচ্ছেদ)* মোট কথা এই যে, কারো কোন আমল গোপন থাকবে না সেদিন।

(২০৯) অর্থাৎ, মানুষের নিকট এমন শক্তি থাকবে না যে, সে আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে। আর না কোন দিক থেকে তার এমন কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাবে, যে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

(২১০) رجع এর আভিধানিক অর্থ হল ফিরে আসা। বৃষ্টিও বারবার এবং ফিরে ফিরে আসে বলে তার জন্য رجع শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কোন কোন উলামাগণ বলেন যে, মেঘ (সূর্যের তাপে) সমুদ্রের পানি থেকে সৃষ্টি হয় অতঃপর পুনরায় সেই পানি (সমুদ্র ও) পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই জন্য বৃষ্টিকে رجع বলা হয়েছে। আরবরা পুনর্বার বৃষ্টির আশায় আশাবাদী হয়ে বৃষ্টিকে رجع বলত; যাতে বারবার বর্ষণ হতে থাকে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(২১১) অর্থাৎ, মাটি ফেটে তা হতে শস্যদানা অঙ্কুরিত হয়। মাটি ফেটে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। আর এইভাবে একদিন এমন আসবে যেদিন মাটি ফেটে সমস্ত মৃত জীব-জন্তু জীবিত হয়ে ভূগর্ভ থেকে বের হয়ে আসবে। এই জন্যই যমীন, মাটি ও পৃথিবীকে 'বিদীর্ণশীল' বলা হয়েছে। (এ ছাড়া সমুদ্রগর্ভেও বড় বড় ফাটল রয়েছে বলে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে।)

(২১২) এটা হল কসমের জওয়াব। অর্থাৎ, বিস্তারিতভাবে খুলে বর্ণনাকারী। যাতে করে হক ও বাতিল উভয়ই স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ওঠে।

(২১৩) অর্থাৎ, খেল-তামাশা এবং হাসি-ঠাট্টার বস্তু নয়। هَزل শব্দটি جِـدّ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ। অর্থাৎ এটি একটি স্পষ্ট সার্থক উদ্দেশ্য বহনকারী কিতাব। খেল-তামাশার মত নিরর্থক প্রহসনমূলক কোন কিতাব নয়।

(২১৪) অর্থাৎ, নবী ﷺ যে সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা ব্যর্থ করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করে অথবা নবী ﷺ-কে ধোকা এবং প্রতারণা দেয়। আর তাঁর মুখোমুখি এমন কথাবার্তা বলে, যা তাদের অন্তরের বিপরীত।

(২১৫) অর্থাৎ, আমি তাদের চালাকি এবং চক্রান্ত সম্বন্ধে উদাসীন নই। আমিও তাদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করি কিংবা তাদের চক্রান্তকে প্রতিহত করি। كَيـد গোপনে কৌশল অবলম্বন করাকে বলা হয়। এই কৌশল মন্দ উদ্দেশ্য হলে তা মন্দ চক্রান্ত এবং ভাল উদ্দেশ্যে হলে তা নিন্দনীয় কৌশল নয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (١٧)

১৭। অতএব অবিশ্বাসীদেরকে অবকাশ দাও,[২১৬] তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।

সূরা আ'লা[২১৭] (মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৮৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ১৯
অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (١)

১। তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[২১৮]

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢)

২। যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুসমঞ্জস করেছেন।[২১৯]

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣)

৩। এবং যিনি তকদীর (নিয়তি) নির্ধারণ করেছেন। তারপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।[২২০]

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤)

৪। এবং যিনি (চারণ-ভূমির) তৃণাদি উদ্গত করেছেন।[২২১]

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥)

৫। পরে ওকে শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত করেছেন।[২২২]

([২১৬]) অর্থাৎ, তাদের জন্য তড়িঘড়ি শাস্তি প্রার্থনা করো না; বরং তাদেরকে কিছুকাল ঢিল, সুযোগ অথবা অবকাশ দাও। এখানে رويداً শব্দটি قليلاً (কিছু পরিমাণ) অথবা قريباً (কিছু কাল) এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এই ঢিল বা অবকাশ দেওয়া কাফেরের পক্ষে এক প্রকার আল্লাহর কৌশল। যেমন তিনি বলেছেন, "আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না! আর আমি তাদেরকে ঢিল দিব, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।" *(সূরা আ'রাফ ১৮২- ১৮৩ আয়াত)*

([২১৭]) রসূল ﷺ এই সূরা এবং সূরা গাশিয়াহ দুই ঈদে এবং জুমআর নামাযে পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে বিত্র নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তেন।

মুআয ﷺ-কে যে সূরাগুলি পাঠ করার তাকীদ করা হয়েছিল, তার মধ্যে এই সূরাও ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। এর বিস্তারিত বর্ণনা সহীহ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে।

([২১৮]) ঐ সব জিনিস থেকে পবিত্র যা তাঁর জন্য শোভনীয় বা উপযুক্ত নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ এই সূরাটির প্রথম আয়াতের জওয়াবে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলতেন। *(মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ নামায অধ্যায়, নামাযে দুআর পরিচ্ছেদ শায়খ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন।)*

([২১৯]) এ ব্যাপারে দেখুন সূরা ইনফিত্বার ৭নং আয়াতের টীকা।

([২২০]) অর্থাৎ, নেকী এবং বদীর। অনুরূপ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুর পথ তিনি দেখিয়েছেন। এই পথনির্দেশ পশু-পক্ষীকেও করা হয়েছে। قدَّر শব্দের অর্থ হল প্রত্যেক বস্তুর শ্রেণী ও তার প্রকারভেদ, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ক'রে মানুষকেও তার প্রতি তিনি পথ প্রদর্শন করেছেন, যাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে।

([২২১]) যাতে চতুষ্পদ জন্তুরা চরে বেড়ায়।

([২২২]) ঘাস শুকিয়ে গেলে তাকে غُثاء বলা হয়। أحوَى শব্দের অর্থ হল কালো ক'রে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তাজা-সবুজ ঘাসকে শুকিয়ে কালো ক'রে দিয়েছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى (٦) ৬। অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না।[২২৩]

إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) ৭। আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি ব্যক্ত ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।[২২৪]

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) ৮। আমি তোমার জন্য (কল্যাণের পথকে) সহজ করে দেব।[২২৫]

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتْ الذِّكْرَى (٩) ৯। অতএব উপদেশ দাও; যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়।[২২৬]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) ১০। যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে।[২২৭]

وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى (١١) ১১। আর নিতান্ত হতভাগ্য তা উপেক্ষা করবে।[২২৮]

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ১২। সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا (١٣) ১৩। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না,[২২৯] বাঁচবেও না।

([২২৩]) জিব্রাঈল ﷺ যখন অহী (আল্লাহর প্রত্যাদেশ) নিয়ে আসতেন, তখন তা রসূল ﷺ তাড়াতাড়ি পড়তে শুরু করতেন; যাতে করে ভুলে না যান। আল্লাহ তাআলা বললেন, এত তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন নেই। অবতীর্ণকৃত অহী তোমাকে পাঠ করাবার দায়িত্ব আমার। অর্থাৎ, তোমার মুখে তা সঞ্চালিত করব; ফলে তুমি তা ভুলবে না। তবে আল্লাহ যা চাইবেন, তা ভুলে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এইরূপ চাননি। এই জন্য তাঁর সমস্ত মুখস্থ ছিল। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল এই যে, যা আল্লাহ মনসূখ (রহিত) করতে চাইবেন, তা তোমাকে ভুলিয়ে দিবেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([২২৪]) এ কথাটি ব্যাপক। 'ব্যক্ত' কুরআনের ঐ অংশকেও বলা যায়; যা নবী ﷺ মুখস্থ করে নেন। আর যা তাঁর অন্তর থেকে মুছে দেওয়া হয়, তা হল 'গুপ্ত' বিষয়। অনুরূপভাবে যা সশব্দে পড়া হয়, তা 'ব্যক্ত' এবং যা নিঃশব্দে পড়া হয়, তা 'গুপ্ত' এবং যে কাজ প্রকাশ্যে করা হয় তা 'ব্যক্ত' এবং যে কাজ গোপনে করা হয়, তা 'গুপ্ত' এ সকল বিষয়ের খবর আল্লাহ রাখেন।

([২২৫]) এ কথাটিও ব্যাপক। যেমন, আমি তোমার জন্য অহীকে সহজ ক'রে দেব, যাতে তা মুখস্থ করা এবং তার উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। তোমাকে সেই পথ প্রদর্শন করব, যা হবে সরল। যে আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে, আমি তোমার জন্য সেই আমল সহজ ক'রে দেব। আমি তোমার জন্য ঐ সমস্ত কর্ম ও কথাকে সহজ ক'রে দেব, যাতে মঙ্গল নিহিত আছে এবং আমি তোমার জন্য এমন শরীয়ত নির্ধারণ করব, যা সহজ, সরল এবং মধ্যপন্থী হবে; যার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা, কঠিনতা ও সংকীর্ণতা নেই।

([২২৬]) অর্থাৎ, সেখানে ওয়ায-নসীহত কর, যেখানে অনুমান হয় যে, তা উপকারী হবে। এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ওয়ায-নসীহত এবং শিক্ষাদানের একটি নীতি ও আদর্শ বর্ণনা করেছেন। *(ইবনে কাসীর)*

ইমাম শওকানী (রঃ)এর নিকট এর অর্থ হল এই যে, 'তুমি উপদেশ দাও; যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় অথবা না হয়।' কেননা, সতর্কীকরণ ও তবলীগ উভয় অবস্থাতেই তাঁর জন্য জরুরী ছিল। অর্থাৎ (শওকানীর মতে), أو لم تنفع বাক্য এখানে উহ্য আছে।

([২২৭]) অর্থাৎ, তোমার উপদেশ নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোকেরা গ্রহণ করবে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। আর তার মাধ্যমে তাদের মধ্যে আল্লাহ-ভীতি ও নিজেদের সংস্কার-প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাবে।

([২২৮]) অর্থাৎ, সেই উপদেশ দ্বারা তারা উপকৃত হবে না। কেননা, কুফ্‌রীতে অবিচলতা ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ তাদের মাঝে অব্যাহত থাকে।

([২২৯]) এর বিপরীতে এক শ্রেণীর (তওহীদবাদী) জাহান্নামী এমনও হবে, যারা শুধু নিজেদের কৃতপাপের শাস্তি ভোগার জন্য কিছুকাল সাময়িকভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এক প্রকার মৃত্যু দেবেন। এমনকি তারা আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। তারপর মহান আল্লাহ নবীগণের সুপারিশে তাদেরকে একদল একদল ক'রে বের করা হবে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের (হায়াত) নহরে নিক্ষেপ করা হবে। জান্নাতীগণও তাদের উপর পানি ঢালবেন। তখন তারা এতে এমন সজীব হয়ে উঠবে যেমন শস্যদানা স্রোতবাহিত আবর্জনার উপর অঙ্কুরিত হয়ে উদ্‌গত হয়। *(সহীহ মুসলিম ঈমান অধ্যায়, শাফাআত প্রমাণ এবং জাহান্নাম থেকে একত্ববাদীদের বের হওয়া পরিচ্ছেদ।*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)
১৪। নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।[২৩০]

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)
১৫। এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে।

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦)
১৬। বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক।

وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧)
১৭। অথচ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী।[২৩১]

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى (١٨)
১৮। নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (বিদ্যমান) আছে।

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩)
১৯। ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।

সূরা গাশিয়াহ[২৩২] (মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৮৮, আয়াত সংখ্যা ঃ ২৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)
১। তোমার কাছে কি সমাচ্ছন্নকারী (কিয়ামতে)র সংবাদ এসেছে?[২৩৩]

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢)
২। সেদিন বহু মুখমন্ডল হবে লাঞ্ছিত;[২৩৪]

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣)
৩। কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত।[২৩৫]

تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً (٤)
৪। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে।

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (٥)
৫। তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে (পানি) পান করানো হবে।[২৩৬]

([২৩০]) অর্থাৎ, যে নিজের আত্মাকে নোংরা আচরণ থেকে এবং অন্তরকে শির্ক ও পাপাচারের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে।

([২৩১]) কেননা, পৃথিবী এবং তার সমস্ত বস্তু ধ্বংসশীল। পক্ষান্তরে পরকালের জীবনই হল চিরস্থায়ী জীবন। বলা বাহুল্য, জ্ঞানী ব্যক্তি কোন দিন চিরস্থায়ী বস্তুর উপর ধ্বংসশীল ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয় না।

([২৩২]) কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী ﷺ জুমআর নামাযে সূরা জুমআর সাথে সূরা গাশিয়াহও পাঠ করতেন। *(মুঅত্তা ইমাম মালিক জুমআর নামাযে সূরা পড়ার পরিচ্ছেদ)*

([২৩৩]) هَلْ শব্দটি قَدْ শব্দের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (অর্থাৎ, অবশ্যই তোমার কাছে সমাচ্ছন্নকারী কিয়ামতের সংবাদ এসেছে।) غَاشِيَة (সমাচ্ছন্নকারী) বলে কিয়ামতকে বোঝানো হয়েছে। এই জন্য যে, তার ভয়াবহতা সারা সৃষ্টিকে সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে।

([২৩৪]) অর্থাৎ, কাফেরদের মুখমন্ডল। خَاشِعَة অর্থ হল অবনত, বিনীত বা লাঞ্ছিত। যেমন, নামাযী নামাযের অবস্থায় আল্লাহর সামনে মিনতির সাথে বিনীত থাকে।

([২৩৫]) نَاصِبَة ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। অর্থাৎ, তাদের আযাব এমন কষ্টদায়ক হবে যে, তাতে তাদের অবস্থা খুবই করুণ হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ এটাও নেওয়া যেতে পারে যে, দুনিয়াতে আমল ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, তারা অনেক অনেক আমল করেছে। কিন্তু সে সব আমল বাতিল ধর্ম অনুযায়ী অথবা বিদআত ভিত্তিক হবে। আর এ জন্যই 'ইবাদত' ও 'ক্লান্তকর আমল' মওজুদ থাকা সত্ত্বেও তারা জাহান্নামে যাবে। এই অর্থানুযায়ী ইবনে আব্বাস ﷺ عَامِلَة نَاصِبَة শব্দ থেকে উদ্দেশ্য 'খ্রিষ্টান' বুঝিয়েছেন। *(সহীহ বুখারী সূরা গাশিয়ার ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ)*

([২৩৬]) এখানে 'উত্তপ্ত পানি' বলে অত্যন্ত গরম ফুটন্ত পানিকে বোঝানো হয়েছে, যার উষ্ণতা শেষ পর্যায়ে পৌঁছে থাকে। *(ফতহুল ক্বাদীর)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৬। তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত কোন খাদ্য নেই।[২৩৭]	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (٦)
৭। যা পুষ্ট করে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করে না।	لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٧)
৮। (পক্ষান্তরে) বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল।	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (٨)
৯। নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতুষ্ট।	لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩)
১০। (তারা স্থান পাবে) সমুন্নত জান্নাতে।	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠)
১১। সেখানে তারা কোন অসার বাক্য শুনবে না।	لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً (١١)
১২। সেখানে আছে প্রবহমান ঝরনা।	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢)
১৩। সেখানে রয়েছে সমুচ্চ বহু খাট-পালঙ্ক।	فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (١٣)
১৪। এবং সদা প্রস্তুত পান পাত্রসমূহ।	وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (١٤)
১৫। ও সারি সারি বালিশসমূহ।	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥)
১৬। এবং বিছানো গালিচাসমূহ।[২৩৮]	وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (١٦)
১৭। তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে?[২৩৯]	أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧)
১৮। এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে উর্ধ্বে উত্তোলন করা হয়েছে?[২৪০]	وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨)
১৯। এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে?[২৪১]	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩)

([২৩৭]) ضَرِيع এক প্রকার কাঁটাদার বৃক্ষ যা শুকিয়ে গেলে পশুরাও ভক্ষণ করতে অপছন্দ করে। মোট কথা, এটাও যাক্কুমের মত এক প্রকার অতি তিক্ত, বদমজাদার এবং অতি অপবিত্র নোংরা খাবার হবে। যা ভক্ষণ করলে জাহান্নামীদের না শরীর পুষ্ট হবে, আর না তাদের ক্ষুধা নিবারণ হবে।

([২৩৮]) এখান থেকে জান্নাতীদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যারা জাহান্নামীদের বিপরীত অত্যন্ত সুখময় অবস্থা এবং নানান ধরনের আরাম-আয়েশে পরিপূর্ণ জীবন লাভ করবে। عَين শব্দটি হল শ্রেণীবাচক। অর্থাৎ, (একটি নয় বরং) একাধিক ঝরনা হবে। نَمَـارِق অর্থ হল বালিশ। زَرَابِي মানে আসন, গালিচা, গদি ও বিছানা। مَبْثُوثَة মানে বিছানো বা ছড়ানো। অর্থাৎ, এ সব আসন বিভিন্ন জায়গায় বিছানো থাকবে। জান্নাতীরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে আরাম করতে পারবে।

([২৩৯]) উট আরব দেশে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। আরবের অধিকাংশ যানবাহন ছিল এই উট। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, এই জন্তুর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর। তাকে কত বৃহৎ আকারের দেহ দান করেছি। আর কত শক্তি তার মধ্যে রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা তোমাদের জন্য নম্র ও তোমাদের অনুগত। তোমরা তার উপর যত চাও বোঝা রাখ, সে তা বহন করতে অস্বীকার করে না; তোমাদের অধীনস্থই থাকে। এ ছাড়াও তার মাংস খাবার ও তার দুধ পান করার কাজে আসে এবং তার পশম দ্বারা গরমের পোশাক প্রস্তুত হয়ে থাকে।

([২৪০]) অর্থাৎ, আকাশকে বহু উঁচুতে রাখা হয়েছে। পাঁচশত বছরের দূরত্বের পথ; তা বিনা খুঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে কোন ফাটল ও বক্রতা নেই। পরন্তু তাকে আমি নক্ষত্র দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি।

([২৪১]) অর্থাৎ, কেমনভাবে তাকে পৃথিবীর উপর পেরেক স্বরূপ গেড়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে পৃথিবী নড়া-চড়া না করতে পারে। এ ছাড়া এতে আছে খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য উপকারিতা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠)

২০। এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?[২৪২]

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١)

২১। অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক; তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র।[২৪৩]

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (٢٢)

২২। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।[২৪৪]

إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣)

২৩। তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও অবিশ্বাস করলে;

فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ (٢٤)

২৪। আল্লাহ তাকে কঠোর দন্ডে দন্ডিত করবেন।[২৪৫]

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥)

২৫। নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)

২৬। অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমারই উপর।[২৪৬]

সূরা ফাজ্‌র (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৮৯, আয়াত সংখ্যা ঃ ৩০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالْفَجْرِ (١)

১। শপথ ফজরের।[২৪৭]

وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢)

২। শপথ দশ রাত্রির।[২৪৮]

([২৪২]) কেমনভাবে তাকে সমতল বানিয়ে মানুষের বসবাসের উপযোগী করা হয়েছে। তাতে মানুষ চলা-ফেরা ও কাজ-কারবার করে এবং আকাশ-চুম্বি উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ ক'রে থাকে।

([২৪৩]) অর্থাৎ, আপনার দায়িত্ব হল কেবলমাত্র স্মরণ করানো, উপদেশ দেওয়া, তবলীগ করা ও দাওয়াত দেওয়া। এর অতিরিক্ত অন্য কিছু নয়।

([২৪৪]) সুতরাং ঈমান আনার জন্য তাদেরকে বাধ্য করতে পার না। কোন কোন উলামাগণ বলেন যে, এটা হল হিজরতের পূর্বেকার নির্দেশ; যা জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। কেননা, এর পর নবী ﷺ বলেছেন, "আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই' বলে সাক্ষ্য দেয়। অতএব যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার হাত হতে ইসলামী হক ছাড়া তাদের জান-মালকে বাঁচিয়ে নেবে। আর (যে ব্যাপারে আমাদের অজানা সে ব্যাপারে) তাদের হিসাব আল্লাহর উপর। *(সহীহ বুখারী যাকাত ওয়াজেব হওয়ার পরিচ্ছেদ, মুসলিম ঈমান অধ্যায়)*

([২৪৫]) আর তা হল, জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব।

([২৪৬]) প্রসিদ্ধি যে, এই সূরার জওয়াবে 'আল্লাহুম্মা হা-সিব্‌না হিসা-বাঁই য়্যাসীরা' দুআ পড়া হয়। এই দুআটি নবী ﷺ কর্তৃক পড়ার কথা প্রমাণ আছে, যা তিনি কোন কোন নামাযে পড়তেন। যেমন, সূরা ইনশিক্কাক্বে এটা পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এই সূরাটির (শেষ আয়াতের) জওয়াবে এই দুআটি পড়ার কথা নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।

([২৪৭]) এর দ্বারা সাধারণ ফজর বোঝান হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট দিনের ফজর উদ্দেশ্য নয়।

([২৪৮]) অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেন, 'দশ রাত্রি' বলতে যুলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রিকে বোঝানো হয়েছে। যার গুরুত্ব হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন, "যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের কৃত আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই। (সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন ব্যক্তির (আমল) যে নিজের জান-মালসহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সাথে নিয়ে সে ফিরে আসে না। *(বুখারী আইয়্যামে তাশরীক দিনের আমলের ফযীলত পরিচ্ছেদ, আবু দাউদ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣)

৩। শপথ জোড় ও বেজোড়ের।[২৪৯]

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤)

৪। এবং শপথ রাত্রির, যখন তা গত হতে থাকে।[২৫০]

هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥)

৫। নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্যে।[২৫১]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦)

৬। তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক আ'দ জাতির সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন;[২৫২]

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧)

৭। সুদীর্ঘ দেহের অধিকারী ইরাম গোত্রের সাথে?[২৫৩]

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨)

৮। যার সমতুল্য জাতি অন্য কোন দেশে সৃষ্টি হয়নি।[২৫৪]

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩)

৯। এবং সামূদ জাতির সাথে? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?[২৫৫]

([২৪৯]) এর দ্বারা জোড় এবং বিজোড় সংখ্যা অথবা জোড় এবং বিজোড় সংখ্যক বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আসলে এটা সৃষ্টির কসম। এই জন্য যে, সৃষ্টি জোড় অথবা বিজোড় হয়; অন্য কিছু নয়। *(আয়সারুত তাফাসীর)*

([২৫০]) অর্থাৎ, রাত যখন আগত হয় এবং যখন বিদায় নেয়। কেননা, سَـير (চলা) শব্দটি আসা যাওয়া উভয় অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

([২৫১]) ذٰلـك (এর) বলে উল্লিখিত যে সকল বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই সমস্ত বস্তুর কসম বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? حِجـر শব্দের অর্থ হল বাধা দেওয়া, মানা করা। যেহেতু মানুষের জ্ঞান মানুষকে অশ্লীল কর্ম থেকে বাধা প্রদান করে। এই জন্য আকল (জ্ঞান)কেও হিজ্‌র বলা হয়। যেমন একই অর্থের দিকে খেয়াল রেখে জ্ঞানকে نُهية ও বলা হয়। কসমের জওয়াব অথবা যার উপর কসম খাওয়া হয়েছে তার জওয়াব হল لَتُبعَـثُن (অর্থাৎ, অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে)। কেননা, মক্কী সূরাসমূহে আকীদা সংশুদ্ধির প্রতি অধিকাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কসমের জওয়াব হল কয়েক আয়াতের পর এই বাক্য; "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।" আগে প্রমাণস্বরূপ কিছু সংখ্যক জাতির কথা উল্লেখ করলেন; যারা মিথ্যারোপ ও ঔদ্ধত্য করার কারণে ধ্বংস হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হল মক্কাবাসীকে সতর্ক করা যে, যদি তোমরাও রসূল ﷺ এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা থেকে ফিরে না এস, তাহলে তোমাদের পরিণামও ঐরূপ হবে; যেমন পূর্বেকার লোকেদের হয়েছিল।

([২৫২]) তাদের প্রতি হূদ ﷺ-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা তাঁকে মিথ্যা ভাবল, অবশেষে প্রচন্ড ঝড়ো-হাওয়ার কঠিন আযাব তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলল। নিরবচ্ছিন্নভাবে সাত রাত এবং আট দিন পর্যন্ত এই আযাব তাদের উপর অটল ছিল। *(সূরা হাক্কাহ ৬-৮ আয়াত)* যা তাদেরকে তছনছ করে ফেলেছিল।

([২৫৩]) إِرَم শব্দটি عاد শব্দের (আরবী ব্যাকরণে বিবরণব্যঞ্জক) আতফে বায়ান অথবা বদল। ইরাম আদ জাতির পিতামহের (দাদার) নাম ছিল। তাদের বংশতালিকা এইরূপ ছিল 'আদ বিন আউস বিন ইরাম বিন সাম বিন নূহ।*(ফাতহুল ক্বাদীর)* এর উদ্দেশ্য এ কথা স্পষ্ট করা যে, এ ছিল প্রথম আদ (হূদ জাতি)। ذات العماد (স্তম্ভ-ওয়ালা) বলে তাদের ক্ষমতা, শক্তিমত্তা ও দৈহিক দীর্ঘতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও তারা অট্টালিকা নির্মাণ কর্মেও পটু ছিল। তারা মজবুত ভিত্তি ক'রে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করত। ذات العماد এ উক্ত উভয় অর্থই শামিল হতে পারে।

([২৫৪]) অর্থাৎ, এমন সুদীর্ঘ দেহী, বলবান ও শক্তিশালী আর কোন জাতি সৃষ্টি হয়নি। এই জাতি গর্ব ক'রে বলত যে, 'আমাদের থেকে অধিক শক্তিশালী আর কারা আছে।' *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৫ আয়াত)*

([২৫৫]) এরা স্বালেহ ﷺ-এর জাতি ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাথর খোদাই কাজের বিশেষ দক্ষতা ও ক্ষমতা দান করেছিলেন। এমনকি তারা পাহাড়কে কেটে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করত। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, " তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ।" *(সূরা শুআরা ১৪৯ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ (١٠)

১০। এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের সাথে?[২৫৬]

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (١١)

১১। যারা দেশের মধ্যে উদ্ধত আচরণ করেছিল।

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢)

১২। অনন্তর সেখানে তারা বিপর্যয় বৃদ্ধি করেছিল।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣)

১৩। ফলে তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির চাবুক হানলেন।[২৫৭]

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)

১৪। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[২৫৮]

فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥)

১৫। মানুষ তো এরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন, পরে তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ ও সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।'[২৫৯]

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦)

১৬। এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তারপর তার রুযী সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।'[২৬০]

كَلاَّ بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧)

১৭। না, কখনই নয়।[২৬১] বস্তুতঃ তোমরা পিতৃহীনকে সমাদর কর না।[২৬২]

وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨)

১৮। এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

([২৫৬]) ذي الأوتاد এর আসল অর্থ ঃ গোঁজ বা কীলক-ওয়ালা। এর মর্মার্থ এই যে, ফিরআউন বিশাল সংখ্যক সেনাবাহিনীর অধিপতি ছিল। যার ছিল অনেক অনেক শিবির বা তাঁবু; যা মাটিতে কীলক গেড়ে টাঙ্গানো হত। অথবা এর দ্বারা তার অত্যাচার ও যুলুমবাজির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু সে কীলক বা পেরেক দ্বারা মানুষকে শাস্তি দিত। *(ফাতহুল কাদীর)*

([২৫৭]) অর্থাৎ, তাদের উপর আকাশ হতে তাঁর আযাব অবতীর্ণ ক'রে তাদেরকে ধ্বংস করলেন অথবা তাদেরকে উপদেশমূলক পরিণাম প্রদর্শন করলেন।

([২৫৮]) অর্থাৎ, সমস্ত সৃষ্টির কর্মাকর্ম তিনি পরিদর্শন করছেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি ইহ-পরকালে প্রতিফল দেবেন।

([২৫৯]) অর্থাৎ, যখন আল্লাহ কাউকে রুযী ও ধন-দৌলতের প্রাচুর্য দান করেন, তখন সে নিজের ব্যাপারে ভুল ধারণার স্বীকার হয়ে মনে করে যে, আল্লাহ তার প্রতি বড় অনুগ্রহশীল। অথচ এ প্রাচুর্য তাকে পরীক্ষাস্বরূপ দান করা হয়।

([২৬০]) অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তাকে (রুযী-রোযগারের) সংকীর্ণতায় ফেলে পরীক্ষা করেন, তখন সে তাঁর ব্যাপারে কুধারণা প্রকাশ ক'রে থাকে।

([২৬১]) অর্থাৎ, ব্যাপার এমন নয়, যেমন লোকেরা ধারণা ক'রে থাকে। আল্লাহ তাআলা মাল-ধন নিজ প্রিয় বান্দাদেরকে দান ক'রে থাকেন এবং অপ্রিয় বান্দাদেরকেও। আবার তাদের উভয়কে সংকীর্ণতাতেও ফেলে থাকেন। উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর আনুগত্য জরুরী। অতএব বান্দার উচিত, তিনি মাল-ধন দান করলে তাঁর কৃতজ্ঞতা করা এবং সংকীর্ণতা দিলে ধৈর্য ধারণ করা।

([২৬২]) অর্থাৎ, তাদের সাথে সেই সুন্দর আচরণ করা হয় না, যা তাদের প্রাপ্য। নবী ﷺ বলেছেন, "সেই গৃহ সব থেকে উত্তম যে গৃহে অনাথের সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। আর সব থেকে খারাপ গৃহ সেটা, যে গৃহে অনাথের সাথে মন্দ ব্যববহার করা হয়।" অতঃপর তিনি ﷺ নিজ (তর্জনী ও মধ্যমা) আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, "আমি এবং অনাথের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এইভাবে পাশাপাশি অবস্থান করব; যেমন এই দুটি আঙ্গুল মিলিত আছে।" *(আবু দাউদ আদব অধ্যায়, অনাথকে শামিল করার পরিচ্ছেদ) (প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীসের প্রথমাংশ আবূ দাউদে নেই এবং সেটা যয়ীফও। অবশ্য শেষাংটি আবূ দাউদ তথা বুখারী শরীফেও আছে। -সম্পাদক)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمًّا (١٩)

১৯। এবং উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে থাক।[২৬৩]

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠)

২০। এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালোবেসে থাক।[২৬৪]

كَلاَّ إِذَا دُكَّتْ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١)

২১। না এটা সঙ্গত নয়![২৬৫] যখন পৃথিবীকে ভেঙ্গে পূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢)

২২। এবং যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন আর সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণও (সমুপস্থিত হবে)।[২৬৬]

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣)

২৩। সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে[২৬৭] এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে; কিন্তু তার উপলব্ধি কি কোন কাজে আসবে?[২৬৮]

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤)

২৪। সে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!'[২৬৯]

فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥)

২৫। সেদিন তাঁর (আল্লাহর) শাস্তির মত শাস্তি অন্য কেউ দিতে পারবে না।

وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦)

২৬। এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ বাঁধতে পারবে না।[২৭০]

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧)

২৭। হে উদ্বেগশূন্য চিত্ত!

([২৬৩]) অর্থাৎ, যে কোন উপায়েই লাভ হোক; চাহে হালাল উপায়ে অথবা হারাম উপায়ে। لَمًّا শব্দের অর্থ হল جَمعاً অর্থাৎ, সম্পূর্ণরূপে।

([২৬৪]) جَمّا অর্থ হল كَثِيراً অর্থাৎ, অত্যধিক।

([২৬৫]) অথবা তোমাদের আমল এমন হওয়া উচিত নয় যেমন উল্লেখ হয়েছে। কেননা, এক সময় আসবে "যখন ------।"

([২৬৬]) বলা হয় যে, কিয়ামতের দিন যখন ফিরিশ্তাগণ আসমান হতে নিচে অবতরণ করবেন, তখন প্রত্যেক আসমানের ফিরিশ্তাদের আলাদা আলাদা কাতার বা সারি হবে। এইরূপ সাতটি কাতার হবে যাঁরা সারা পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে নেবে।

([২৬৭]) ৭০ হাজার লাগামে জাহান্নাম বাঁধা থাকবে। আর প্রতিটি লাগামে ৭০ হাজার ক'রে ফিরিশ্তা নিযুক্ত থাকবেন এবং সেদিন তাঁরা তা টেনে আনয়ন করবেন। *(সহীহ মুসলিম জান্নাতের বিবরণ অধ্যায়, জাহান্নামে অগ্নির উষ্ণতা ও গভীরতার পরিচ্ছেদ)*

জাহান্নামকে আরশের বাম দিকে উপস্থিত করা হবে। তা দেখে সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ও আম্বিয়া (আঃ)গণ হাঁটু গেড়ে লুটিয়ে পড়বেন। আর 'ইয়া রাব্ব! নাফ্সী নাফ্সী' বলতে থাকবেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([২৬৮]) অর্থাৎ, এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে মানুষের চোখ খুলে যাবে এবং নিজ কুফ্র ও কৃতপাপের জন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু সেদিন লজ্জিত হয়ে, উপলব্ধি ক'রে উপদেশ গ্রহণ করলেও কোন উপকার হবে না।

([২৬৯]) এই বলে আফসোস ও আক্ষেপ উক্ত লজ্জা ও লাঞ্ছনারই অংশবিশেষ। কিন্তু সেদিন তা কোন উপকারে আসবে না।

([২৭০]) এই জন্য যে, সেদিন সমস্ত প্রকার ইচ্ছা ও এখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহরই হাতে হবে। অন্য কারো তাঁর সামনে কিছু করবার ক্ষমতা থাকবে না। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো সুপারিশ পর্যন্তও করতে পারবে না। এই অবস্থায় কাফেরদের যে আযাব হবে এবং যেভাবে তারা আল্লাহর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, তার কল্পনাও করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়; তা অনুমান করা তো দূরের কথা। এ অবস্থা তো যালেম ও অপরাধীদের হবে। পক্ষান্তরে ঈমানদার এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাগণের অবস্থা হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত; যেমন পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨)

২৮। তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট[২৭১] ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩)

২৯। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও।

وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)

৩০। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

সূরা বালাদ (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৯০, আয়াত সংখ্যা ঃ ২০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١)

১। শপথ করছি এই (মক্কা) নগরের।[২৭২]

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢)

২। আর তুমি এই নগরের অধিবাসী (বা বৈধতার অধিকারী হবে)।[২৭৩]

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣)

৩। শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে তার।[২৭৪]

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ (٤)

৪। অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি বিপদ-কষ্টের মধ্যে।[২৭৫]

([২৭১]) অর্থাৎ, তাঁর প্রতিদান, পুরস্কার ও ঐ সুখ-সামগ্রীর নিকট ফিরে এস; যা তিনি নিজ (নেক) বান্দার জন্য জান্নাতে প্রস্তুত রেখেছেন। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন এ কথা বলা হবে। আবার কেউ বলেন যে, মৃত্যুর সময় ফিরিশ্তাগণ বান্দাকে এ কথা বলে সুসংবাদ দেন। এই প্রকার কিয়ামতের দিনেও তাদেরকে বলা হবে, যা আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীর (রঃ) ইবনে আসাকেরের হাওয়ালায় বলেন যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে এই দুআটি পড়ার আদেশ দিয়েছেন ঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা নাফসান বিকা মুত্মাইন্নাহ, তু'মিনু বিলিকায়িকা অতারযা বিক্বাযা-য়িকা অতাক্বনাউ বিআত্বা-য়িক।' *(ইবনে কাসীর) (এটি সহীহ নয়। দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪০৬০নং -সম্পাদক)*

([২৭২]) নগর বলে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবী ﷺ মক্কাতেই অবস্থিত ছিলেন। তাঁর জন্মস্থানও ছিল মক্কা শহর। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ-এর জন্মস্থান এবং বাসস্থানের কসম খেয়েছেন। যার কারণে তার অতিরিক্ত মর্যাদার কথা সুস্পষ্ট হয়।

([২৭৩]) এতে সেই সময়কার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যখন মক্কা বিজয় হয়। সে সময় আল্লাহ তাআলা হারাম শহরে নবী ﷺএর জন্য লড়াই-ঝগড়া বৈধ করে দিয়েছিলেন। অথচ সেখানে ঝগড়া-লড়ায়ের কোন প্রকার অনুমতি নেই। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, "এই শহরকে আল্লাহ সেই সময় থেকে হারাম (নিষিদ্ধ ঘোষণা) করেছেন, যে সময়ে তিনি আকাশ-পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব আল্লাহর এই হারাম-এর বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকবে। এই স্থানের গাছ কাটা যাবে না এবং কাঁটা তুলে ফেলা হবে না। তবে আমার জন্য মাত্র দিনের কিছু সময়ের জন্য তা হালাল করা হয়েছিল। পুনরায় আজ সেই নিষেধাজ্ঞা ফিরে এল যেমন গতকাল ছিল। এবার কেউ যদি যুদ্ধ করার ব্যাপারে আমার যুদ্ধকে দলীলরূপে পেশ করে তাহলে তাকে বল, আল্লাহ তো তাঁর রসূল ﷺ-কে ক্ষণেকের জন্য এই অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমাকে তো এ অনুমতি দেওয়া হয়নি।" *(সহীহ বুখারী শিক্ষা অধ্যায়, মুসলিম হজ্জ অধ্যায়, মক্কার হারাম পরিচ্ছেদ)* এই কথা খেয়াল ক'রে আয়াতের অর্থ হবে ঃ "আর তুমি (ভবিষ্যতে) এই নগরের বৈধতার অধিকারী হবে।" কিছু উলামা এর অর্থ করেছেন ঃ "আর তুমি এই নগরের অধিবাসী।" কিন্তু ইমাম শওকানী বলেন, এই অর্থ তখন সঠিক হবে, যখন আরবী ভাষায় এ কথা প্রমাণিত হবে যে, حِلّ বাস করার অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। আর এ আয়াতটি বাগ্ধারার মাঝে পৃথক বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

([২৭৪]) কোন কোন উলামাগণ বলেছেন যে, এ থেকে আদম ﷺ ও তাঁর সন্তান-সন্ততি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আবার কেউ বলেন, এ শব্দটা হল ব্যাপক; অর্থাৎ প্রত্যেক পিতা এবং সন্তান-সন্ততি এর অন্তর্ভুক্ত।

([২৭৫]) অর্থাৎ, মানুষের জীবন পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। ইমাম ত্বাবারী এই অর্থকেই গ্রহণ করেছেন। আর এ বাক্যটি হল কসমের জবাব।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥)

৫। সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?[২৭৬]

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً (٦)

৬। সে বলে, 'আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি।'[২৭৭]

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧)

৭। সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউই দেখে নি?[২৭৮]

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨)

৮। আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি চক্ষুযুগল?[২৭৯]

وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ (٩)

৯। আর জিহ্বা ও ওষ্ঠাধর?[২৮০]

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠)

১০। এবং আমি কি তাকে দুটি পথ দেখাই নি?[২৮১]

فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١)

১১। কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করল না।[২৮২]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢)

১২। কিসে তোমাকে জানাল, গিরি সংকট কি?

فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)

১৩। তা হচ্ছে ক্রীতদাসকে মুক্তি প্রদান।

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤)

১৪। অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান।

يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥)

১৫। পিতৃহীন আত্মীয়কে।

([২৭৬]) অর্থাৎ, কেউ তাকে পাকড়াও করার শক্তি রাখে না।

([২৭৭]) لُبَدً শব্দের অর্থ হল প্রচুর বা রাশি রাশি। অর্থাৎ, সে দুনিয়ার ব্যাপারে এবং ফালতু কাজে অনেকানেক পয়সা ব্যয় করে অতঃপর গর্বের সাথে লোকের কাছে তা বলে বেড়ায়। (অথবা সে দ্বীনের ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করে, অতঃপর আক্ষেপের সাথে লোকের কাছে তা বলে বেড়ায়। -সম্পাদক)

([২৭৮]) এমনিভাবেই আল্লাহর নাফরমানীতে অটল থেকে মাল খরচ করে আর ভাবে যে, তার পরিদর্শনকারী কেউ নেই। অথচ আল্লাহ সবই দেখছেন এবং সে ব্যাপারে তাকে তিনি সাজা দেবেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা কিছু নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন; যাতে এমন মানুষেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

([২৭৯]) যার দ্বারা সে দর্শন ক'রে থাকে।

([২৮০]) জিহ্বা দ্বারা সে কথা বলে এবং নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। আর ওষ্ঠাধর (দুই ঠোঁট) দ্বারা সে বলা এবং খাওয়ার কাজে সহযোগিতা নিয়ে থাকে। এ ছাড়া এগুলো তার চেহারা ও মুখমন্ডলের সৌন্দর্যের বিশেষ কারণও বটে।

([২৮১]) অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ, ঈমান ও কুফর, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উভয় প্রকার পথই দেখিয়েছি। যেমন, তিনি বলেন "আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।" *(সূরা দাহার ৩ আয়াত)*

نَجْدً শব্দের অর্থ হল উঁচু জায়গা। এই জন্য কিছু সংখ্যক আলেমগণ এর অনুবাদ করেছেন, আমি মানুষকে (মায়ের) দুই স্তনের প্রতি পথনির্দেশ করেছি। অর্থাৎ, সে স্তন্যপান করার জগতে (শিশু অবস্থায়) সেখান হতে নিজের আহার অর্জন করুক। কিন্তু প্রথমত অর্থটাই অধিক শুদ্ধ।

([২৮২]) عقبة বলা হয় পাহাড়ের মাঝে মাঝে রাস্তা বা গিরিপথকে। সাধারণতঃ এ পথ বড় দুস্তর, দুরতিক্রম্য ও সংকটময় হয়। এটি মানুষের সেই শ্রম ও কষ্টকে স্পষ্ট ক'রে বুঝাবার জন্য একটি উদাহরণ; যা নেক কাজ করার পথে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং মনের কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে করতে হয়। যেমন পাহাড়ের ঐ পথে চড়া অত্যন্ত কঠিন, তেমনি তার নেক কাজ করাও বড় সুকঠিন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦)

১৬। অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে।[২৮৩]

ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧)

১৭। তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাদের যারা ঈমান আনে[২৮৪] এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের।[২৮৫]

أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨)

১৮। তারাই হল সৌভাগ্যবান।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩)

১৯। পক্ষান্তরে যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হল হতভাগ্য।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (٢٠)

২০। তাদের উপরই রয়েছে অবরুদ্ধ অগ্নি।[২৮৬]

সূরা শাম্‌স (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৯১, আয়াত সংখ্যা ঃ ১৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)

১। শপথ সূর্যের এবং তার (দিনের প্রথম ভাগের) কিরণের।[২৮৭]

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا (٢)

২। শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।[২৮৮]

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا (٣)

৩। শপথ দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে।[২৮৯]

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (٤)

৪। শপথ রজনীর, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে।[২৯০]

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥)

৫। শপথ আকাশের এবং তার নির্মাণ কৌশলের।[২৯১]

([২৮৩]) يوم ذي مَسْغَبَة অর্থাৎ ঃ ক্ষুধার দিন। ذا متربة মাটি-মাখা বা ধূলায় লুণ্ঠিত। অর্থাৎ, যে দারিদ্র্যের কারণে মাটি বা ধূলার উপর পড়ে থাকে। তার নিজ ঘর-বাড়ি বলেও কিছু থাকে না। মোট কথা হল যে, কোন ক্রীতদাস স্বাধীন করা, কোন ক্ষুধার্ত আত্মীয় অনাথ কিংবা মিসকীনকে খাবার দান করা গিরিপথে চলার মত কঠিন কাজ। যার দ্বারা মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করতে পারে। অনাথের তত্ত্বাবধান করা এমনিতেই বিরাট পুণ্যের কাজ। কিন্তু যদি সে আত্মীয় হয়, তাহলে তার তত্ত্বাবধান করায় আছে দ্বিগুণ সওয়াব; এক সদকা করার সওয়াব এবং দুই আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ও তার হক আদায় করার সওয়াব। অনুরূপ ক্রীতদাস স্বাধীন করারও বড় ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল কোন ঋণী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ ক'রে দেওয়াও এক প্রকার ঐ শ্রেণীরই কাজ। অর্থাৎ, সে কাজও এক প্রকার فكّ رَقَبة ।

([২৮৪]) এ থেকে জানা গেল যে, উল্লিখিত সৎকর্ম তখনই উপকারী ও পরকালের সুখের কারণ হবে, যখন তার কর্তা ঈমানদার হবে।

([২৮৫]) ঈমানদারদের একটা গুণ এই যে, তারা একে-অপরকে ধৈর্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপদেশ দেয়।

([২৮৬]) مؤصَدَة এর অর্থ হল مُعلَّقَة অর্থাৎ বন্ধ। তার মানে হল, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ ক'রে তার চতুর্দিক বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। যাতে প্রথমতঃ আগুনের সম্পূর্ণ তাপ তাদেরকে পৌঁছে এবং দ্বিতীয়তঃ সেখান হতে পলায়ন ক'রে কোথাও যেতে না পারে।

([২৮৭]) চাশ্তের সময় অথবা সূর্যের কিরণের কসম। অথবা 'যুহা' বলতে দিনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সূর্য এবং দিনের কসম।

([২৮৮]) অর্থাৎ, যখন সূর্যাস্তের পরে পরেই চন্দ্র উদয় হয়। যেমন, মাসের প্রথম পক্ষে হয়ে থাকে।

([২৮৯]) অথবা অন্ধকারকে দূরীভূত করে। 'অন্ধকার' শব্দের উল্লেখ তো পূর্বে নেই; তবে বাগ্‌ধারার ইঙ্গিতে তা বোঝা যায়।

([২৯০]) অর্থাৎ, সূর্যকে আছন্ন ক'রে ফেলে এবং চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে আসে।

([২৯১]) অথবা সেই সত্তার কসম, যিনি তা নির্মাণ করেছেন। এ অর্থে ما শব্দ مَن শব্দের অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦)

৬। শপথ পৃথিবীর এবং তার বিস্তীর্ণতার।[২৯২]

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧)

৭। শপথ আত্মার এবং তার সুঠাম গঠনের।[২৯৩]

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨)

৮। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্মও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।[২৯৪]

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)

৯। সে সফলকাম হবে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করবে।[২৯৫]

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)

১০। এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে।[২৯৬]

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١)

১১। সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ (সত্যকে) মিথ্যা জ্ঞান করল।[২৯৭]

إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢)

১২। তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল।[২৯৮]

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا (١٣)

১৩। তখন আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলল, 'আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও।'[২৯৯]

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ

১৪। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। অতঃপর ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করল।[৩০০] সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক

([২৯২]) অথবা যিনি তাকে বিস্তীর্ণ করেছেন।

([২৯৩]) অথবা যিনি তাকে সুঠাম বানিয়েছেন। তাকে সুঠাম বানিয়েছেন অর্থ হল তাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপযুক্ত বানিয়েছেন। তাকে বিশ্রী বা বেঢঙ্গের বানাননি।

([২৯৪]) 'জ্ঞানদান করা'র এক অর্থ এই যে, তিনি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে আম্বিয়াগণ ও আসমানী কিতাব দ্বারা ভাল-মন্দ চিনিয়ে দিয়েছেন। অথবা এর অর্থ যে, তার মস্তিষ্ক ও প্রকৃতিতে ভাল-মন্দ, নেকী-বদীর অনুভূতি প্রদান করেছেন। যাতে সে নেকীর পথ অবলম্বন করে এবং বদীর পথ হতে দূরে থাকে।

([২৯৫]) অর্থাৎ, যে আত্মাকে শির্ক, অবাধ্যতা থেকে এবং চারিত্রিক অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করবে, সে পরকালে সফলতা ও মুক্তি লাভ করবে।

([২৯৬]) অর্থাৎ, আত্মাকে যে কলুষিত ও ভ্রষ্ট করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। دسّ শব্দটি تَدسِيس শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ হল, এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে লুকিয়ে ফেলা। সুতরাং এখানে دساها এর অর্থ হল, যে নিজের আত্মাকে লুকিয়ে ফেলল এবং অনর্থক ছেড়ে দিল এবং তাকে আল্লাহর আনুগত্য এবং নেক আমল দ্বারা প্রকাশ করল না।

([২৯৭]) طغيان সেই অবাধ্যতাকে বলে, যা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সেই অবাধ্যতাই তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

([২৯৮]) যার নাম মুফাস্‌সিরগণ 'কুদ্দার বিন সালেফ' বলেছেন। সে এমন দুষ্কর্ম করল যার কারণে সে হতভাগ্যদের সর্দার হয়ে গেল। সে ছিল সর্বাধিক বড় বদমাশ ও হতভাগা।

([২৯৯]) অর্থাৎ, সেই উটনীর যেন কোন ক্ষতি না করে। এইরূপ তার পানি পান করার যে দিন ধার্য্য আছে, তাতেও যেন কোন গড়বড় না করা হয়। উটনী ও সামূদ জাতি উভয়ের জন্য পানির পানের এক এক পৃথক দিন ধার্য্য করে দেওয়া হয়েছিল। তা বহাল রাখার তাকীদ করা হল। কিন্তু সে যালেমরা তা পরোয়া করল না।

([৩০০]) এ কুকাজ ঐ 'কুদ্দার' নামক এক ব্যক্তিই করেছিল। কিন্তু যেহেতু এ কাজে জাতির সকল লোকেরাও তাতে জড়িত ছিল। সে জন্য তাদের সকলকে সমান অপরাধী গণ্য করা হল এবং মিথ্যাজ্ঞান ও উটনীর হত্যা ক্রিয়ার সম্বন্ধ পুরো জাতির প্রতি করা হয়েছে। এখান থেকে একটি নীতি জানা যায় যে, একই মন্দকর্মে জড়িত যদি জাতির কয়েকজন ব্যক্তি হয়, কিন্তু পুরো জাতির সমস্ত লোক যদি তাতে আপত্তি না করে; বরং পছন্দ করে, তাহলে তাদের সকলেই আল্লাহর নিকট মন্দ কাজে জড়িত হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সেই অপরাধ ও মন্দকাজে সবাইকে সমান শরীক ভাবা হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَسَوَّاهَا(١٤) তাদেরকে সমূলে ধ্বংস ক'রে[৩০১] একাকার[৩০২] ক'রে দিলেন।

وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥) ১৫। আর তিনি ওর পরিণামকে ভয় করেন না।[৩০৩]

সূরা লাইল (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৯২, আয়াত সংখ্যা ঃ ২১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) ১। শপথ রাত্রির, যখন তা আচ্ছন্ন করে।[৩০৪]

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) ২। শপথ দিবসের, যখন তা সমুজ্জ্বল হয়।[৩০৫]

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى (٣) ৩। শপথ তাঁর যিনি নর-নারীর সৃষ্টি করেছেন।[৩০৬]

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) ৪। অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী।[৩০৭]

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) ৫। সুতরাং যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে,[৩০৮]

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) ৬। এবং সৎ বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে।[৩০৯]

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) ৭। অচিরেই আমি তার জন্য সুগম ক'রে দেব (জান্নাতের) সহজ পথ।[৩১০]

([৩০১]) دَمدَم عَلَيهِم অর্থ হল, আল্লাহ তাদের উপর কঠিন আযাব অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস ক'রে দিলেন।

([৩০২]) একাকার ক'রে দিলেন। অর্থাৎ, এই আযাবকে তাদের উপর সমানভাবে ব্যাপক ক'রে দিলেন। কাউকে তিনি ছাড়লেন না; এই আযাব দ্বারা তিনি ঐ জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই ধ্বংস ক'রে দিলেন। অথবা এর অর্থ এই যে, মাটিকে তাদের উপর বরাবর ও সমান ক'রে দিলেন। অর্থাৎ, সবাইকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিলেন।

([৩০৩]) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সে ভয় নেই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন, ফলে কোন বৃহৎ শক্তি তার প্রতিশোধ নেবে। তিনি এ শাস্তির পরিণাম থেকে ভয়শূন্য। যেহেতু তাঁর অপেক্ষা বড় অথবা তাঁর সমতুল্য এমন কোন শক্তি নেই, যা তাঁর নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে।

([৩০৪]) অর্থাৎ, দিগন্তে ছেয়ে যায় এবং তার ফলে দিনের আলো বিলীন হয়ে যায় ও অন্ধকার নেমে আসে।

([৩০৫]) অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দিনের উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ে।

([৩০৬]) এখানে আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তার কসম খেয়েছেন। কেননা, তিনি হলেন নর-নারী উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা। এ ক্ষেত্রে مـا মাওসূলা الذي -এর অর্থে। আর ما মাসদারিয়া হলে অর্থ হবে, 'শপথ নর-নারীর সৃষ্টির।'

([৩০৭]) অর্থাৎ, কেউ সৎকর্ম করে; সুতরাং তার প্রতিদান হবে জান্নাত। আর কেউ অসৎ কর্ম করে; আর তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। এ আয়াতটি কসমের জবাব।

([৩০৮]) অর্থাৎ, ভাল কাজে খরচ করে এবং নিষিদ্ধ কর্ম হতে দূরে থাকে।

([৩০৯]) অথবা উত্তম প্রতিদানকে সত্যজ্ঞান করে। অর্থাৎ, এ কথায় বিশ্বাস রাখে যে, দান করা এবং আল্লাহকে ভয় করার উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে তাঁর কাছে।

([৩১০]) يُسرَى শব্দের অর্থ হল পুণ্য এবং সুন্দর আচরণ। অর্থাৎ, আমি তাকে পুণ্য কাজ করার এবং আনুগত্যের তওফীক দান করি এবং সেগুলি করা তার জন্য সহজ করে দিই। ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, এই আয়াতটি আবু বকর ﷺ-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ছয়জন ক্রীতদাসকে স্বাধীন করেছিলেন, যাদেরকে মুসলমান হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা খুবই কষ্ট দিত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨)

৮। পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।[৩১১]

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩)

৯। আর সৎ বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করে,[৩১২]

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠)

১০। অচিরেই তার জন্য আমি সুগম ক'রে দেব (জাহান্নামের) কঠোর পরিণামের পথ।[৩১৩]

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١)

১১। যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না।[৩১৪]

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢)

১২। আমারই দায়িত্ব পথ প্রদর্শন করা।[৩১৫]

وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَى (١٣)

১৩। আর ইহকাল ও পরকালের কর্তৃত্ব আমারই।[৩১৬]

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى (١٤)

১৪। অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দিয়েছি।

لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى (١٥)

১৫। এতে সেই নিতান্ত হতভাগা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না;

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦)

১৬। যে (নবীকে) মিথ্যাজ্ঞান করে ও (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৩১৭]

([৩১১]) অর্থাৎ, যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না এবং আল্লাহর আদেশকে পরোয়া করে না।

([৩১২]) অথবা আখেরাতের বদলা এবং হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে।

([৩১৩]) عُسرَى (সংকীর্ণতা বা কঠোর পরিণামের পথ) বলতে কুফ্‌র, অবাধ্যতা ও মন্দ পথকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তার জন্য আমি অবাধ্যতার পথ আসান ক'রে দেব। যার কারণে তার জন্য ভাল ও সৌভাগ্যের পথ জটিল হয়ে যাবে। কুরআন মাজীদে কয়েক জায়গায় এই বিষয়কে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ভাল ও হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে, তার প্রতিদানে আল্লাহ তাকে মঙ্গলের তওফীক দান করেন। আর যে ব্যক্তি মন্দ ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে সেই অবস্থাতেই ছেড়ে দেন। আর এটা সেই ভাগ্য অনুযায়ী হয়, যা আল্লাহ নিজ ইল্‌ম অনুসারে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। *(ইবনে কাসীর)* এই বিষয়টি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আমল কর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ ক'রে দেওয়া হয়। যে সৌভাগ্যবান, তাকে সৌভাগ্যবানের কাজের জন্য তওফীক দেওয়া হয়। আর যে দুর্ভাগ্যবান, তাকে দুর্ভাগ্যবানের কাজের তওফীক দেওয়া হয়। *(সহীহ বুখারী ঃ সূরা লাইলের তফসীর পরিচ্ছেদ।)*

([৩১৪]) অর্থাৎ, যখন সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন এই মাল-ধন, যা সে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করত না, তা সেদিন কোন কাজে আসবে না।

([৩১৫]) অর্থাৎ, হালাল- হারাম, ভাল-মন্দ, হিদায়াত ও ভ্রষ্টতাকে বর্ণনা ও স্পষ্ট করা আমার দায়িত্ব। (যা আমি ক'রে দিয়েছি।)

([৩১৬]) অর্থাৎ, উভয়ের মালিক আমিই। আমি যেভাবে চাই, সেভাবেই উভয়কে পরিচালনা করি। এই জন্য উভয়ের কিংবা তার একটির প্রার্থী যেন আমারই নিকট প্রার্থনা করে। কেননা, প্রত্যেক প্রার্থনাকারীকে আমিই আমার ইচ্ছানুযায়ী দান ক'রে থাকি।

([৩১৭]) এই আয়াত থেকে 'মুর্জিয়া' (নামক একটি ভ্রষ্ট দল) প্রমাণ করে যে, জাহান্নামে কেবলমাত্র কাফেররাই যাবে। কোন মুসলমান --- তাতে সে যত বড়ই পাপী হোক না কেন --- জাহান্নামে যাবে না। কিন্তু এ বিশ্বাস হল (কুরআন ও হাদীসের) সেই স্পষ্ট উক্তির পরিপন্থী, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, বহু সংখ্যক মুসলমানও --- যাদেরকে আল্লাহ কিছু শাস্তি দিতে চাইবেন --- তারা কিছুকালের জন্য জাহান্নামে যাবে। অতঃপর নবী ﷺ ফিরিশ্তা এবং অন্যান্য নেক বান্দাগণের সুপারিশের বদৌলতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। উক্ত আয়াতে সীমাবদ্ধতার সাথে যা বলা হয়েছে, তার মানে এই যে, যারা পাক্কা কাফের ও নিতান্ত হতভাগা, জাহান্নাম আসলে তাদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। যাতে তারা অবশ্য অবশ্যই অনিবার্যভাবেই চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কোন নাফরমান শ্রেণীর মুসলিম যদিও জাহান্নামে যাবে, তবুও তারা অবশ্য অবশ্যই অনিবার্যভাবেই চিরকালের জন্য তাতে স্থায়ী হবে না। বরং তাদের শাস্তিস্বরূপ এ প্রবেশ সাময়িকের জন্য হবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى (١٧)

১৭। আর আল্লাহভীরুকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।[৩১৮]

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨)

১৮। যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে।[৩১৯]

وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩)

১৯। এবং তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়।[৩২০]

إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى (٢٠)

২০। কেবল তার মহান পালনকর্তার মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের প্রত্যাশায়।[৩২১]

وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١)

২১। আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে।[৩২২]

সূরা যুহা[৩২৩] (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৯৩, আয়াত সংখ্যা ঃ ১১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالضُّحَى (١)

১। শপথ পূর্বাহ্নের (দিনের প্রথম ভাগের)।[৩২৪]

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢)

২। শপথ রাত্রির; যখন তা সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।[৩২৫]

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣)

৩। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।[৩২৬]

وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى (٤)

৪। অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা অধিক শ্রেয়।[৩২৭]

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥)

৫। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (এমন কিছু) দান করবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।[৩২৮]

([৩১৮]) অর্থাৎ, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে স্থান দেওয়া হবে।

([৩১৯]) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজ মাল আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করে; যাতে তার অন্তর ও মাল পবিত্র হয়ে যায়।

([৩২০]) অর্থাৎ, কারো উপকারের বদলা পরিশোধ করার জন্য দান করে না।

([৩২১]) বরং ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতে তাঁর দর্শন পাবার জন্য খরচ করে।

([৩২২]) অথবা সে রাযী হয়ে যাবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই সমস্ত গুণের অধিকারী হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের নিয়ামত এবং সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। যার কারণে সে সন্তুষ্ট ও রাযী হয়ে যাবে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, বরং কেউ কেউ এ ব্যাপারে 'ইজমা' (ঐক্যমত) বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতগুলি আবু বাকর ﷺ-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। তবুও অর্থের দিক দিয়ে তা ব্যাপক। যে ব্যক্তি অনুরূপ উচ্চ গুণে গুণান্বিত হবে, সেও আল্লাহর দরবারে উক্ত মর্যাদার অধিকারী হবে।

([৩২৩]) একদা নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দু-তিন রাতে তিনি তাহাজ্জুদ পড়লেন না। এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! মনে হয় যেন তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। কেননা, দু-তিন রাত্রি থেকে দেখছি, সে তোমার নিকট আসে না।' এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা এই সূরা অবতীর্ণ করলেন। *(সহীহ বুখারী, সূরা যুহা তাফসীর পরিচ্ছেদ)* এই মহিলা আবু জাহলের স্ত্রী উম্মে জামীল ছিল। *(ফাতহুল বারী)*

([৩২৪]) ضُحى পূর্বাহ্ন বা চাশ্তের অক্ত ঐ সময়কে বলা হয়, যখন (সকালে) সূর্য একটু উঁচুতে ওঠে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য পূর্ণ দিন।

([৩২৫]) سَجَى শব্দের অর্থ হল নিঝুম হওয়া। অর্থাৎ, যখন রাত্রি নিঝুম হয়ে যায় এবং তার অন্ধকার পূর্ণরূপে ছেয়ে যায়। যেহেতু তখনই প্রত্যেক জীব স্থির ও শান্ত হয়ে যায়।

([৩২৬]) যেমন কাফেররা মনে করছে।

([৩২৭]) অথবা অবশ্যই তোমার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।

([৩২৮]) এর দ্বারা দুনিয়ার বিজয় এবং আখেরাতে সওয়াব বোঝানো হয়েছে। এতে ঐ সুপারিশ করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত যা নবী ﷺ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى (٦) ৬। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করলেন?[৩২৯]

وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى (٧) ৭। তিনি তোমাকে পেলেন পথহারা অবস্থায়, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।[৩৩০]

وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى (٨) ৮। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।[৩৩১]

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (٩) ৯। অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না।[৩৩২]

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (١٠) ১০। এবং ভিক্ষুককে ধমক দিও না।[৩৩৩]

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١) ১১। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত কর।[৩৩৪]

সূরা আলাম নাশ্‌রাহ (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৯৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

নিজের গোনাহগার উম্মতের জন্য আল্লাহর নিকট লাভ করবেন।

([৩২৯]) অর্থাৎ, পিতার স্নেহ-সাহায্য থেকে তুমি বঞ্চিত ছিলে। আমিই তোমার সহায়ক হলাম।

([৩৩০]) অর্থাৎ, তুমি দ্বীন, শরীয়ত ও ঈমান সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলে। আমি তোমাকে পথ দেখালাম, নবুঅত দিলাম এবং তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম। ইতিপূর্বে তুমি হিদায়াতের জন্য পেরেশান ছিলে।

([৩৩১]) 'অভাবমুক্ত করলেন' অর্থাৎ, তিনি ছাড়া অন্যান্য থেকে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করলেন। সুতরাং তুমি অভাবী অবস্থায় ধৈর্যশীল এবং অভাবমুক্ত অবস্থায় কৃতজ্ঞ হলে। যেমন খোদ নবী ﷺও বলেছেন যে, মাল ও আসবাবপত্রের আধিক্যই ধনবত্তা নয়; বরং আসল ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা। *(সহীহ মুসলিম যাকাত অধ্যায়, অধিকাধিক মালের মালিক ধনী নয় পরিচ্ছেদ।)*

([৩৩২]) বরং ব্যবহারে তার সাথে নম্রতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

([৩৩৩]) তার প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা প্রদর্শন করো না এবং অহংকারও নয়। কর্কশ ও কড়া ভাষা ব্যবহার করো না। বরং (ভিক্ষা না দিয়ে) জওয়াব দিলেও স্নেহ ও মহব্বতের সাথে (মিষ্টি কথায়) জওয়াব দাও।

([৩৩৪]) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর যা অনুগ্রহ করেছেন। যেমন, তিনি তোমাকে হিদায়াত, রিসালত ও নবুঅত দান করেছেন, এতীম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তোমার তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করেছেন, তোমাকে অল্পে তুষ্ট করেছেন ও অভাবমুক্ত করেছেন প্রভৃতি। এই সমস্ত অনুগ্রহসমূহের কথা কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়ার সাথে বয়ান কর। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা চর্চা এবং প্রকাশ করাকে তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু তা অহংকার ও গর্বের সাথে নয়। বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া এবং তাঁর এহসানিতে ডুবে থেকে এবং আল্লাহর কুদরত ও শক্তিকে এই ভয় ক'রে তা ব্যক্ত করতে হবে যে, তিনি যেন আমাদেরকে ঐ সকল নিয়ামত হতে বঞ্চিত না ক'রে দেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(١) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

১। আমি কি তোমার বক্ষকে প্রশস্ত ক'রে দিইনি?[৩৩৫]

(٢) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

২। আমি তোমার উপর হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার;[৩৩৬]

(٣) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

৩। যা তোমার পিঠকে ক'রে রেখেছিল ভারাক্রান্ত।

(٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

৪। আর আমি তোমার খ্যাতিকে সমুচ্চ করেছি।[৩৩৭]

(٥) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

৫। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।

(٦) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

৬। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।[৩৩৮]

([৩৩৫]) পূর্বের সূরায় (মহানবী ﷺ-এর প্রতি) তিনটি নিয়ামত বা অনুগ্রহের কথা আলোচনা হয়েছে। এ সূরাতেও মহান আল্লাহ আরো তিনটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছেন। তার মধ্যে তাঁর 'বক্ষ প্রশস্ত' ক'রে দেওয়া হল প্রথম অনুগ্রহ। এর অর্থ হল, বক্ষ আলোকিত এবং উদার হওয়া; যাতে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তার জন্য হৃদয় সংকুলান হয়। একই অর্থে কুরআন কারীমের এই আয়াতও ঃ {فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ} অর্থাৎ, "আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন।" *(সূরা আনআম ১২৫ আয়াত)* অর্থাৎ, সে ইসলামকে সত্য দ্বীন বলে জেনে নেয় এবং তা গ্রহণ করে নেয়। এই 'বক্ষ প্রশস্ত'-এর অর্থে সেই 'বক্ষ বিদীর্ণ' (সিনাচাক)ও এসে যায়; যা বিশুদ্ধ হাদীসানুযায়ী নবী ﷺ-এর দু'-দু' বার ঘটেছিল ঃ একবার বাল্যকালে যখন তাঁর বয়স ৪ বছর। একদা জিব্রাঈল ﷺ এলেন এবং নবী ﷺ-এর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তাঁর হৃদয়ের ভিতর থেকে শয়তানী রক্তপিন্ডকে বের ক'রে দিয়েছিলেন যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে এবং হৃদয় ধৌত ক'রে পুনরায় তা ভরে দিয়ে বক্ষ বন্ধ ক'রে দিলেন। *(সহীহ মুসলিম ঈমান অধ্যায়, ইসরা পরিচ্ছেদ)* আর একবার তা মি'রাজের সময় ঘটেছিল; জিব্রাঈল ﷺ তাঁর মুবারক বুকটাকে চিরে তাঁর অন্তরটাকে বের ক'রে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে পুনরায় স্বস্থানে রেখে দিলেন এবং তা ঈমান ও হিকমত দিয়ে পরিপূর্ণ ক'রে দিলেন। *(সহীহাইন মি'রাজ পরিচ্ছেদ এবং নামায অধ্যায়)*

([৩৩৬]) এই ভার বা বোঝা নবুঅতের পূর্বে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সকালের সাথে সম্পৃক্ত। এই জীবনে যদিও আল্লাহ তাঁকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন; সুতরাং তিনি কোন মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাননি, কখনো মদ্য পান করেননি এবং এ ছাড়া অন্যান্য পাপাচরণ থেকেও তিনি সুদূরে ছিলেন। তবুও প্রসিদ্ধ অর্থে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কে তিনি জানতেন না; আর না তিনি তা করেছেন। এই জন্য বিগত চল্লিশ বছরে ইবাদত ও আনুগত্য না করার বোঝ তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কে সওয়ার ছিল; যা সত্যিকারে কোন বোঝ ছিল না। কিন্তু তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি তা বোঝ বানিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই বোঝকে নামিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা ক'রে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন। এটা (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَـأَخَّرَ) আয়াতের অর্থের মত। *(সূরা ফাত্হ ২ আয়াত)*

কোন কোন আলেমগণ বলেন, এটা নবুঅতের বোঝ ছিল যেটাকে আল্লাহ হালকা করে দিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ এই রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সরলতা সৃষ্টি করলেন।

([৩৩৭]) অর্থাৎ, যেখানে আল্লাহর নাম আসে সেখানে তাঁরও (নবীর) নাম আসে। যেমন, আযান, নামায এবং আরো অন্যান্য বহু জায়গায়। (এই হিসাবে সারা বিশ্বে প্রতি মুহূর্তেই লক্ষবার তাঁর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে।) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে নবী ﷺ-এর নাম এবং গুণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা হয়েছে। ফিরিশ্তাদের মাঝেও তাঁর সুনাম উল্লেখ করা হয়। নবী ﷺ-এর আনুগত্যকেও মহান আল্লাহ নিজের আনুগত্যরূপে শামিল করেছেন এবং নিজের আদেশ পালন করার সাথে সাথে তাঁর আদেশও পালন করতে মানব সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছেন।

([৩৩৮]) এ হল নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের জন্য শুভসংবাদ যে, তোমরা ইসলামের পথে যা কিছু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছ এ ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই; যেহেতু এর পরেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অবসর ও স্বস্তি এনে দেবেন। সুতরাং এইরূপই হয়েছিল; যা সারা পৃথিবীর লোকেরা অবগত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) ৭। অতএব যখনই অবসর পাও, তখনই (আল্লাহর ইবাদতে) সচেষ্ট হও।[৩৩৯]

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨) ৮। আর তোমার প্রতিপালকের প্রতিই মনোনিবেশ কর।[৩৪০]

সূরা তীন (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৯৫, আয়াত সংখ্যা ঃ ৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) ১। শপথ তীন ও যাইতূনের।[৩৪১]

وَطُورِ سِينِينَ (٢) ২। শপথ 'সিনাই' পর্বতের।[৩৪২]

وَهَٰذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ (٣) ৩। এবং শপথ এই নিরাপদ নগরী (মক্কা)র।[৩৪৩]

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ৪। আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।[৩৪৪]

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) ৫। অতঃপর আমি তাকে হীনতার সবচেয়ে নিম্নস্তরে ফিরিয়ে দিয়েছি।[৩৪৫]

---

(৩৩৯) অর্থাৎ, নামায, তাবলীগ, অথবা জিহাদ থেকে যখনই অবসর পাও তখনই ইবাদত (দুআ ও যিক্‌রে)র জন্য সচেষ্ট হও। (যেহেতু ইবাদতের পর যিক্‌রই বিধেয়।) অথবা এত বেশী আল্লাহর ইবাদত কর, যাতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়।

(৩৪০) অর্থাৎ, তাঁর কাছেই তুমি জান্নাতের আশা রাখ। তাঁর কাছেই তুমি নিজের প্রয়োজন ভিক্ষা কর এবং সর্ববিষয়ে তাঁরই উপর নির্ভর কর ও ভরসা রাখ।

(৩৪১) ('তীন' ডুমুরজাতীয় এক প্রকার মিষ্টি ফল; যার গাছ ও ফল ডুমুর গাছ ও ফলের মতই দেখতে। উর্দুতে 'আন্‌জীর' তর্জমা দেখে তা আমাদের দেশের 'পেয়ারা' 'আঞ্জীর' বা 'আমসপেরা' মনে করা ভুল। যয়তূনকে ইংরেজীতে 'অলিভ' বলা হয়। বাংলাতে এর অনুবাদ 'জলপাই' করা হয়ে থাকে।) -*সম্পাদক*

(৩৪২) এটা হল সেই 'তূর পাহাড়' যে স্থানে আল্লাহ তাআলা মূসা ﷺ-এর সাথে কথোপকথন করেছিলেন।

(৩৪৩) এখানে 'নিরাপদ নগরী' বলে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। যেখানে কোন প্রকার যুদ্ধ বা হত্যাকান্ড বৈধ নয়। এ ছাড়াও যে ব্যক্তি এই শহরে প্রবেশ করে যাবে সেও নিরাপত্তার অধিকারী হবে। কিছু ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন যে, আসলে এখানে আল্লাহ তিনটি জায়গার কসম খেয়েছেন; যে জায়গাগুলিতে সুখ্যাতিসম্পন্ন, শরীয়তপ্রাপ্ত পয়গম্বর প্রেরণ হয়েছেন। 'তীন' ও 'যায়তুন' থেকে সেই এলাকা বোঝান হয়েছে যেখানে এসব ফল (অধিকাধিক) উৎপন্ন হয়। আর সেটা হল 'বাইতুল মাক্বদিস' এলাকা। যেখানে ঈসা ﷺ পয়গম্বর হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। 'তূরে সীনা' অথবা সিনাই পর্বতে মূসা ﷺকে নবুঅত দান করা হয়েছিল। আর মক্কা নগরীতে নবীকূল শিরোমণি মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। *(ইবনে কাসীর)*

(৩৪৪) এটা হল কসমের জওয়াব। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন নিচুমুখী করে। কেবলমাত্র মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলম্বিত দেহ সোজা করে; যে নিজের হাত দিয়ে পানাহার করে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথোপযোগী বানিয়েছেন। তাতে পশুর মত বেমানান ও অসামঞ্জস্য নেই। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তার মাঝে উচিত ব্যবধানও রেখেছেন। তাতে বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, বোঝশক্তি, প্রজ্ঞা, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। যার ফলে মানুষ আসলে তাঁর কুদরতের প্রকাশস্থল এবং তাঁর শক্তিমত্তার প্রতিবিম্ব। কিছু উলামা إن الله خلق آدم على صـــورته (অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।) হাদীসে উক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন।*(মুসলিম নেকী ও আত্মীয়তা এবং আদব অধ্যায়)*

মানুষের সৃষ্টিতে উক্ত সকল জিনিসের ব্যবস্থা করাটাই হল 'আহসানি তাক্বীম' (সুন্দরতম গঠন) যা মহান আল্লাহ তিনটি বস্তুর কসম খাওয়ার পর উল্লেখ করেছেন। *(ফাতহুল কাদীর)*

(৩৪৫) এখানে মানুষের স্থবিরতা ও অন্তিম আয়ুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে সময়ে যুবক অবস্থা ও শক্তিমত্তার পর বার্ধক্য ও দুর্বলতা এসে পড়ে। আর তখন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তি শিশুদের মত হয়ে যায়। কেউ কেউ এখানে সেই হীনতার অর্থ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦)

৬। কিন্তু তাদেরকে নয় যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।[৩৪৬]

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧)

৭। সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে (হে মানুষ) কর্মফল দিবস সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?[৩৪৭]

أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)

৮। আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?[৩৪৮]

সূরা আলাক্ব (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ৯৬, আয়াত সংখ্যা ঃ ১৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)

১। তুমি পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।[৩৪৯]

خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢)

২। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে।[৩৫০]

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (٣)

৩। তুমি পড়। আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত।[৩৫১]

গ্রহণ করেছেন যাতে মানুষ পতিত হয়ে অতিরিক্ত নীচতা এবং সাপ-বিছা থেকেও বেশী নিকৃষ্ট হয়ে যায়। আবার কেউ বলেন, এ আয়াত দ্বারা সেই লাঞ্ছনাকর আযাবকে বোঝানো হয়েছে যা জাহান্নামে কাফেরদের জন্য অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য না করে নিজেকে 'আহসানি তাক্বীম'-এর উচ্চ মর্যাদা থেকে জাহান্নামের নিম্নদেশে ঠেলে দেয়।

(৩৪৬) এ আয়াতটি পূর্বের আয়াতের প্রথম অর্থের বিশদ বিবরণ। অর্থাৎ, এ দিয়ে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; (তারা অন্তিম বার্ধক্যে পৌঁছলেও তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার)। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে এটি পূর্বের বাক্যেরই তাকীদ। অবশ্য এই পরিণাম থেকে মু'মিনদেরকে পৃথক করা হয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৩৪৭) এ দিয়ে কিয়ামতের অবিশ্বাসীদেরকে হুমকির সাথে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাকে তার বিপরীত হীনতার অতল তলে নিক্ষেপ করতেও সক্ষম। আর তার মানেই হল, তোমাকে পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। সুতরাং এরপরেও কি তুমি কিয়ামত ও প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করবে?

(৩৪৮) অর্থাৎ, আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করেন না। আর তাঁর সুবিচারের দাবী এই যে, তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন এবং যাদের উপর দুনিয়ায় যুলুম করা হয়েছে তাদেরকে পূর্ণ বদলা দিয়ে দেওয়া হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই সূরার শেষে 'বালা অআনা আলা যা-লিকা মিনাশ শাহিদীন' বলার হাদীস সহীহ নয়। *(তিরমিযী)*

(৩৪৯) এটাই সর্বপ্রথম অহী যা নবী ﷺ-এর উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন তিনি হিরা গুহায় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। ফিরিশ্তা (জিব্রীল) তাঁর নিকট এসে বললেন, 'পড়।' তিনি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' ফিরিশ্তা তাঁকে জড়িয়ে ধরে শক্তভাবে চেপে ধরলেন এবং বললেন, 'পড়।' তিনি পুনর্বার একই উত্তর দিলেন। এইভাবে ফিরিশ্তা তিনবার করলেন। *(এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন ঃ সহীহ বুখারী অহী অধ্যায়, মুসলিম ঈমান অধ্যায় ও অহীর প্রারম্ভিক সূচনার পরিচ্ছেদ।)*

اقْرَأْ অর্থাৎ, যা আপনার প্রতি অহী করা হয়েছে তা পড়। خَلَقَ শব্দের অর্থ হল যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন।

(৩৫০) এই আয়াতে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ করে মানুষের জন্মের কথা উল্লেখ হয়েছে; যাতে মানুষের মর্যাদা স্পষ্ট।

(৩৫১) এ বাক্যটি তাকীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ দ্বারা বড় অলঙ্কারপূর্ণ ভঙ্গিমায় নবী ﷺ এর ওযরের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা তিনি 'আমি পড়তে জানি না' বলে পেশ করেছিলেন। আল্লাহ বললেন, আল্লাহ মহামহিমান্বিত; তুমি পড়। অর্থাৎ, মানুষের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা তাঁর বিশেষ গুণ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। [৩৫২]	الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)
৫। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।	عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)
৬। বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে।	كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (٦)
৭। কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।	أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧)
৮। সুনিশ্চিতভাবে তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তন।	إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨)
৯। তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বারণ করে--	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩)
১০। এক বান্দা (রসূলুল্লাহ)কে যখন সে নামায আদায় করে? [৩৫৩]	عَبْداً إِذَا صَلَّى (١٠)
১১। তুমি কি মনে কর, যদি সে সৎপথে থাকে। [৩৫৪]	أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١)
১২। অথবা তাকওয়া (আল্লাহভীতি)র নির্দেশ দেয়। [৩৫৫]	أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢)
১৩। তুমি লক্ষ্য করেছ কি, যদি সে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? [৩৫৬]	أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣)
১৪। তবে কি সে অবগত নয় যে, আল্লাহ (তার সবকিছু) দেখছেন? [৩৫৭]	أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى (١٤)
১৫। সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয় তাহলে আমি (তাকে) অবশ্যই টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি ধরে। [৩৫৮]	كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (١٥)

---

(৩৫২) قَلَـم অর্থ হল কাটা, চাঁছা বা ছিলা। পূর্ব যুগে লোকেরা কেটে বা চেঁছে কলম তৈরী করত। এই জন্য লেখার যন্ত্রকে কলম বলা হয়। কিছু ইলম (জ্ঞান) তো মানুষের স্মৃতিতে থাকে, কিছু আবার জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ করা হয়, আর কিছু ইল্ম মানুষ কলম দ্বারা কাগজে লিখে হিফাযত করে থাকে। মস্তিষ্ক ও স্মৃতিতে যা থাকে তা মানুষের সাথে চলে যায়। জিহ্বা দ্বারা যা প্রকাশ করা হয়, তাও সংরক্ষিত থাকে না। পক্ষান্তরে কলমের লেখা যদি কোন প্রকারে নষ্ট না হয়, তাহলে চিরকাল বা বহুকালের জন্য সংরক্ষণ থেকে যায়। এই কলমের দ্বারা সর্বপ্রকার ইল্ম (জ্ঞান-বিজ্ঞান), পূর্বের লোকেদের ইতিহাস ও সলফে স্বালেহীনদের ইলমের ভান্ডার সংরক্ষিত হয়েছে। এমনকি আসমানী কিতাবসমূহ সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম হল এই কলম। এ থেকে কলমের গুরুত্ব এমনিই স্পষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে সমস্ত সৃষ্টির তক্বদীর (ভাগ্য) লেখার আদেশ করেছেন।

(৩৫৩) ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, বারণকারী বলতে আবু জাহ্লকে বোঝানো হয়েছে, যে ইসলামের চরম শত্রু ছিল। আর 'বান্দা' বলতে নবী ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে।

(৩৫৪) অর্থাৎ, যাকে নামায পড়া হতে বাধা দেওয়া হচ্ছে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত।

(৩৫৫) অর্থাৎ, ইখলাস, তাওহীদ এবং নেক আমলের শিক্ষা দেয়; যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। তাহলে এই (নামায পড়া এবং তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির নির্দেশ দেওয়ার) কাজ কি এমন আচরণ যার বিরোধিতা করা হবে এবং তার জন্য হুমকি ও ধমকি দেওয়া হবে?

(৩৫৬) অর্থাৎ, আবু জাহল আল্লাহর পয়গম্বরকে মিথ্যা ভাবে এবং ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এখানে أَرَأَيتَ (তুমি লক্ষ্য করেছ কি)-এর মানে أَخبِرنِي (আমাকে বল।)

(৩৫৭) এর মতলব হল যে, এই ব্যক্তি (আবু জাহল) যে এইরূপ আচরণ করছে সে কি জানে না যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখছেন? এবং তিনি তাকে এর প্রতিফল ভোগাবেন। অর্থাৎ, أَلَم تَعلَم হল পূর্বে উল্লিখিত إن كَانَ عَلَى الهُدَى، إن كَذَّبَ وتَــوَلَّى শর্ত বাক্যের পরিপূরক।

(৩৫৮) অর্থাৎ, নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ ও দুশমনী করা হতে এবং তাঁকে নামায পড়া থেকে বাধা দেওয়া হতে বিরত না হয়, তাহলে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦)

১৬। যা মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ চুলের ঝুঁটি।[৩৫৯]

فَلْيَدْعُ نَادِيَه (١٧)

১৭। অতএব সে তার পারিষদবর্গকে আহবান করুক।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨)

১৮। আমিও অচিরে আহবান করব (জাহান্নামের) প্রহরীবর্গকে।[৩৬০]

كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)

১৯। সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না। তুমি সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।[৩৬১]

সূরা ক্বাদ্‌র[৩৬২] (মক্কায় অবতীর্ণ)

৯৭ নং সূরা নং ঃ ৯৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

আমি তার কপালে উপরিভাগের কেশগুচ্ছ ধরে টান দেব। হাদীসে বর্ণিত যে, একদা আবু জাহল বলেছিল যে, 'যদি মুহাম্মাদ কা'বার নিকট নামায পড়া হতে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার গর্দানে পা রেখে দেব।' অর্থাৎ, তাকে পদদলিত করব এবং দস্তরমত লাঞ্ছিত করব। নবী ﷺএর কানে এ কথা পৌঁছলে তিনি বললেন, "যদি সে তা করত, তাহলে ফিরিশ্তা তাকে ধরে ফেলতেন।" *(সহীহ বুখারী তাফসীর সূরা আলাক্ব পরিচ্ছেদ।)*

(৩৫৯) চুলের ঝুঁটির উক্ত গুণ রূপক হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। (আসলে এ গুণ ঐ চুলের ঝুঁটি-ওয়ালার। যে) মিথ্যাবাদী নিজের কথায় ও পাপাচারী নিজের কর্মে।

(৩৬০) হাদীসে এসেছে যে, একদা নবী ﷺ কা'বাগৃহের পাশে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আবু জাহল তাঁর পাশ দিয়ে পার হয়ে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে নামায পড়া হতে নিষেধ করিনি?' অনুরূপ সে আরো তাঁর সাথে কঠিনভাবে ধমক দিয়ে কথা বলল। নবী ﷺ তার কথার কড়া জওয়াব দিলেন। তখন সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে কিসের ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় সব থেকে আমার পারিষদ ও পৃষ্ঠপোষক বেশী আছে।' তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, যদি আবু জাহল নিজের পারিষদবর্গকে আহবান করত, তাহলে তাদেরকে তখনই শাস্তিদাতা ফিরিশ্তাগণ পাকড়াও করতেন। *(তিরমিযী, তাফসীর সূরা ইক্বরা পরিচ্ছেদ, মুসনাদে আহমাদ ১/৩২৯ ও তাফসীর ইবনে জারীর)*

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এইভাবে রয়েছে যে, সে অগ্রসর হয়ে তাঁর গর্দানে পা রাখার মনস্থ করেছিল। ইতি অবসরে সে উল্টা পা ফিরে গেল এবং নিজ হাত দ্বারা নিজেকে বাঁচাতে লাগল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কি ব্যাপার? সে বলল, 'আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের পরিখা, ভয়ংকর দৃশ্য এবং বহু পাখা দেখলাম!' রসূল ﷺ বললেন, "যদি সে আমার নিকটবর্তী হত, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তার এক একটা অঙ্গকে নুচে নিত।" *(কিয়ামতের বিবরণ অধ্যায়)*

الزَّبَانية শব্দের অর্থ হল দারোগা এবং পুলিশ (বা প্রহরী)। অর্থাৎ, এমন শক্তিশালী সৈন্য যার কেউ মুকাবিলা করতে পারে না।

(৩৬১) (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।)

(৩৬২) এই সূরার মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে উলামাগণের মাঝে মতভেদ আছে। যেমন তার নাম করণেও মতভেদ রয়ে গেছে। قَدْر শব্দের অর্থ হল কদর ও মর্যাদা। এই জন্য শবেক্বদরের রাতকে لَيْلَة الْقَــدْر বলা হয়। এর অর্থ অনুমান ও ফায়সালা করাও হয়ে থাকে। এ রাতে পূর্ণ এক বছরের ফায়সালা করা হয়। এ জন্য একে لَيْلَة الْحُكم ও বলা হয়। এর মানে সংকীর্ণতাও হয়ে থাকে। যেহেতু এ রাতে পৃথিবীতে এত বেশী ফিরিশ্তা অবতরণ করেন যে, পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যায়। সেহেতু 'শবেক্বদর' অর্থাৎ, সংকীর্ণতার রাত্রি। অথবা এই জন্য এর নাম 'শবেক্বদর' রাখা হয়েছে যে, এই রাতে যে ইবাদত করা হয় আল্লাহর নিকট তা খুবই কদর ও মর্যাদাপূর্ণ এবং তাতে বৃহৎ সওয়াবও আছে।

এই রাত নির্ধারণ করার ব্যাপারেও বিরাট মতভেদ রয়েছে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* তবে হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণ হয় যে, রমযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রির মধ্যে কোন এক রাত্রি 'শবেক্বদর'। এ রাতকে গোপন রাখার রহস্য এই যে, যাতে লোকেরা তা অর্জন করার উদ্দেশ্যে এই ৫টি বিজোড় রাতেই আল্লাহর অধিকাধিক ইবাদতে মগ্ন হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)

১। নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে (শবেকদরে)।[৩৬৩]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢)

২। আর কিসে তোমাকে জানাল, মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি কি?[৩৬৪]

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣)

৩। মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।[৩৬৫]

تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤)

৪। ঐ রাত্রিতে ফিরিশ্তাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।[৩৬৬]

سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

৫। শান্তিময়[৩৬৭] সেই রাত্রি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

সূরা বাইয়্যিনাহ[৩৬৮] (মদীনায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৯৮, আয়াত সংখ্যা ঃ ৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

([৩৬৩]) অর্থাৎ, এই রাতে তা (কুরআন) অবতীর্ণ আরম্ভ করেছেন। অথবা তা 'লাওহে মাহফূয' হতে দুনিয়ার আসমানে অবস্থিত 'বাইতুল ইয্যাহ'তে এক দফায় অবতীর্ণ করেছেন। আর সেখান থেকে প্রয়োজন মোতাবেক নবী ﷺ এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তা ২৩ বছরে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। জ্ঞাতব্য যে, 'লাইলাতুল ক্বাদ্র' রমযান মাসেই হয়ে থাকে; অন্য কোন মাসে নয়। এর প্রমাণ, মহান আল্লাহ বলেছেন, "রমযান মাস; যাতে কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ নং আয়াত)*

([৩৬৪]) এখানে প্রশ্নবাচক শব্দ ব্যবহার করে এই রাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব অধিকরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেন সৃষ্টি এর সুগভীর রহস্য পূর্ণরূপে জানতে সক্ষম নয়। একমাত্র আল্লাহই এ ব্যাপারে পূর্ণরূপ অবগত।

([৩৬৫]) অর্থাৎ, এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। আর হাজার মাসে ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার উপর কত বড় আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাকে তার সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালে অধিকাধিক সওয়াব অর্জন করার সহজ পন্থা দান করেছেন।

([৩৬৬]) এখানে 'রূহ' বলে জিব্রাঈল ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, জিব্রাঈল ﷺ সহ ফিরিশ্তাগণ এই রাতে ঐ সকল কর্ম আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, যা আল্লাহ এক বছরের জন্য ফায়সালা ক'রে থাকেন।

([৩৬৭]) অর্থাৎ এতে কোন প্রকার অমঙ্গল নেই। অথবা এই অর্থে 'শান্তিময়' যে, মু'মিন এই রাতে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে। অথবা 'সালাম'-এর অর্থ প্রচলিত 'সালাম'ই। যেহেতু এ রাতে ফিরিশ্তাগণ ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে সালাম পেশ করেন। কিংবা ফিরিশ্তাগণ আপোসে এক অপরকে সালাম দিয়ে থাকেন।

শবেক্বদর রাত্রের জন্য নবী ﷺ খাস দুআ বলে দিয়েছেন ঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও। *(তিরমিযী দা'ওয়াত পরিচ্ছেদ, ইবনে মাজাহ দুআ অধ্যায়, দুআ বিল্আফ্বে ওয়াল আফিইয়াহ পরিচ্ছেদ।)*

([৩৬৮]) এই সূরার দ্বিতীয় নাম হল 'সূরা লাম ইয়াকুন' হাদীসে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ উবাই বিন কা'ব ﷺ-কে বললেন, "আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি তোমাকে 'লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারু' সূরাটি পাঠ করে শুনাব।" উবাই ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ তাআলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন?' তিনি ﷺ বললেন, "হ্যাঁ!" অতঃপর এই খুশীতে উবাই ﷺ-এর চোখে অশ্রু এসে গেল। *(সহীহ বুখারী তাফসীর সূরা 'লাম ইয়াকুন' পরিচ্ছেদ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ الْبَيِّنَةُ (١)

১। আহলে কিতাব[৩৬৯] ও মুশরিকদের[৩৭০] মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা আপন মতে অবিচলিত ছিল, যতক্ষণ না এল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ;

رَسُولٌ مِنْ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (٢)

২। আল্লাহর নিকট হতে এক রসূল; [৩৭১] যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ।[৩৭২]

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (٣)

৩। যাতে আছে সঠিক-সরল বিধান।[৩৭৩]

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ (٤)

৪। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও।[৩৭৪]

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)

৫। তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল[৩৭৫] আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে[৩৭৬] তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম।[৩৭৭]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ

৬। নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে,

([৩৬৯]) এ থেকে উদ্দেশ্য ইয়াহুদী ও নাসারা (খ্রিষ্টান)।

([৩৭০]) 'মুশরিক' (অংশীবাদী) বলে আরব এবং অনারবের ঐ সমস্ত লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা অগ্নি ও মূর্তি পূজা করত। مُنفَكِّين মানে বিরত বা বিচলিত। البَيِّنَة (দলীল বা সুস্পষ্ট প্রমাণ) বলে নবী ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ইয়াহুদী ও নাসারা, আরব এবং অনারবের মুশরিক বা অংশীবাদীরা নিজেদের কুফ্‌র ও শির্ক থেকে ফিরে আসার নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মাদ ﷺ তাদের নিকট পবিত্র কুরআনসহ এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা ব্যক্ত ক'রে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করেছেন।

([৩৭১]) 'রসূল' থেকে উদ্দেশ্য হল নবী মুহাম্মাদ ﷺ।

([৩৭২]) অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ যা 'লাওহে মাহফূয'-এ পবিত্র পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

([৩৭৩]) এখানে كُتُب থেকে দ্বীনের হুকুম-আহকাম বা বিধান অর্থ নেওয়া হয়েছে। قَيِّمَة অর্থ হল মধ্যমপন্থী বা সরল-সঠিক।

([৩৭৪]) অর্থাৎ, আহলে কিতাব নবী ﷺ-এর আগমনের পূর্বেই তারা একতাবদ্ধ ছিল। পরিশেষে তাঁর আগমন ঘটল, অতঃপর তারা দলে দলে বিভক্ত হল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনল। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান হতে বঞ্চিত থেকে গেল। নবী ﷺ-এর আগমন এবং রিসালাতকে দলীল বা সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে অভিহিত করার রহস্য এই যে, তাঁর সত্যতা সুস্পষ্ট ছিল; যা অস্বীকার করার কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু তারা (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা) নবী ﷺ-কে কেবল হিংসা ও হঠকারিতা বশে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। এই কারণেই দলে দলে যারা বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র 'আহলে কিতাবে'র নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অন্যান্যরাও এ কাজে পতিত হয়েছিল। যেহেতু এরা ছিল শিক্ষিত লোক এবং নবী ﷺ-এর আগমন ও গুণাবলীর উল্লেখ তাদের কিতাবেও বিদ্যমান ছিল।

([৩৭৫]) অর্থাৎ, তাদের কিতাবে তাদেরকে তো আদেশ করা হয়েছিল ---।

([৩৭৬]) حَنِيف শব্দের অর্থ হল ঝুঁকে যাওয়া, কোন একটির প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া। حُنَفَاء তারই বহুবচন শব্দ। অর্থাৎ, তারা শির্ক থেকে তাওহীদের প্রতি এবং সমস্ত দ্বীন-ধর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে কেবলমাত্র দ্বীনে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত --- করতে আদিষ্ট হয়েছিল; যেমন ইব্রাহীম ﷺ করেছিলেন।

([৩৭৭]) القَيِّمَة শব্দটি উহ্য মাউসূফের সিফাত (বিশেষ্যের বিশেষণ)। আসল হল, دِينُ المِلَّة القَيِّمَة أو الأمَّة القَيِّمَة অর্থাৎ, এটাই সঠিক ও সরল বা মধ্যপন্থী মিল্লত বা উম্মতের ধর্ম। অধিকাংশ উলামাগণ এই আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। *(ইবনে কাসীর)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦)

তারা দোযখের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।[৩৭৮]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧)

৭। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।[৩৭৯]

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨)

৮। তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট[৩৮০] এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট;[৩৮১] এ (প্রতিদান) তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।[৩৮২]

সূরা যিলযাল[৩৮৩] (মদীনায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৯৯, আয়াত সংখ্যা ঃ ৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١)

১। পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।[৩৮৪]

---

(৩৭৮) এ হল আল্লাহর রসূল এবং তাঁর গ্রন্থসমূহকে অস্বীকারকারীদের পরিণাম। শুধু তাই নয়, বরং তারা হল সৃষ্টির মধ্যে সবার থেকে অধম ও নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

(৩৭৯) অর্থাৎ, যারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনে এবং যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করে, তারাই সৃষ্টির মধ্যে সবার থেকে উত্তম ও উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। যে সকল উলামাগণ মনে করেন যে, মু'মিন বান্দাগণ মান ও মর্যাদায় ফিরিশ্তা হতে শ্রেষ্ঠতর, তাঁদের সমর্থনে এই আয়াতটি একটি দলীল। البَرِيَّة শব্দটি بَــرَأَ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এ থেকেই আল্লাহর একটি গুণ 'আল-বারী' হয়েছে। بَريــة এর আসল রূপ بَرِيئة। এর ء কে ي দ্বারা পরিবর্তন ক'রে অপর ي তে সন্ধি করা হয়েছে।

(৩৮০) অর্থাৎ, তাদের ঈমান, আনুগত্য এবং সৎকর্মের কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হল সব থেকে বড় জিনিস। মহান আল্লাহ বলেন, (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ) *(সূরা তাওবাহ ৭২আয়াত)*

(৩৮১) এ জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে এমন সব নিয়ামতের অধিকারী বানিয়েছেন; যার মধ্যে তাদের আত্মা ও দেহ উভয়ের সুখ বিদ্যমান।

(৩৮২) অর্থাৎ, উত্তম প্রতিদান ও সন্তুষ্টি ঐ সকল লোকদের জন্য, যারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে চলে। আর সেই ভয়ের কারণে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা হতে দূরে থাকে। যদি কোন সময় মানব মনের প্রবণতায় পাপ হয়েই যায়, তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন ক'রে নেয়। পরিশেষে তাদের মৃত্যু এই অনুগত থাকা অবস্থাতেই হয়; অবাধ্য থাকা অবস্থায় নয়। এর ফলকথা এই যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষ তাঁর অবাধ্যাচরণে অবিচল থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে যে এরূপ করে, আসলে তার হৃদয় আল্লাহর ভয় থেকে শূন্য।

(৩৮৩) এই সূরার মাক্কী ও মাদানী হওয়ার ব্যাপারে উলামাগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর কেউ বলেন, এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরার ফযীলতে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিও সহীহ নয়।

(৩৮৪) অর্থাৎ, এর অর্থ হল ভূমিকম্পের কারণে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠবে। আর সমস্ত বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এই অবস্থা তখন হবে, যখন শিঙ্গায় প্রথমবার ফুৎকার করা হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَأَخْرَجَتْ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢)

২। এবং পৃথিবী যখন তার ভারসমূহ বের ক'রে দেবে,[৩৮৫]

وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا (٣)

৩। এবং মানুষ বলবে, 'এর কি হল?'[৩৮৬]

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤)

৪। সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।[৩৮৭]

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥)

৫। কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন।[৩৮৮]

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦)

৬। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে,[৩৮৯] যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়।[৩৯০]

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه (٧)

৭। সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে।[৩৯১]

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه (٨)

৮। এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে, তাও সে দেখতে পাবে।[৩৯২]

([৩৮৫]) মাটির নিচে যত লোক দাফন আছে, তাদেরকে পৃথিবীর ভার বা বোঝ বলা হয়েছে। মাটি তাদেরকে কিয়ামতের দিন বের করে উপরে ফেলবে। অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুমে সকলে জীবিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। আর এরূপ হবে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর। অনুরূপভাবে যাবতীয় খনিজ পদার্থ ও গুপ্ত ধনসমূহও বাহির হয়ে পড়বে।

([৩৮৬]) অর্থাৎ, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলবে, 'এর কি হয়ে গেল? এ (পৃথিবী) কেন এমনভাবে কাঁপছে এবং খনিজ-সম্পদসমূহ বাইরে বের করে ফেলছে?!'

([৩৮৭]) এটা হল শর্তের জওয়াব। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন, "তোমরা জান, পৃথিবীর বৃত্তান্ত কি?" সাহাবাগণ ﷺ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। নবী ﷺ বললেন, "তার বৃত্তান্ত এই যে, নর অথবা নারী এ মাটির উপর যা কিছু করছে এই মাটি তার সাক্ষি দেবে। আর বলবে, অমুক অমুক ব্যক্তি অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক কর্ম করেছে। *(তিরমিযী কিয়ামতের বিবরণ ও সূরা যিলযালের তাফসীর পরিচ্ছেদ, মুসনাদে আহমদ ২/৩৭৪ নং)*

([৩৮৮]) অর্থাৎ, মাটিকে কথা বলার শক্তি আল্লাহই সেদিন দান করবেন। অতএব এটা কোন আশ্চর্যজনক কথা নয়। যেমন সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ বাক্‌শক্তি দান করবেন, ঠিক মাটিও আল্লাহর হুকুমে কথা বলবে। *(জড়পদার্থের কথা বা শব্দ ধরে রাখা এবং প্রয়োজনে তা শুনিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তো বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে। অতএব সৃষ্টিকর্তার আদেশে মাটির কথা বলার ব্যাপারটা কোন আশ্চর্যের নয়। -সম্পাদক)*

([৩৮৯]) يَصْدُرُ শব্দের অর্থ হল, বের হবে, ফিরে যাবে। অর্থাৎ, কবর থেকে বের হয়ে হিসাবের ময়দানের দিকে অথবা হিসাব শেষে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে। أَشْتَاتًا শব্দের অর্থ হল, ভিন্ন ভিন্ন; অর্থাৎ, দলে দলে। কিছু লোক ভয়শূন্য হবে, কিছু ভয়ে ভীত হবে। কিছু লোকের রঙ গৌরবর্ণের হবে; যেমন জান্নাতীদের হবে। আবার কিছু লোকের রঙ কাল বর্ণের হবে; যা তাদের জাহান্নামী হওয়ার নিদর্শন হবে। কিছু লোক ডান দিকের অভিমুখী হবে। আবার অনেকে বাম দিকের অভিমুখী হবে। অথবা এই বিভিন্নতা ধর্ম, মযহাব ও আমল এবং কর্ম অনুপাতে হবে।

([৩৯০]) এটি يَصْدُرُ ক্রিয়ার সাথে সম্বদ্ধ। অথবা এর সম্বন্ধ أَوْحَى لَهَا -এর সাথে। অর্থাৎ, মাটি (সেদিন) নিজের বৃত্তান্ত এ জন্য বর্ণনা করবে; যাতে মানুষকে নিজ আমল দেখানো হয়।

([৩৯১]) অতএব সে তাতে আনন্দিত হবে।

([৩৯২]) ফলে সে তার উপর অত্যন্ত লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন হবে। 'যার্রাহ' কোন কোন উলামার নিকট পিঁপড়ে হতেও ছোট বস্তুকে বোঝায়। কেউ কেউ বলেন, মানুষ মাটিতে হাত মেরে তারপর হাতে যে মাটি অবশিষ্ট থাকে, সেটাকেই 'যার্রাহ' বলা হয়। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, ঘরের দরজা বা জানালার ছিদ্র দিয়ে সূর্যের ছটার সাথে যে ধূলিকণা দেখা যায়, সেটাই হল যার্রাহ। কিন্তু ইমাম শাওকানী (রঃ) প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। *(বস্তুর সবচেয়ে ছোট অংশ বুঝাতে বাংলায় 'যার্রাহ'কে 'অণু পরিমাণ' বলা হয়েছে। -সম্পাদক)*

ইমাম মুক্বাতিল (রঃ) বলেন, এই সূরাটি সেই দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদের একজন ভিখারীকে অল্প কিছু সদকা করতে ইতস্ততঃবোধ করত। আর অপরজন ছোট ছোট পাপ করতে কোন প্রকার ভয় অনুভব করত না। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা আদিয়াত (মদীনায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ১০০, আয়াত সংখ্যা ঃ ১১

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির।[৩৯৩]	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً (١)
২। অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিতকারী (অশ্বরাজির শপথ)।[৩৯৪]	فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً (٢)
৩। অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী (অশ্বরাজির শপথ)।[৩৯৫]	فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً (٣)
৪। যারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।[৩৯৬]	فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (٤)
৫। অতঃপর শত্রু দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।[৩৯৭]	فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (٥)
৬। অবশ্যই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।[৩৯৮]	إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦)
৭। এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী।[৩৯৯]	وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧)

([৩৯৩]) عاديات হল عادية এর বহুবচন শব্দ। এর মূল ধাতু হল عدو। যেমন غزو ধাতু হতে غازيات। মূল শব্দের و কে ي দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এর অর্থ হল ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব বা ঘোড়া। ضَبح শব্দের অর্থ হল হাঁপানো। কারো নিকট এর অর্থ হল, চিঁহি রব করা। উদ্দেশ্য সেই অশ্বরাজি; যেগুলি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অথবা চিঁহি রব ক'রে (ঊর্ধ্বশ্বাসে) জিহাদে দ্রুত গতিতে শত্রুর দিকে ছুটে যায়।

([৩৯৪]) مُورِيَات শব্দটি উৎপত্তি إيرَاء থেকে; এর অর্থ হল অগ্নি প্রজ্বালনকারী। قَدح শব্দের অর্থ হল, চলাকালে হাঁটু অথবা গোড়ালির সংঘর্ষ হওয়া অথবা ক্ষুর দ্বারা আঘাত করা। এ থেকেই قَدح بالزنَـاد বলা হয়; অর্থাৎ, চকমকি ঘষে আগুন বের করা। অর্থ দাঁড়াল, সেই ঘোড়াসমূহের কসম! যার ক্ষুরের ঘর্ষণে পাথর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়; যেমন চকমকি পাথর ঘষলে বের হয়।

([৩৯৫]) مُغِيرَات শব্দটি أغَار يُغِير থেকে। আক্রমণকারী অশ্ব। صُبحاً থেকে ভোরবেলার অর্থ বোঝানো হয়েছে। আরবে সাধারণতঃ ঐ সময় আক্রমণ করা হত। আসলে আক্রমণ সেই সৈন্যরা করে, যারা ঘোড়ার উপর সওয়ার থাকে। কিন্তু এ কর্মের সম্বন্ধ ঘোড়ার প্রতি এই জন্য করা হয়েছে যে, আক্রমণ কাজে ঘোড়ার ভূমিকাই বেশী।

([৩৯৬]) أثَـار শব্দের অর্থ হল উৎক্ষিপ্ত করা, উড়ানো। আর نَقـع শব্দের অর্থ হল ধূলো-বালি। অর্থাৎ, যখন দ্রুতগতিতে ছুটে যায় অথবা হামলা করে, তখন সে স্থান ধূলো-বালিতে ছেয়ে যায়।

([৩৯৭]) فَوَسَطنَ শব্দের অর্থ হল মধ্যস্থলে ঢুকে পড়া। جَمعاً শব্দের অর্থ হল শত্রুসেনা। অর্থাৎ, সে সময় বা সেই অবস্থায় যখন আকাশ ধূলো-বালিতে ছেয়ে যায়, তখন এই অশ্বদল শত্রুসেনার মাঝে ঢুকে পড়ে আর ভীষণভাবে যুদ্ধ লড়ে।

([৩৯৮]) এটা হল কসমের জওয়াব। এখানে 'মানুষ' বলে উদ্দেশ্য হল কাফের (অবিশ্বাসী)। অর্থাৎ, সকল মানুষ উদ্দেশ্য নয়; (যেহেতু বিশ্বাসী এরূপ নয়।) كَنُود অর্থ হল, না-শুকর, অকৃতজ্ঞ।

([৩৯৯]) অর্থাৎ, মানুষ স্বয়ং নিজের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়। কেউ কেউ إنَّه (সে) সর্বনামের বিশেষ্য বা সাক্ষ্য-ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহকে বুঝেছেন। কিন্তু ইমাম শাওকানী প্রথম অর্থকেই বলিষ্ঠ বলেছেন। কেননা, পরবর্তী সর্বনামের বিশেষ্য মানুষই। এ আয়াতেও মানুষ উদ্দেশ্য হওয়াটাই অধিক সঠিক।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৮। এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত প্রবল।[৪০০]	وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨)
৯। তবে কি সে (তখনকার খবর) জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত করা হবে?[৪০১]	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩)
১০। এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা হবে।[৪০২]	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠)
১১। সেদিনে তাদের সম্পর্কে তাদের প্রতিপালক অবশ্যই সবিশেষ অবহিত।[৪০৩]	إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (١١)

সূরা ক্বা-রিআহ (মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নংঃ ১০১, আয়াত সংখ্যাঃ ১১

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। ঠক্ঠক্কারী (মহাপ্রলয়)।[৪০৪]	الْقَارِعَةُ (١)
২। ঠক্ঠক্কারী (মহাপ্রলয়) কি?	مَا الْقَارِعَةُ (٢)
৩। কিসে তোমাকে জানাল, ঠক্ঠক্কারী (মহাপ্রলয়) কি?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣)
৪। সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।[৪০৫]	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤)

---

(৪০০) خَير থেকে মাল-ধনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী (إن تَرَكَ خَيراً الوَصِــيَّة) সূরা বাক্বারাহ ১৮০নং আয়াতে ঐ শব্দ স্পষ্টভাবে মাল-ধনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হল, মানুষ ধন-সম্পদের ব্যাপারে অতি লালসা রাখে ও কৃপণতা বা বখীলী করে; যা মালের প্রতি মহব্বত ও আসক্তি রাখার অনিবার্য পরিণতি।

(৪০১) بُعثِر শব্দের অর্থ হল, কবর থেকে মৃতব্যক্তিকে জীবিত করে উঠান হবে।

(৪০২) حُصِّل এর মানে হল, অন্তরে যা কিছু গোপন আছে তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

(৪০৩) অর্থাৎ, যে প্রভু তাকে কবর থেকে বের করবেন এবং তার অন্তরের রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে দেবেন তাঁর ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারে যে, তিনি কত খবর রাখেন? আর তাঁর নিকটে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না। সুতরাং তিনি প্রত্যেককে তার নিজ আমলানুযায়ী ভাল অথবা মন্দ প্রতিফল দেবেন। এটা যেন ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য সতর্কবাণী, যারা আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা উপকৃত তো হয়, কিন্তু তাঁর কৃতজ্ঞতা না ক'রে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে থাকে। অনুরূপ মাল-ধনের আসক্তিতে বন্দী হয়ে তার সেই হকসমূহ আদায় করে না, যা আল্লাহ অন্যের প্রাপ্য হিসাবে নির্ধারণ ক'রে রেখেছেন।

(৪০৪) এটাও কিয়ামতের নামাবলীর অন্যতম। যেমন এর পূর্বে কিয়ামতের বিভিন্ন নাম উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপঃ الحاقّـة। (হা-ক্কাহ), الطَّامَّة (মহাসংকট), الصَّاخَّة (ধ্বংস-ধ্বনি), الغَاشِيَة (সমাচ্ছন্নকারী), السَّاعَة (মহাকাল), الوَاقِعَة (সংঘটন) প্রভৃতি। القَارِعَة (ঠক্ঠক্কারী) এ জন্য বলা হয়েছে যে, কিয়ামত নিজ ভয়াবহতায় মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত ক'রে তুলবে এবং আল্লাহর দুশমনদেরকে আযাব সম্পর্কে অবহিত করবে। যেমন দরজায় করাঘাতকারী ঠক্ঠক্ শব্দ ক'রে গৃহবাসীকে সতর্ক ক'রে থাকে।

(৪০৫) فَرَاش মশা ও আলোর কাছে ঘুরে বেড়ায় এমন পতঙ্গকে বলা হয়। مَبْثُــوث মানে হল বিক্ষিপ্ত। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় ছুটাছুটি করতে থাকবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ (٥)

৫। এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায়।[৪০৬]

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦)

৬। তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে,[৪০৭]

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧)

৭। সে তো সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে।[৪০৮]

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨)

৮। কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে,[৪০৯]

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩)

৯। তার স্থান হবে হাবিয়াহ।[৪১০]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠)

১০। কিসে তোমাকে জানাল, তা কি?[৪১১]

نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)

১১। তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।[৪১২]

সূরা তাকাসুর (মক্কায় অবতীর্ণ)

([৪০৬]) عِهن সেই পশমকে বলা হয় যা নানান রঙে রঞ্জিত হয়। مَنفُــوش অর্থ হল ধূনিত। এতে পাহাড়ের সেই অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে, যা কিয়ামতের দিন তার ঘটবে। কুরআন কারীমে পাহাড়ের উক্ত অবস্থা নানানভাবে বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে; যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এরপর সেই দুই দলের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা কিয়ামতের দিন নিজ নিজ আমলানুযায়ী বিভক্ত হবে।

([৪০৭]) مَــوَازِين হল مِيــزَان শব্দের বহুবচন। এর অর্থ দাঁড়িপাল্লা; যার দ্বারা (কিয়ামতে) মানুষের আমলনামা ওজন করা হবে। এ ব্যাপারে সূরা আ'রাফের ৮নং, সূরা কাহফের ১০৫নং ও সূরা আম্বিয়ার ৪৭নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। কিছু কিছু উলামা বলেন যে, এখানে مَوَازِين হল مِيزَان শব্দের বহুবচন নয়; বরং তা مَــوزُون শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ এমন আমল যা আল্লাহর নিকট বিশেষ গুরুত্ব ও ওজন রাখে (তা ভারী অথবা হাল্কা হবে)। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* কিন্তু প্রথম অর্থই বলিষ্ঠ ও সঠিক। উদ্দেশ্য হল, যার নেকী বেশী হবে এবং আমল ওজন হবার সময় তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

([৪০৮]) অর্থাৎ, এমন (সুখের) জীবন; যা সে পছন্দ করবে এবং যা পেয়ে সে সন্তুষ্ট হবে।

([৪০৯]) অর্থাৎ, যার নেকীর তুলনায় বদীর পরিমাণ বেশী হবে, ফলে পাপের পাল্লা ভারী হবে এবং পুণ্যের পাল্লা হাল্কা হবে।

([৪১০]) هَاوِيَة জাহান্নামের একটি নাম। তাকে হাবিয়াহ এই জন্য বলা হয় যে, জাহান্নামী তার গভীর গর্তে গিয়ে পড়বে। স্থান বুঝাতে أُمّ (মা) শব্দ এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, যেমন মানুষের জন্য 'মা' আশ্রয়স্থল হয়, তেমনি জাহান্নামীদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। কোন কোন আলেম বলেন, এখানে 'উম্ম' (মা) অর্থ হল দেমাগ বা মস্তিষ্ক। যেহেতু জাহান্নামী তার মাথার উপর ভর ক'রে হাবিয়াহ দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। *(ইবনে কাসীর)*

([৪১১]) এখানে জাহান্নামের ভয়াবহতা এবং আযাবের কঠিনতাকে বোঝানোর জন্য প্রশ্নবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তা মানুষের কল্পনা ও ধারণার বাইরে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান তা আয়ত্ত করতে এবং তার প্রকৃতত্বকে জানতে অক্ষম।

([৪১২]) যেমন হাদীস শরীফে আছে যে, দুনিয়াতে মানুষ যে আগুন ব্যবহার ক'রে থাকে, তা জাহান্নামের ৭০ ভাগের এক ভাগ। জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন হতে উষ্ণতার দিক দিয়ে ৬৯ গুণ বেশী। *(সহীহ বুখারী মখলুক সৃষ্টি অধ্যায়, জাহান্নামের বিবরণ পরিচ্ছেদ, মুসলিম জান্নাতের বিবরণ অধ্যায়, জাহান্নামের আগুনের উষ্ণতা বিবরণ পরিচ্ছেদ)*

এক অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের আগুন আল্লাহর নিকট অভিযোগ ক'রে বলল যে, 'আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে।' তখন আল্লাহ জাহান্নামকে দুটি নিঃশ্বাস নিতে আদেশ করলেন। প্রথম নিঃশ্বাস হল গরমকালে। আর দ্বিতীয় নিঃশ্বাস হল শীতকালে। সুতরাং শীতকালে যে প্রচন্ড শীত অনুভব হয়, তা জাহান্নামের ঠান্ডা নিঃশ্বাসের কারণে। আর গ্রীষ্মকালে যে প্রচন্ড গরম পড়ে, তা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের ফলে। *(বুখারী, উল্লিখিত বাবে)*

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী ﷺ বলেছেন যে, "গরম যখন প্রচন্ড হয়, তখন নামায ঠান্ডা ক'রে পড়। কেননা, গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের উত্তেজনা থেকে হয়।" *(প্রমাণ পূর্বে উল্লিখিত, মুসলিম মাসজিদ অধ্যায়)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা নং ঃ ১০২, আয়াত সংখ্যা ঃ ৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١)	১। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।[৪১৩]
حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)	২। যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও।[৪১৪]
كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣)	৩। কখনও নয়,[৪১৫] তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।
ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤)	৪। আবার বলি, কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।[৪১৬]
كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥)	৫। সত্যিই, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (ঐ প্রতিযোগিতার পরিণাম)।[৪১৭]
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦)	৬। তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই।[৪১৮]
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧)	৭। আবার বলি, তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।[৪১৯]
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ (٨)	৮। এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।[৪২০]

সূরা আস্‌র (মক্কায় অবতীর্ণ)

([৪১৩]) أَلْهَى يُلهِي শব্দের অর্থ হল গাফেল বা উদাসীন ক'রে দেওয়া। تَكَاثُر অধিক কামনা করা বা প্রাচুর্য নিয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা। এ কথাটি ব্যাপক; প্রাচুর্যে মাল-ধন, সন্তান-সন্ততি, সহযোগী-পৃষ্ঠপোষক, বংশ-গোত্র প্রভৃতি সবই শামিল। প্রত্যেক ঐ বস্তু যার প্রাচুর্য ও আধিক্য মানুষের প্রিয় এবং যা অধিকভাবে পাবার প্রচেষ্টা ও কামনা মানুষকে আল্লাহর আহকাম এবং আখেরাত হতে উদাসীন ক'রে দেয়, তাই উদ্দেশ্য এখানে। এ স্থানে আল্লাহ তাআলা মানুষের সেই দুর্বলতাকে ব্যক্ত করেছেন, অধিকাংশ মানুষ সর্বযুগে যার শিকার হয়ে থাকে।

([৪১৪]) এর অর্থ হল, অধিকাধিক (মাল-ধন) উপার্জন করার উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করতে করতে মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস ক'রে ফেলল এবং শেষ পর্যন্ত তোমরা কবরে গিয়ে পৌঁছলে!

([৪১৫]) অর্থাৎ, তোমরা যে আধিক্যের প্রতিযোগিতা ও গর্বে মত্ত আছ, তা কিন্তু ঠিক নয়।

([৪১৬]) এর পরিণাম তোমরা অতি সত্বর জেনে নেবে। এ শব্দ পরপর দুইবার আল্লাহ তাআলা তাকীদ করার উদ্দেশ্যে বলেছেন।

([৪১৭]) এর জওয়াব এখানে উহ্য আছে। এর মতলব হল যে, যদি তোমরা এই গাফলতি, উদাসীনতা ও মোহাচ্ছন্নতার পরিণাম নিশ্চিতরূপে জেনে নাও, যেমন পৃথিবীর প্রত্যক্ষ করা জিনিসের উপর তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস ক'রে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ও গর্বে লিপ্ত হবে না।

([৪১৮]) এই আয়াতটি উহ্য কসমের জওয়াব। অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ, তার আযাব ও শাস্তি ভোগ করবে।

([৪১৯]) জাহান্নামের প্রথম দর্শন হবে দূর থেকে। আর এ চাক্ষুষ দর্শন হবে নিকট থেকে। এই জন্য এখানে عَيْنَ الْيَقِين (চাক্ষুষ প্রত্যয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

([৪২০]) কিয়ামতে এই জিজ্ঞাসা ঐ সকল নিয়ামত (সুখ-সম্পদ) সম্পর্কে হবে, যা দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান ক'রে থাকেন। যেমন, চোখ, কান, হৃদয়, মস্তিষ্ক, শান্তি, সুস্থতা, মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি। কোন কোন উলামাগণ বলেন, এই জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র কাফেরদেরকেই করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। কেননা, শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা করা আযাবের জন্য জরুরী নয়। বরং যারা এ সব নিয়ামতকে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ব্যবহার করবে, তাকে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও আযাব থেকে নিরাপদে রাখা হবে। আর যারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে, তারা আযাবে পতিত হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা নং ঃ ১০৩, আয়াত সংখ্যা ঃ ৩

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। মহাকালের শপথ।[৪২১]

وَالْعَصْرِ (١)

২। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।[৪২২]

إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢)

৩। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে[৪২৩] এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়।[৪২৪] আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের।[৪২৫]

إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

সূরা হুমাযাহ (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ১০৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ৯

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।[৪২৬]

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١)

([৪২১]) 'মহাকাল' বলতে দিবারাত্রির আবর্তন-বিবর্তনকে বুঝানো হয়েছে। রাত্রি উপনীত হলে অন্ধকার ছেয়ে যায়। আর দিন প্রকাশ পেতেই সমস্ত জিনিস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ ছাড়া রাত কখনো লম্বা আর দিন ছোট, আবার দিন কখনো লম্বা আর রাত ছোট হয়ে থাকে। এই দিবারাত্রি অতিবাহিত হওয়ার নামই হল কাল, যুগ বা সময়; যা আল্লাহর কুদরত (শক্তি) ও কারিগরি ক্ষমতা প্রমাণ করে। আর এ জন্যই তিনি কালের কসম খেয়েছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক নিজ সৃষ্টির যে কোন বস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু মানুষের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর নামে কসম খাওয়া বৈধ নয়।

(অনেকের মতে العَصر মানে আসরের সময় বা নামায। বলা বাহুল্য মহান সৃষ্টিকর্তা সেই জিনিসেরই কসম খেয়ে থাকেন, যার বড় গুরুত্ব আছে। -সম্পাদক)

([৪২২]) এটি হল কসমের জওয়াব। মানুষের ক্ষতি ও ধ্বংস সুস্পষ্ট। যেহেতু যতক্ষণ সে জীবিত থাকে ততক্ষণ তার দিনরাত মেহনত ও পরিশ্রমের সাথে অতিবাহিত হয়। অতঃপর সে যখন মৃত্যু বরণ করে তখনও তার আরাম ও শান্তি নসীব হয় না। বরং সে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়।

([৪২৩]) তবে ক্ষতি হতে সেই ব্যক্তিরা নিরাপত্তা লাভ করবে, যারা ঈমান এনে নেক আমল করবে। কেননা, তার পার্থিব জীবন যেমনভাবেই অতিবাহিত হোক না কেন, মৃত্যুর পর সে চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং জান্নাতের চিরসুখ লাভ ক'রে ধন্য হবে। পরবর্তীতে মু'মিনদের আরো কিছু গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

([৪২৪]) অর্থাৎ, তারা একে অপরকে আল্লাহ পাকের শরীয়তের আনুগত্য করার এবং নিষিদ্ধ বস্তু এবং পাপাচার হতে দূরে থাকার উপদেশ দেয়।

([৪২৫]) অর্থাৎ, মসীবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য, শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও ফরযসমূহ পালন করতে ধৈর্য, পাপাচার বর্জন করতে ধৈর্য, কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়। যদিও ধৈর্যধারণের উপদেশ সত্যের উপদেশেরই অন্তর্ভুক্ত, তবুও তা বিশেষ ক'রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাতে ধৈর্যধারণ ও তার উপদেশের মর্যাদা, মাহাত্ম্য এবং সুচরিত্রতায় তার পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকার কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

([৪২৬]) কিছু উলামা هُمَزَة ও لُمَزَة এর একই অর্থ বলেছেন। আর কিছু সংখ্যক উলামা উভয়ের মাঝে কিছুটা পার্থক্য ক'রে বলেন, هُمَزَة বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে সামনা-সামনি নিন্দা গায়। আর لُمَزَة বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে পশ্চাতে গীবত (পরচর্চা) করে। আবার কেউ এর বিপরীত অর্থ করেন। অনেকের মতে هَمز চোখ ও হাতের ইশারায় নিন্দা প্রকাশ করা এবং لَمز জিহ্বা দ্বারা পরনিন্দা করাকে বলা হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ (٢)

২। যে অর্থ জমায় ও তা গণনা ক'রে রাখে।[৪২৭]

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣)

৩। সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর ক'রে রাখবে।[৪২৮]

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤)

৪। কখনও না,[৪২৯] সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামায়।[৪৩০]

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥)

৫। কিসে তোমাকে জানাল, হুত্বামা কি?[৪৩১]

نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (٦)

৬। তা হল আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি।

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ (٧)

৭। যা হৃদয়কে গ্রাস করবে।[৪৩২]

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤصَدَةٌ (٨)

৮। নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন ক'রে রাখবে।

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩)

৯। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।[৪৩৩]

সূরা ফীল (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ১০৫, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١)

১। তুমি কি দেখনি যে, তোমার প্রতিপালক হাতি-ওয়ালাদের সাথে কিরূপ (আচরণ) করেছিলেন?[৪৩৪]

([৪২৭]) এর অর্থ হল যে, সে (মাল) জমা করে ও গুনে গুনে রাখে; গুছিয়ে গুছিয়ে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। নচেৎ, সাধারণভাবে মাল সঞ্চয় করে রাখা কোন নিন্দনীয় কাজ নয়। নিন্দনীয় তখনই হয় যখন তার যাকাত দেওয়া না হয়, দান-খয়রাত এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করা হয়।

([৪২৮]) أَخْلَدَه শব্দের সবচেয়ে সঠিক অর্থ হল, 'তাকে সর্বদা জীবিত রাখবে।' অর্থাৎ, এই মাল যা সে জমা করে রাখছে, তা তার আয়ু বৃদ্ধি করবে এবং তাকে মরতে দেবে না।

([৪২৯]) অর্থাৎ, কখনও এমনটি হবে না, যেমন সে ভাবে ও ধারণা করে।

([৪৩০]) এমন বখীল ব্যক্তিকে 'হুত্বামাহ' জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটাও একটি জাহান্নামের নাম। 'হুত্বামাহ' অর্থ ঃ ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস করা।

([৪৩১]) এই প্রশ্নসূচক বাক্য 'হুত্বামাহ' জাহান্নামের ভয়াবহতাকে ব্যক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, সেটা এমন ভয়ংকর আগুন হবে, যার প্রকৃতত্বে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি পৌঁছতে পারে না এবং তোমার সমঝ ও অনুভব তা আয়ত্ত করতে পারে না।

([৪৩২]) অর্থাৎ, তার উষ্ণতা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এমনিতেই পৃথিবীর সাধারণ আগুনের গুণ হল সমস্ত বস্তুকে জ্বালিয়ে ফেলা। কিন্তু পৃথিবীতে এই আগুন হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছনোর পূর্বেই মানুষের মৃত্যু ঘটে যায়। জাহান্নামে তা হবে না; বরং সেই আগুন হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর মৃত্যুকে আহবান করা সত্ত্বেও মৃত্যু আসবে না।

([৪৩৩]) مُؤصَدَة অর্থ হল বন্ধ বা পরিবেষ্টিত। অর্থাৎ, জাহান্নামের সকল দরজা ও পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে; যাতে সেখান হতে কেউ বের হতে না পারে। তাদেরকে লোহার পেরেকের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে; যা লম্বা লম্বা স্তম্ভের মত হবে। কোন কোন উলামার মতে, عَمَـــد অর্থ হল ঃ বেড়ি বা লৌহবেষ্টনী এবং কারো মতে এর অর্থ হল স্তম্ভ বা থাম। যাতে বেঁধে জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৪৩৪]) যারা ইয়ামান দেশ হতে কা'বাগৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। أَلَمْ تَرَ এর অর্থ হল أَلَمْ تَعلَـــم অর্থাৎ, তুমি কি জান না? এখানে জিজ্ঞাসা সাব্যস্তের জন্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থ হল, তুমি জান অথবা ঐসব লোকেরা জানে, যারা তোমার যুগের। এরূপ এ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢)

২। তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে দেন নি?[৪৩৫]

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ (٣)

৩। তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করেছিলেন।[৪৩৬]

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤)

৪। যারা তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল।[৪৩৭]

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)

৫। অতঃপর তিনি তাদেরকে করেছিলেন চিবানো ঘাসের মত।[৪৩৮]

সূরা কুরাইশ[৪৩৯] (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ১০৬, আয়াত সংখ্যা ঃ ৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١)

১। যেহেতু কুরাইশের চিরাচরিত অভ্যাস আছে।

জন্যই বলা হয়েছে যে, এই ঘটনা ঘটার পর খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি। শুদ্ধ প্রমাণ অনুযায়ী এই ঘটনা সেই বছর ঘটেছিল, যে বছরে মহানবী ﷺ-এর জন্ম হয়। আর আরবদের মাঝে এই ঘটনা বড় প্রসিদ্ধ ছিল।

সংক্ষিপ্ত আকারে আবরাহার হস্তী বাহিনীর ঘটনা নিম্নরূপ ঃ-

হাবশার বাদশাহর তরফ থেকে ইয়ামান দেশে আবরাহা গভর্নর ছিল। সে 'সানআ'তে একটি খুব বড় গির্জা নির্মাণ করাল। আর চেষ্টা করল, যাতে লোকেরা কা'বাগৃহ ত্যাগ ক'রে ইবাদত ও হজ্জ-উমরাহর জন্য এখানে আসে। এ কাজ মক্কাবাসী তথা অন্যান্য আরব গোত্রের জন্য অপছন্দনীয় ছিল। অতএব তাদের মধ্যে একজন আবরাহার নির্মাণকৃত উপাসনালয়ে পায়খানা ক'রে নোংরা ক'রে দিল। আবরাহার নিকট খবর পৌঁছল যে, গির্জাকে কেউ নোংরা ও অপবিত্র ক'রে দিয়েছে। যার প্রতিক্রিয়ায় সে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করার দৃঢ়সংকল্প ক'রে নিল। সে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ মক্কার উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিছু হাতীও তাদের সাথে ছিল। মক্কার নিকট পৌঁছে সৈন্যরা (মক্কার সর্দার) নবী ﷺ-এর দাদার উটগুলি দখল ক'রে নিল। এ ব্যাপারে আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বললেন, আমার উটসমূহকে ফিরিয়ে দিন; যা আপনার সৈন্যরা ধরে রেখেছে। (আবরাহা বলল, এখন আমরা তোমাদের কা'বা ধ্বংস করতে এসেছি, আর তুমি কেবল উট ছেড়ে দেওয়ার দাবী কর? তিনি বললেন, উটগুলি আমার। তাই আমি সেগুলির হিফাযত চাই।) বাকী থাকল কা'বা ঘরের ব্যাপার যাকে আপনি ধ্বংস করতে এসেছেন, তো সেটা হল আপনার ব্যাপার আল্লাহর সাথে। কা'বা হল আল্লাহর ঘর। তিনিই হলেন তার হিফাযতকারী। আপনি জানেন আর বায়তুল্লাহর মালিক আল্লাহ জানেন। অতঃপর যখন এই সৈন্যদল (মিনার কাছে) 'মুহাস্সার' উপত্যকার নিকট পৌঁছল, তখন আল্লাহ তাআলা একটি পাখীর দলকে প্রেরণ করলেন যাদের ঠোঁটে এবং পায়ে পোড়া মাটির কাঁকর ছিল যা ছোলা অথবা মসুরীর দানা সমপরিমাণ ছিল। পাখীরা উপর থেকে সেই কাঁকর বর্ষণ করতে লাগল। যে সৈন্যকে এই কাঁকর লাগল সে গলে গেল, তার শরীর হতে মাংস খসে পড়ল এবং পরিশেষে সে মারা গেল। 'সানআ' পৌঁছতে পৌঁছতে খোদ আবরাহারও একই পরিণাম হল। এইভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ ঘরের হিফাযত করলেন। (আয়সারুত তাফাসীর)

([৪৩৫]) অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি, যে কা'বাগৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসেছিল তাকে তাতে অসফল করলেন। এখানে জিজ্ঞাসা সাব্যস্তের জন্য।

([৪৩৬]) أَبَابِيل (আবাবীল) পাখীর নাম নয়; বরং এর অর্থ হল, ঝাঁকে ঝাঁকে।

([৪৩৭]) سِجِّيل বলা হয় মাটিকে আগুনে পুড়িয়ে তৈরী করা কাঁকরকে। এই ছোট ছোট কাঁকর বা পাথরের টুকরাগুলো (আল্লাহর কুদরতে) ধ্বংসকারিতায় কামান ও বন্দুকের গুলি অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল।

([৪৩৮]) অর্থাৎ, তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, যেমন হয় পশু কর্তৃক চিবানো ঘাস।

([৪৩৯]) এই সূরাটিকে সূরা ঈলাফও বলা হয়। পূর্বের সূরা ফীলের সাথে এ সূরাটির যোগ-সূত্র আছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢)

২। অভ্যাস আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের।[৪৪০]

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣)

৩। অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের।

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

৪। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন[৪৪১] এবং ভয় হতে দিয়েছেন নিরাপত্তা।[৪৪২]

সূরা মাঊন[৪৪৩] (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ১০৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١)

১। তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (পরকালের) কর্মফলকে মিথ্যা মনে করে?[৪৪৪]

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢)

২। সে তো ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীন (এতীম)কে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।[৪৪৫]

وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

৩। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না।[৪৪৬]

([৪৪০]) إِيلاف শব্দের অর্থ হল, স্বাভাবিক ও অভ্যাস হওয়া। অর্থাৎ, কোন কাজে কষ্ট ও বিরাগ অনুভব না হওয়া।

কুরাইশদের জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রতি বছর তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা দুইবার ক'রে অন্য দেশে সফর করত এবং তারা সেখান থেকে ব্যবসার পণ্য নিয়ে আসত। তারা শীতকালে গরম এলাকা ইয়ামান এবং গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা এলাকা শাম (সিরিয়া) সফর করত। কা'বাগৃহের খাদেম বলে আরববাসীরা তাদের সম্মান করত। এ জন্যই তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা বিনা বাধা ও বিপত্তিতে সফর করত। এই সূরাতে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তোমরা যে গরম ও শীতকালে দুইবার ক'রে সফর কর, তা হল আমার এই অনুগ্রহের ফলে যে, আমি তোমাদেরকে মক্কা নগরীতে নিরাপত্তা দান করেছি এবং আরববাসীদের নিকট তোমাদেরকে সম্মানিত করেছি। যদি তা না হত, তাহলে তোমাদের সফর করা সম্ভব হত না। আর হস্তীবাহিনীকে এ জন্যই ধ্বংস করেছি, যাতে তোমাদের সম্মান-মর্যাদা বজায় থাকে এবং তোমাদের অভ্যাসগত বাণিজ্যিক সফরও অব্যাহত থাকে। যদি আবরাহার উদ্দেশ্য সফল হত, তাহলে তোমাদের মর্যাদা ও নেতৃত্ব সব খর্ব হয়ে যেত। আর সফরের যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। অতএব তোমাদের উচিত, কেবলমাত্র এই বাইতুল্লার (আল্লাহর ঘরের) প্রভুর উপাসনা করা।

([৪৪১]) উক্ত বাণিজ্যিক সফরের মাধ্যমে।

([৪৪২]) তখন আরবদেশে হত্যাকান্ড ও লুঠতরাজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মক্কায় হারাম শরীফ হওয়ার কারণে কুরাইশদের যে সম্মান ছিল, তার ফলেই তারা ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছিল।

([৪৪৩]) এই সূরাকে সূরা দ্বীন, সূরা আরাআইতা ও সূরা এতীমও বলা হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৪৪৪]) أَرَأَيْتَ শব্দ দ্বারা নবী ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এতে প্রশ্নসূচক বাক্য দ্বারা বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। 'তুমি কি দেখেছ' অর্থাৎ, 'তুমি কি চিনেছ তাকে---।' আর الدِّين থেকে উদ্দেশ্য আখেরাতে হিসাব ও প্রতিদান। কেউ কেউ বলেন, এখানে আরো কিছু শব্দ উহ্য আছে। আসল বাক্য হল যে, 'তুমি কি চিনেছ তাকে, যে (পরকালের) কর্মফলকে মিথ্যা মনে করে? তার এ মনে করা ঠিক অথবা ভুল?'

([৪৪৫]) কারণ, একে তো সে বখীল। তাতে আবার সে কিয়ামত অস্বীকারকারী। সুতরাং এই শ্রেণীর বদগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে এতীমের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারে? এতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার সেই ব্যক্তিই করতে পারবে যার অন্তরে মাল-ধনের পরিবর্তে মানবতার কদর এবং সচ্চরিত্রের নৈতিকতার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব আছে। দ্বিতীয়তঃ সে এ কথার বিশ্বাসী হবে যে, এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন আমি উত্তম প্রতিদান পাব।

([৪৪৬]) এ কর্মও তারাই করবে, যাদের মধ্যে উক্ত গুণসমূহ বিদ্যমান থাকবে। নচেৎ এও এতীমের মত মিসকীনদেরকেও রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤)

৪। সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য;

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

৫। যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী।[৪৪৭]

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)

৬। যারা লোক প্রদর্শন (ক'রে তা) করে,[৪৪৮]

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

৭। এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।[৪৪৯]

সূরা কাউসার[৪৫০] (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ১০৮, আয়াত সংখ্যা ঃ ৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١)

১। আমি অবশ্যই তোমাকে (হওযে) কাউসার (বা প্রভূত কল্যাণ) দান করেছি।[৪৫১]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

২। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর।[৪৫২]

([৪৪৭]) নামাযে অমনোযোগী বা উদাসীন বলে ঐ সমস্ত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা মোটেই নাযায পড়ে না অথবা প্রথম দিকে পড়ত অতঃপর তাদের মধ্যে অলসতা এসে পড়েছে অথবা নামায যথাসময়ে আদায় করে না; বরং যখন মন চায় তখন পড়ে নেয় অথবা দেরী ক'রে আদায় করতে অভ্যাসী হয় অথবা বিনয়-নম্রতার (ও একাগ্রতার) সাথে নামায পড়ে না ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রকার ত্রুটি ঐ অর্থের শামিল। অতএব নামাযের ব্যাপারে উক্ত সকল আচরণ হতে বাঁচা প্রয়োজন। এখানে এ উল্লেখ করাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ সমস্ত বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত ঐ সব লোকই হতে পারে, যারা আখেরাতের হিসাব ও প্রতিদানের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না। এ জন্যই মুনাফিকদের একটি গুণ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, "যখন তারা (মুনাফিকরা) নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে, কেবল লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে।" *(সূরা নিসা ১৪২ আয়াত)*

([৪৪৮]) অর্থাৎ, এই শ্রেণীর লোকেদের নিদর্শন এই যে, তারা লোক মাঝে থাকলে নামায পড়ে নেয়; নচেৎ তারা নামায পড়ার প্রয়োজনই বোধ করে না। অর্থাৎ, তারা কেবলমাত্র লোক প্রদর্শন করার জন্যই নামায পড়ে।

([৪৪৯]) مَعن সামান্য বা ছোটখাট কিছুকে বোঝায়। কোন কোন উলামাগণ مَـاعُون এর অর্থ যাকাত নিয়েছেন। কেননা, যাকাত আসল মালের তুলনায় খুবই সামান্য পরিমাণ (শতকরা আড়াই শতাংশ মাত্র) তাই। আর কেউ কেউ এ থেকে সাংসারিক ছোটখাট আসবাব-পত্র অর্থ করেছেন, যা প্রতিবেশীরা সাধারণতঃ একে অপরের কাছে ধার হিসাবে চেয়ে থাকে। তার মানে হল যে, গৃহস্থালী ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে ধার দেওয়া এবং তাতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ না করা একটি সদ্‌গুণ। আর এর বিপরীত কৃপণতা ও কুণ্ঠা প্রকাশ করা হল পরকালকে অবিশ্বাসকারীদেরই অভ্যাস।

([৪৫০]) এই সূরার দ্বিতীয় নাম সূরা নাহর।

([৪৫১]) كَوثَر শব্দটির উৎপত্তি كَثرَة থেকে। এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর (রঃ) 'প্রভূত কল্যাণ' অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ এই অর্থ নেওয়াতে এমন ব্যাপকতা রয়েছে, যাতে অন্যান্য অর্থ শামিল হয়ে যায়। যেমন, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'এটা একটি নহর যা বেহেশ্তে নবী ﷺ-কে দান করা হবে'। কোন কোন হাদীসে কাওসার বলতে 'হওয' বুঝানো হয়েছে। যে হওয হতে ঈমানদাররা জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে নবী ﷺ-এর মুবারক হাতে পানি পান করবে। জান্নাতের ঐ নহর থেকেই পানি সেই হওযের মধ্যে আসতে থাকবে। অনুরূপ দুনিয়ার বিজয়, নবী ﷺ-এর মর্যাদা ও খ্যাতি, চিরস্থায়ীভাবে তাঁর সুনাম এবং আখেরাতের প্রতিদান ও বিনিময় ইত্যাদি সমস্ত জিনিসই 'প্রভূত কল্যাণ'-এ শামিল হয়ে যায়। *(ইবনে কাসীর)*

([৪৫২]) নামায কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য পড়, কুরবানীও শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য কর। মুশরিকদের মত তাতে অন্যকে শরীক করো না। نَحـر এর আসল অর্থ হল উটের কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত ক'রে যবেহ (নহর) করা। অন্যান্য পশুকে মাটির উপর শুইয়ে তার গলায় ছুরি চালানো হয়; আর একে 'যবেহ করা' বলা হয়। কিন্তু এখানে 'নহর' দ্বারা সাধারণভাবে কুরবানীকে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে এ অর্থে নফল বা অতিরিক্ত কুরবানী, হজ্জের সময় মিনা ময়দানে এবং ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই হল নির্বংশ।[৪৫৩] — إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

সূরা কাফিরূন[৪৫৪] (মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নংঃ ১০৯, আয়াত সংখ্যাঃ ৬

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। — بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। বল, হে কাফের দল![৪৫৫] — قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)

২। আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর। — لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢)

৩। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। — وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣)

৪। এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা ক'রে থাক। — وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤)

৫। এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি।[৪৫৬] — وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥)

করাও শামিল।

(৪৫৩) أَبْتَــر এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নির্বংশ; যার বংশধর কেউ নেই অথবা যার নাম নেওয়ার কেউ নেই। যখন নবী ﷺ-এর কোন ছেলে-সন্তান জীবিত থাকল না, তখন কিছু কাফের তাঁকে নির্বংশ বলতে লাগল। এই কথার উপরে আল্লাহ তাআলা মহানবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নির্বংশ তুমি নও; বরং তোমার দুশমনরাই নির্বংশ হবে। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর বংশকে তাঁর কন্যার পরম্পরা দ্বারা বাকী রেখেছেন। এ ছাড়া তাঁর উম্মতও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানেরই পর্যায়ভুক্ত। যাদের আধিক্য নিয়ে তিনি কিয়ামতে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবেন। এ ছাড়াও নবী ﷺ-এর নাম সারা বিশ্বে বড় শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে তাঁর শত্রুদের নাম শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতাতেই লেখা পড়ে আছে। কারো অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং কারো মুখে প্রশংসার সাথে তাদের নাম উল্লেখ হয় না।

(৪৫৪) সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী ﷺ কা'বাগৃহের তাওয়াফের পর দুই রাকআতে এবং ফজর ও মাগরেবের সুন্নত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। অনুরূপ তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবা ﷺ-কে বলেছিলেন যে, রাত্রিকালে শয়ন করার সময় এ সূরাটি পড়ে শয়ন করলে তোমরা শির্কমুক্ত হতে পারবে। *(মুসনাদে আহমদ ৫/৪৫৬, তিরমিযী ৪৩০৩নং, আবু দাঊদ ৫০৫৫নং ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১২১)* কোন কোন বর্ণনায় এরূপ করা নবী ﷺ-এরও আমল ছিল বলা হয়েছে। *(ইবনে কাসীর)*

এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, সূরা কাফিরূন ৪ বার পাঠ করলে একবার কুরআন খতম করার সমান সওয়াব লাভ হয়। (তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৪৬৬নং) -সম্পাদক

(৪৫৫) الكَــافِرون শব্দে ال কে জিন্‌স (শ্রেণী) বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এখানে শুধুমাত্র ঐ সমস্ত কাফেরদেরকে বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানতেন যে, তাদের মৃত্যু কুফ্‌র ও শির্কের অবস্থাতেই ঘটবে। কেননা, এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর কিছু সংখ্যক মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা আল্লাহর ইবাদত করেছিল। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৪৫৬) কিছু মুফাস্‌সির প্রথম আয়াতের অর্থকে বর্তমান কালের জন্য এবং দ্বিতীয় আয়াতের অর্থকে ভবিষ্যৎ কালের জন্য ব্যবহার করেছেন। (অর্থাৎ, আমি বর্তমানে তোমাদের উপাস্যের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না।) কিন্তু ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেছেন, এইরূপ কষ্টকল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু তাকীদের জন্য একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি আরবী ভাষার সাধারণ রীতি। এই প্রকার রীতি কুরআন কারীমের কয়েক স্থানে; যেমন, সূরা রাহমান ও সূরা মুরসালাতে ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপ এই সূরাতেও অর্থকে জোরদার করার জন্য বারবার একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মোট কথা হল, এটা কখনই সম্ভব নয় যে, আমি তাওহীদের পথ পরিত্যাগ ক'রে শির্কের পথ অবলম্বন ক'রে নেব; যেমন তোমরা চাচ্ছ। আর যদি আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে হিদায়াত না লিখে থাকেন, তাহলে তোমরাও তাওহীদ ও আল্লাহর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

৬। তোমাদের দ্বীন (শির্ক) তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন (ইসলাম) আমার জন্য।[৪৫৭]

সূরা নাস্‌র[৪৫৮] (মদীনায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ১১০, আয়াত সংখ্যা ঃ ৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١)

১। যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً (٢)

২। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে।[৪৫৯]

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣)

৩। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবা গ্রহণকারী।[৪৬০]

সূরা লাহাব[৪৬১] (মক্কায় অবতীর্ণ)

উপাসনা থেকে বঞ্চিতই থাকবে। এ কথা সেই সময় বলা হয়েছে, যখন কাফেররা মহানবী ﷺ-এর কাছে এই (নিরপেক্ষ সন্ধি) প্রস্তাব রাখল যে, এক বছর আমরা তোমার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর তুমি আমাদের উপাস্যের ইবাদত করবে।

(৪৫৭) অর্থাৎ, যদি তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট থাক এবং তা ত্যাগ করতে রাজী না হও, তাহলে আমিও নিজের দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট, তা কেন ত্যাগ করব? (لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) অর্থাৎ, আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। *(আল ক্বাসাস ৫৫ আয়াত) (তাছাড়া তোমাদের কর্ম ভ্রষ্ট এবং আমার কর্ম শ্রেষ্ঠ। আর অন্যায়ের সাথে কোন আপোস নেই।)*

(৪৫৮) অবতীর্ণের দিক দিয়ে এটি হল কুরআনের শেষ সূরা। *(সহীহ মুসলিম তফসীর অধ্যায়)* যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হল, তখন কিছু সংখ্যক সাহাবী ﷺ বুঝতে পারলেন যে, এবার নবী ﷺ-এর অন্তিম (মৃত্যুর) সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ জন্যই তাঁকে তসবীহ, তাহমীদ (আল্লার প্রসংশা) এবং ইস্তিগফার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইবনে আব্বাস ﷺ এবং উমর ﷺ এর ঘটনা সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। *(তাফসীর সূরা নাস্‌র)*

(৪৫৯) আল্লাহর সাহায্য অর্থ হল, ইসলাম এবং মুসলিমদের কুফ্‌র ও কাফেরদের উপর বিজয় দান। আর বিজয় অর্থ হল, মক্কা বিজয়। মক্কা মহানবী ﷺ-এর জন্মভূমি এবং বাসস্থান ছিল। কিন্তু সেখান হতে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবাগণ ﷺ-কে কাফেররা হিজরত করতে বাধ্য করেছিল। সুতরাং যখন ৮ হিজরীতে এই মক্কা নগরী বিজয় হল তখন লোকরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। অথচ এর পূর্বে এক-দুজন করে মুসলমান হত। মক্কা বিজয়ের পর মানুষের নিকট এ বিষয়টি পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, তিনি আল্লাহর সত্য পয়গম্বর এবং ইসলামই হল সত্য ধর্ম; যা অবলম্বন ব্যতীত পরকালে পরিত্রাণ সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বললেন, যখন এমন হবে তখন তুমি----।

(৪৬০) অর্থাৎ, বুঝে নাও যে, রিসালতের তবলীগ ও হক প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যা তোমার উপর ছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার দুনিয়া থেকে তোমার বিদায় নেওয়ার পালা এসে গেছে। এ জন্য তুমি আল্লাহর তসবীহ, প্রশংসা এবং ক্ষমা প্রার্থনায় অধিকাধিক মনোযোগী হও। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, জীবনের শেষ দিনগুলিতে উক্ত কর্মাবলী করতে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত।

(৪৬১) এই সূরাটিকে সূরা মাসাদও বলা হয়। এর অবতীর্ণের ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে (আযাবের) ভয় দেখাতে ও তবলীগ করতে যখন নবী ﷺ আদিষ্ট হল যে, তখন তিনি স্বাফা পাহাড়ের উপর চড়ে 'ইয়া স্বাবাহাহ' বলে আওয়াজ দিলেন। এই রকম আওয়াজকে ভয়ের সংকেত বোঝা হয়। সুতরাং এই আওয়াজে লোকেরা জমা হয়ে গেল। মহানবী ﷺ বললেন, তোমরা বল! যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, এক অশ্বারোহী সৈন্যদল এই পাহাড়ের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে, সে তোমাদের উপর হামলা করতে উদ্যত, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? তারা বলল, কেন বিশ্বাস করব না? আমরা তোমাকে কখনই মিথ্যাবাদীরূপে পাইনি। নবী ﷺ বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তোমাদেরকে আজ আমি এক বড় আযাব থেকে সাবধান করতে একত্র করেছি। (যদি তোমরা শির্ক ও কুফরে অটল থাক, তাহলে সেই আযাব তোমাদেরকে গ্রাস করবে।) এ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা নং ঃ ১১১, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١)

১। ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।[৪৬২]

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢)

২। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসবে না।[৪৬৩]

سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣)

৩। অচিরেই সে শিখাবিশিষ্ট (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করবে।

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤)

৪। এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী।[৪৬৪]

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥)

৫। তার গলদেশে খেজুর আঁশের পাকানো রশি।[৪৬৫]

কথা শুনে আবু লাহাব বলে উঠল, تَبًّا لَكَ! ধ্বংস হও তুমি! এ জন্যই তুমি আমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছ? এই কথার জওয়াবে আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করলেন। *(বুখারী, সূরা তাব্বাতের তফসীর পরিচ্ছদ)*

আবু লাহাবের আসল নাম ছিল 'আব্দুল উয্যা' তার রূপ-সৌন্দর্য ও মুখমন্ডলের লাল আভার ঔজ্জ্বল্যের কারণে তাকে আবু লাহাব (শিখাময়) বলা হত। এ ছাড়া পরিণামের দিক দিয়ে সে আগুনের ইন্ধন তো বটেই। এ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর আপন চাচা ছিল। কিন্তু শত্রুতায় সে ছিল তাঁর প্রতি অতি কঠোর। আর তার স্ত্রী উম্মে জামীল বিনতে হার্‌বও তাঁর প্রতি দুশমনীতে নিজ স্বামীর চেয়ে কম ছিল না।

(৪৬২) يَدَا শব্দটি يَدٌ এর দ্বিবচন। অর্থ হল দুই হাত। এ থেকে উদ্দেশ্য হল তার সত্তা বা দেহ। এই আংশিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে সমষ্টিগত অর্থ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সে নিজে ধ্বংস হয়ে যাক। এই বদ্দুআটি সেই বদ্দুআর জওয়াবে বলা হয়েছে, যা আবু লাহাব মহানবী ﷺ-এর প্রতি রাগ ও শত্রুতাবশে করেছিল।

تَبَّ শব্দের অর্থ হল ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে। অর্থাৎ, সে ধ্বংস হয়েছে। (অতীত কালকে দুআর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।) অথবা এটা হল খবর। বদ্দুআর সাথে সাথেই মহান আল্লাহ তার ধ্বংস ও বরবাদ হওয়ার খবর ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পরেই সে এক প্রকার চর্মরোগে আক্রান্ত হল; যে রোগে দেহে প্লেগের মত গুটলি প্রকাশ পায়। এই রোগই তাকে মৃত্যুর গ্রাস বানালো। তিন দিন পর্যন্ত তার লাশ এমনিই পড়ে ছিল। পরিশেষে তা খুবই দুর্গন্ধময় হয়ে উঠল। অতঃপর ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় এবং মান-সম্মানের ভয়ে তার ছেলেরা তাকে দূর থেকে পাথর ও মাটি ঢেলে দেহটাকে দাফন ক'রে দিল। *(আইসারুত তাফাসীর)*

(৪৬৩) উপার্জনে তার নেতৃত্ব, পদমর্যাদা এবং তার সন্তানরাও শামিল। অর্থাৎ, যখন আল্লাহর পাকড়াও এল, তখন কোন জিনিস বা কেউ তার কাজে এল না।

(৪৬৪) অর্থাৎ, জাহান্নামে সে স্বামীর আগুনে কাঠ এনে এনে নিক্ষেপ করতে থাকবে; যাতে আগুন বেশী বৃদ্ধি পাবে। আর তা হবে আল্লাহর তরফ হতে। অর্থাৎ, যেমন সে দুনিয়াতে নিজ স্বামীর কুফ্‌র ও ঔদ্ধত্যে মদদ যোগাত, তেমনি আখেরাতেও তার আযাব বৃদ্ধিতে মদদ যোগাতে থাকবে। *(ইবনে কাসীর)* কিছু সংখ্যক উলামা বলেন, এই মেয়েটি কাঁটার ঝাড় এনে মহানবী ﷺ-এর চলার পথে রেখে দিত। (যাতে তিনি কাঁটাবিদ্ধ হয়ে কষ্ট পান।) আবার কোন কোন আলেম বলেন, 'ইন্ধন বহনকারিণী' বলে তার চুগলী করার অভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। চুগলখোরের জন্য ব্যবহৃত এটি আরবীর একটি পরিভাষা। এই মেয়েটি কুরাইশদের নিকট গিয়ে মহানবী ﷺ-এর গীবত করত এবং তাদেরকে তাঁর প্রতি শত্রুতা করায় উসকানি দিত। *(ফাতহুল বারী)*

(৪৬৫) جِيدٌ অর্থ হল গর্দান, ঘাড়। আর مَسَدٌ অর্থ হল মজবুত রশি; চাহে তা কোন ঘাস অথবা খেজুরের আঁশ বা ছিলকার অথবা লোহার তার পাকানো হোক; যেমন এক এক মুফাস্‌সির এর এক এক রকম অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিছু উলামার মতে, সে দুনিয়াতে ঐ রশি নিজ ঘাড়ে বা গলদেশে ঝুলিয়ে রাখত। কিন্তু সবচেয়ে বেশী সঠিক বলে মনে হয় যে, জাহান্নামে তার গলায় যে বেড়ি হবে, তা হবে লোহার তারের পাকানো রশি। مَسَدٌ শব্দ দ্বারা উপমা দিয়ে রশির মজবুতী ও শক্ত অবস্থার কথা স্পষ্ট করা হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা ইখলাস[৪৬৬] (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ১১২, আয়াত সংখ্যা ঃ ৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) — ১। বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)।

اللهُ الصَّمَدُ (٢) — ২। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।[৪৬৭]

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) — ৩। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন।[৪৬৮]

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤) — ৪। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।[৪৬৯]

সূরা ফালাক্ব[৪৭০] (মক্কায় অবতীর্ণ)

([৪৬৬]) এই ছোট্ট সূরাটি বড় ফযীলতসম্পন্ন। এটিকে মহানবী ﷺ কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং তা রাত্রে পড়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। *(বুখারী তাওহীদ অধ্যায়, ফাযায়েলে কুরআন 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পরিচ্ছেদ)*

এক সাহাবী ﷺ নামাযের প্রতি রাকআতে অন্যান্য সূরার সাথে এই সূরাটিকেও নিয়মিত পড়তেন। এ ব্যাপারে নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি ঐ সূরাটিকে ভালোবাসি। এর ফলে নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "ঐ সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। *(বুখারী তাওহীদ অধ্যায়,আযান অধ্যায়, দুটি সূরাকে একই রাকআতে জমা ক'রে পড়ার পরিচ্ছেদ, মুসলিম শরীফ মুসাফিরীনদের নামায অধ্যায়)* এই সূরাটির অবতীর্ণের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, মক্কার মুশরিকরা যখন নবী ﷺ-কে বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের বংশতালিকা বর্ণনা কর। তখন তার জওয়াবে মহান আল্লাহ এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন। *(মুসনাদে আহমাদ ৫/ ১৩৩- ১৩৪ নং)*

([৪৬৭]) অর্থাৎ, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

([৪৬৮]) অর্থাৎ, জনক নন এবং জাতকও নন। তাঁর থেকে কিছু উদ্ভূত নয় এবং তিনিও কিছু থেকে উদ্ভূত নন।

([৪৬৯]) কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়; না তাঁর সত্তায়, না তাঁর গুণাবলীতে এবং না তাঁর কর্মাবলীতে। "তাঁর মত কোন কিছুই নেই।" *(সূরা শূরা ১১ নং আয়াত)*

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষ আমাকে গালি দেয়; অর্থাৎ, আমার সন্তান আছে বলে। অথচ আমি একক ও অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে না জন্ম দিয়েছি; না কারো হতে জন্ম নিয়েছি। আর না কেউ আমার সমতুল্য আছে। *(সহীহ বুখারী সূরা ইখলাসের তফসীর অধ্যায়।)*

এই সূরা ঐ সকল লোকদের বিশ্বাস খন্ডন করে, যারা একাধিক উপাস্যে বিশ্বাসী, যারা মনে করে আল্লাহর সন্তান আছে, যারা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক স্থাপন করে এবং যারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না।

([৪৭০]) এর পরবর্তী সূরা হল সূরা নাস। এই দুই সূরার ফযীলত যৌথভাবে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, এক হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন, "আজ রাত্রে আমার উপর কিছু এমন গুরুত্বপূর্ণ আয়াত অবতীর্ণ হল, যা আমি এর পূর্বে কখনো দেখিনি। এই কথা বলেই তিনি এই দুটি সূরা (সূরা ফালাক্ব ও নাস) পাঠ করলেন। *(সহীহ মুসলিম মুসাফিরদের নামায অধ্যায়, মুআব্বিযাতাইন পড়ার ফযীলত পরিচ্ছেদ, তিরমিযী)*

একদা আবু হাবেস জুহনী ﷺ-কে নবী ﷺ বললেন, "হে আবু হাবেস! আমি তোমাকে উত্তম ঝাড়-ফুঁকের কথা বলে দেব না কি, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে থাকে?" তিনি বললেন, 'অবশ্যই বলে দিন।' মহানবী ﷺ এই সূরা দুটিকে উল্লেখ ক'রে বললেন, "এ সূরা দুটি হল মুআব্বিযাতান (ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র)।" *(সহীহ নাসাঈ আলবানী ৫০২০নং)*

নবী ﷺ মানুষ ও জিনের বদ নজর থেকে (আল্লাহর) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন এই দুটি সূরা অবতীর্ণ হল, তখন থেকে তিনি ঐ দুটিকে প্রত্যহ পড়ার অভ্যাস বানিয়ে নিলেন এবং বাকী অন্যান্য (দুআ) বর্জন করলেন। *(সহীহ তিরমিযী আলবানী ২ ১৫০ নং)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখনই নবী ﷺ-এর কোন কষ্ট হত, তখন তিনি মুআব্বিযাতাইন (কুল আউযু বিরাব্বিল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা নং ঃ ১১৩, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার প্রতিপালকের কাছে।(৪৭১)	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١)
২। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে।(৪৭২)	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢)
৩। অনিষ্ট হতে রাত্রির, যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।(৪৭৩)	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣)
৪। এবং ঐসব আত্মার অনিষ্ট হতে, যারা (যাদু করার উদ্দেশ্যে) গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।(৪৭৪)	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤)

ফালাক্ব ও ক্বুল আউযু বিরাব্বিন্নাস) সূরা দুটি পড়ে নিজ শরীরে ফুঁক দিতেন। যখন (শেষ জীবনে) তাঁর কষ্ট-বেদনা বৃদ্ধি পেল, তখন আমি উক্ত সূরা দুটি পড়ে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাতের বর্কতের আশা রেখে তা নবী ﷺ-এ এর শরীরে ফিরাতাম। *(বুখারী, ফাযায়েলে কুরআন, মুআব্বিযাত পরিচ্ছেদ, মুসলিম শরীফ সালাম অধ্যায়, মুআব্বিযাত দ্বারা রোগীর ঝাড়-ফুঁক পরিচ্ছেদ।)*

যখন নবী ﷺ-কে যাদু করা হল, তখন জিব্রাঈল ﷺ এই দুই সূরা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। আর বললেন যে, এক ইয়াহুদী (লাবীদ বিন আ'সাম) আপনাকে যাদু করেছে। আর সেই যাদুর বস্তু যারওয়ান কুয়ায় রাখা হয়েছে। তিনি আলী ﷺ-কে পাঠিয়ে তা উদ্ধার করলেন। (তা ছিল একটি চিরুনী, কয়েকটি চুল, একটি সুতো। তাতে দেওয়া ছিল এগারোটি গিরা। এ ছাড়া একটি নর খেজুর গাছের শুকনো মোছা এবং মোমের একটি পুতুল ছিল; যাতে কয়েকটি সুচ ঢুকানো ছিল।) জিব্রাঈল ﷺ-এর নির্দেশে তিনি উক্ত দুই সূরা থেকে এক একটি আয়াত পাঠ করলেন এবং তার সাথে একটি করে গিরা খুলতে লাগল এবং সুচও বের হতে লাগল। শেষ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে সমস্ত গিরাগুলি খুলে গেল এবং সুচগুলিও বের হয়ে গেল। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য লাভ করলেন। *(সহীহ বুখারী ফাতহুলবারীসহ, তিব্ব অধ্যায়, যাদু পরিচ্ছেদ, মুসলিম সালাম অধ্যায় যাদু পরিচ্ছেদ)*

নবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি রাত্রে শয়নকালে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ ক'রে দুই হাতের তালুতে ফুঁক মেরে সারা শরীরে ফিরাতেন। প্রথমে মাথা, মুখমন্ডল তারপর শরীরের অগ্রভাগে হাত ফিরাতেন। তারপর যতদূর পর্যন্ত তাঁর হাত পৌঁছত, ততদূর তা ফিরাতেন এবং তিনি এইরূপ তিনবার করতেন। *(সহীহ বুখারী ফাযায়েলে কুরআন, মুআব্বিযাত পরিচ্ছেদ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, ক্বুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও ক্বুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' সকাল সন্ধ্যায় তিনবার ক'রে বল; প্রত্যেক জিনিস থেকে তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬৪৩ নং)*

(৪৭১) الفَلَـــق এর সহীহ অর্থ হল, ঊষা বা প্রভাতকাল। এখানে বিশেষ করে 'ঊষার প্রতিপালক' এই জন্য বলা হয়েছে যে, যেমন আল্লাহ তাআলা রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে দিনের উজ্জ্বলতা নিয়ে আসতে পারেন, তেমনি তিনি ভয় ও আতঙ্ক দূর করে আশ্রয় প্রার্থীকে নিরাপত্তা দান করতে পারেন। অথবা মানুষ যেমন রাত্রে এই অপেক্ষা করে যে, সকালের উজ্জ্বলতা এসে উপস্থিত হবে, ঠিক তেমনিভাবে ভীত মানুষ আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে (নিরাপত্তা লাভে) সফলতার প্রভাত উদয়ের আশায় থাকে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(৪৭২) এটি একটি ব্যাপকার্থবোধক বাক্য। এতে শয়তান ও তার বংশধর, জাহান্নাম এবং ঐ সমস্ত জিনিস হতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হতে পারে।

(৪৭৩) রাতের অন্ধকারেই হিংস্র জন্তু, ক্ষতিকর প্রাণী ও পোকা-মাকড়; অনুরূপভাবে অপরাধপ্রবণ হিংস্র মানুষ নিজ নিজ জঘন্য ইচ্ছা পূরণের আশা নিয়ে বাসা হতে বের হয়। এই বাক্য দ্বারা সে সকল অনিষ্টকর জীব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

غَاسِق শব্দের অর্থ হল রাত্রিকাল এবং وَقَبَ শব্দের অর্থ হল প্রবেশ করে, ছেয়ে যায় প্রভৃতি।

(৪৭৪) النَّفَّاثَات শব্দটি হল স্ত্রীলিঙ্গ, যা النُّفُوس উহ্য বিশেষ্যর বিশেষণ। من شرِّ النفوس النَّفَّـــات অর্থাৎ, গ্রন্থি বা গিরাতে ফুৎকারকারী আত্মার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, যাদুর মত জঘন্য কর্মের কর্তা নর ও নারী উভয়ই। মোটকথা, এ দিয়ে যাদুকরের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে। যাদুকর মন্ত্র পড়ে পড়ে ফুঁক মেরে গিরা দিতে থাকে। সাধারণতঃ যাকে যাদু করা হয়, তার চুল অথবা কোন ব্যবহৃত জিনিস সংগ্রহ ক'রে তাতে যাদু করা হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

৫। এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।[৪৭৫]

সূর নাস[৪৭৬] (মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ১১৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)

১। বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট।[৪৭৭]

مَلِكِ النَّاسِ (٢)

২। যিনি মানুষের মালিক।[৪৭৮]

إِلَهِ النَّاسِ (٣)

৩। যিনি মানুষের উপাস্য।[৪৭৯]

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤)

৪। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে।[৪৮০]

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥)

৫। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।

([৪৭৫]) হিংসা তখন হয়, যখন হিংসাকারী হিংসিত ব্যক্তির নিয়ামতের ধ্বংস কামনা করে। সুতরাং তা থেকেও পানাহ চাওয়া হয়েছে। কেননা, হিংসাও এক জঘন্যতম চারিত্রিক ব্যাধি; যা মানুষের পুণ্যরাশিকে ধ্বংস করে ফেলে।

([৪৭৬]) এই সূরার ফযীলত পূর্বের সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ-কে নামায পড়া অবস্থায় বিছুতে দংশন করলে, নামায শেষ হতেই তিনি পানি এবং লবণ আনতে আদেশ করলেন এবং তা দিয়ে তিনি দষ্ট জায়গায় মলতে লাগলেন এবং সাথে সাথে সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাস ও সূরা নাস পাঠ করতে থাকলেন। *(মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/ ১১১ হাইসামী বলেছেন, এর সনদ হাসান। সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৫৪৮নং)*

([৪৭৭]) رَبّ (প্রতিপালক) এর অর্থ হল যে, যিনি শুরু থেকেই -- মানুষ যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন থেকেই -- তার তত্ত্বাবধান ও লালন-পালন করতে থাকেন; পরিশেষে সে সাবালক ও জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে যায়। তাঁর এই কাজ শুধু কিছু সংখ্যক লোকের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সকল মানুষের জন্য ব্যাপক। আবার কেবলমাত্র সকল মানুষের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালন ক'রে থাকেন। এখানে কেবল 'মানুষ' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের সেই মান ও মর্যাদাকে ব্যক্ত করার জন্য যা সকল সৃষ্টির উপরে রয়েছে।

([৪৭৮]) যে সত্তা সমস্ত মানুষের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান ক'রে থাকেন; তিনিই হলেন সকল কিছুর মালিক, অধিপতি ও রাজা হওয়ার উপযুক্ত।

([৪৭৯]) যিনি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা এবং যাঁর হাতে সারা দুনিয়ার বাদশাহী, তিনিই হলেন সর্বপ্রকার ইবাদত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য এবং তিনিই সমস্ত মানুষের একক মাবূদ (উপাস্য)। সুতরাং আমি সেই সুমহান ও সুউচ্চ সত্তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

([৪৮০]) الوَسوَاس শব্দটি কিছু উলামার নিকট ইস্ম ফায়েল (কর্তৃকারক) مُوَسوِس এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর কিছু সংখ্যক উলামা বলেন, এর আসল হল ذي الوِسوَاس

অসঅসা বা কুমন্ত্রণা গুপ্ত শব্দকে বলা হয়। শয়তান তার অনুপলব্ধ পদ্ধতিতে মানুষের অন্তরে নানা প্রকার প্রলোভন, কুমন্ত্রণা বা ফুস্‌মন্ত্র দিয়ে থাকে; তাকেই 'অসঅসা' বলা হয়। خَنّاس শব্দের অর্থ হল সরে পড়ে আত্মগোপনকারী। এটি শয়তানের গুণবিশেষ। যেহেতু যখন কোন স্থানে আল্লাহর যিক্‌র করা হয়, তখন সে স্থান হতে শয়তান সরে পড়ে এবং যখন কেউ আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়, তখন সে তার অন্তরে ছেয়ে যায়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

৬। জ্বিন ও মানুষের মধ্য হতে।[৪৮১]

([৪৮১]) অর্থাৎ, এই কুমন্ত্রণাদাতা হল দুই শ্রেণীর। (১) শয়তান জ্বিন ঃ শয়তান জ্বিনদেরকে মহান আল্লাহ মানুষকে ভ্রষ্ট করার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। এ ছাড়া প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন শয়তান সাথী হিসাবে সদা বিদ্যমান থাকে; সেও তাকে ভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টায় থাকে। হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নবী ﷺ ঐ কথা লোকদেরকে বললেন, তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথেও কি শয়তান বিদ্যমান থাকে। তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, আমার সাথেও থাকে। তবে আল্লাহ তাআলা তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য দান করেছেন; যার ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। সে আমাকে মঙ্গল ব্যতীত কিছু আদেশ করে না।" *(সহীহ মুসলিম, কিয়ামতের বিবরণ অধ্যায়)*

অনুরূপ অন্য হাদীসে এসেছে যে, একদা নবী ﷺ যখন ই'তিকাফ অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁর পবিত্রা সহধর্মিণী স্বাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর সাক্ষাতে (মসজিদে) এলেন। সময়টা রাত্রিবেলা ছিল। সাক্ষাতের পর তিনি তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে বের হলেন। রাস্তায় দুই আনসারী সাহাবী পার হচ্ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে ডেকে বললেন, "এটি আমার স্ত্রী স্বাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াই।" তাঁরা আরজ করলেন যে, 'আপনার সম্পর্কে কি আমাদের কোন কুধারণা হতে পারে হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি বললেন, "তা তো ঠিক কথা। কিন্তু শয়তান যে মানুষের রক্ত-ধমনীতে রক্তের মতই প্রবাহিত হয়। আমার আশঙ্কা হল যে, হয়তো বা সে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ প্রক্ষিপ্ত ক'রে দিতে পারে।" *(সহীহ বুখারী, আহকাম অধ্যায়)*

(২) মানুষ শয়তান ঃ মানুষের মধ্যে কিছু শয়তান আছে যারা উপদেষ্টা, হিতাকাঙ্ক্ষী ও দয়াবানরূপে এসে অপরকে ভ্রষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করে।

কোন কোন উলামা বলেন, শয়তান যাদেরকে ভ্রষ্ট করে, তারা হল দুই শ্রেণীর। অর্থাৎ, শয়তান মানুষকে যেমন ভ্রষ্ট করে তেমনি জ্বিনকেও ভ্রষ্ট ক'রে থাকে। তবে এখানে মানুষের অন্তরের উল্লেখ তার ভ্রষ্টতার তুলনামূলক আধিক্যের কারণে করা হয়েছে। নচেৎ জ্বিন সম্প্রদায়ও শয়তানের কুমন্ত্রণায় ভ্রষ্টতার শিকার হয়। কিছু সংখ্যক উলামা বলেন, কুরআনে জ্বিনদের জন্যও 'রিজাল' (পুরুষ মানুষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। *(সূরা জিন ৬ নং আয়াত)* সুতরাং তারাও মানুষ শব্দে শামিল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com